আমি জয়বাদী তরুণ

১

মাওলানা আবু মুসআব

অতি

জয়বাতি

তরুণ

১

অতি জযবাতি তরুণ ❶

মাওলানা আবু মুসআব

প্রথম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪০ হি.
সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈ.

তৃতীয় প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪১ হি.
সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈ.

প্রকাশক
দারুল ফিকহিল আম

বই পেতে
dfambd@gmail.com
www.facebook.com/দারুল ফিকহিল আম
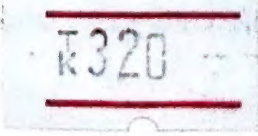
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, মোল্লার বই.কম, আমাদের বই.কম
পথিকশপ.কম, সিজদা.কম

মূল্য

ত্রিশ টাকা মাত্র)

অ । র্প । ণ

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন -হাফিযাহুল্লাহ-
সত্যকথন ও সাহসী উচ্চারণে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.
ও আকাবিরে দেওবন্দের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি

قال الله تعالى: وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (سورة النساء ١٠٤)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوَفَ ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: ٢٧٤٨٥، سنن أبي داود، رقم الحديث: ٤٢٥٢، جامع الترمذي، رقم الحديث: ٢٢٢٩)

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحق لا يُعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. (الكشاف للزمخشري ٥/٥٩٤، تفسير القرطبي ١/٣٤٠، تفسير البحر المحيط ٨/١٢٣)

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١/١٢١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٤٠٤، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤٦/٤٠٩-٤١٠)

قال الحافظ الذهبي (في ترجمة ابن ناجية): بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت، ولمقتوه وجهّلوه. (سير أعلام النبلاء ١٤/١٦٦)

وقال أيضاً (في ترجمة ابن قتيبة): قلت: هذا لم يصح، وإن صح عنه فسُحقاً له، فما في الدين محاباة. (سير أعلام النبلاء ١٣/٢٩٨)

قال الشيخ أحمد شاكر: ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير ١/٦٩٧)

قال الأستاذ عبد المالك: واعلم أن شرع الله أحق بالغيرة من الغيرة على آحاد الأمة، الذين لم تكتب لهم العصمة. (تقدمة الأحاديث الموضوعة الرائحة ٦٥/١، الطبعة الأولى)

٢٨١٨- لأجاهدن عداك ما أبقيتني .... ولأجعلن قتالهم دَيداني

٢٨١٩- ولأفضحنهم على رأس الملا .... ولأفرين أديمهم بلساني

٢٨٢٠- ولأكشفن سرائر خفيتْ على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان

٢٦٣٩- موتوا بغيظكم فربي عالم .... بسرائرٍ منكم وخُبث جنان

٢٦٤٠- فالله ناصر دينه وكتابه .... ورسوله بالعلم والسلطان

٢٦٤١- والحق ركن لا يقوم لَهده .... أحد ولو جُمعت له الثقلان

(من نونية الحافظ ابن القيم)

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ..... ويأتيك بالأخبار من لم تُزود

(طرفة بن العبد البكري)

সূচিপত্র

{এক}

ارتداد الحكام بغير ما أنزل الله

মানবরচিত আইনের বিচারক মুরতাদ

মুহতারাম আহলে ইলমদের সংশয় ও কিছু কথা

প্রথম সংশয়: "جحود" -অস্বীকার করার শর্তে শর্তযুক্ত

দ্বিতীয় সংশয়: "كفر دون كفر" তথা কুফরে আসগর

তৃতীয় সংশয়: গ্রহণ করেছে প্রাধান্য দেয়নি

চতুর্থ সংশয়: 'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রয়োজন

পঞ্চম সংশয়: অজ্ঞতার 'ওযর'

ষষ্ঠ সংশয়: 'ইকরাহ'-জবরদস্তির 'ওযর'

সপ্তম সংশয়: ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

অষ্টম সংশয়: জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে কী বলা হবে?

নবম সংশয়: এটি একটি 'শায' রায়

{দুই}

العلمانية—ধর্মনিরপেক্ষতা

{তিন}

الديمقراطية—গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের একটি পরামর্শ

ভোট প্রদানের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের ফাতওয়া

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

কয়েকটি মৌলিক নিবেদন

رب عقوبة أورثت صلاحاً، وقصاص ردع ظلماً، وموت أحيا نفوساً،

وتكفير جدّد إيماناً.

পথিক! একটু দাঁড়াও

বেড়ীর যখন বাঁধ ভেঙ্গে যায় তখন পানির স্রোত ঠেকাতে মুষ্টি মুষ্টি মাটি কোনো কাজে আসে না। তখন প্রয়োজন হয় স্রোতের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সৌধ তৈরি করা। কালক্ষেপণ না করেই তা করতে হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই তা করতে হয়। স্রোতের মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারলে ছোটোখাটো দিকগুলো মেরামত করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তুচ্ছ তুচ্ছ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে কার্যকরী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ না করলে সে স্রোত আর কখনো বন্ধ করা যায় না।

চতুর্দিকে ফিতনার জোয়ার। কুফরের কালোসর্প ছোবল মেরে চলছে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। 'ইলহাদ' 'যানদাকা' ও 'ইরতিদাদে খফি ও জলি'র ভয়াল থাবায় ক্ষতবিক্ষত সমগ্র বিশ্ব। ঈমানচোর ঢুকে পড়েছে ঈমানের সুরক্ষিত দুর্গে। ফিতনার বাঁধভাঙ্গা স্রোতে একে একে ভেঙ্গে পড়ছে ইসলামের সুদৃঢ় দেয়াল। মিথ্যার বজ্রাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে দ্বীনের সুউচ্চ প্রাসাদ। বাতিলের এই স্রোত প্রতিহত করতে প্রয়োজন

বাস্তবমুখী পদক্ষেপের। কঠিন কথা, শক্ত হাতের আঘাতে ফিতনার মূল উপড়ে ফেলার চেষ্টাই হবে বর্তমান সময়ে 'হিকমত' ও 'মাসলাহাত'র দাবি। এটিই হবে 'ফিকহে আম', 'আকলে আম' ও 'তাফাক্কুহ'র পরিচায়ক। 'হিকমত', 'মাসলাহাত' ও 'ফিকহে আম'র নামে অন্তসারশূন্য কোনো আবদার কখনো এই ফিতনার স্রোতের মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং তা 'মুদাহানাত' দ্বীনি বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে।

পাঠকের নিকট আমি প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি যে, সাহসিকতার অভাবে আমি আকাবিরে আসলাফের যথাযথ অনুসরণ করতে পারিনি। আকাবিরে আসলাফ ফিতনার প্রতিরোধে, বাতিলের মূলোৎপাটনে যে কঠিন কথা বলে, কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'হিকমত' ও মাসলাহাত'র দাবি পূরণ করেছেন, 'তাফাক্কুহ', 'ফিকহে আম' ও 'আকলে আম'র পরিচয় দিয়েছেন, তার আংশিকও আমরা করতে পারছি না। ভুল আকিদা-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানে, ফিতনার প্রতিরোধে আকাবিরে আসলাফের বজ্রকণ্ঠের গর্জন, কলমতীরের আঘাত, কঠিন কর্মপন্থার কিছু নমুনা সিরিজের কোনো এক পর্বে 'বদ যবানি বদ গুমানি' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করবো, ইনশাআল্লাহ। পাঠক তখন মিলিয়ে দেখবেন আমরা কঠোরতার দৌড়ে আকাবিরে আসলাফ থেকে কতোটা পিছিয়ে রয়েছি।

আমি আমার এই রচনা কোনো জ্ঞানপাপী বা আলেমরূপী জাহেলের কথার প্রত্যুত্তরে রচনা করিনি। দেশ-বিদেশের কোনো কুতবে আলাম (?), কুতবে বাঙ্গাল (?) এবং আমিরুল উমারাদের উদ্দেশ্যে আমি আমার গ্রন্থ রচনা করিনি, যারা নিজেদেরকে ইতোমধ্যে "من دعاة الإلحاد والزندقة" হিসেবে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। যাদের 'ইলহাদ' ও 'যানদাকা' একজন সাধারণ আলেমের নিকটও স্পষ্ট হওয়ার মতো। এরপরও কোনো কোনো দা'য়ি আলেম বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তাদের শরিআতের অপব্যাখ্যা ও ইলহাদের বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সে সকল দা'য়ি আলেমকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন!

আমি আমার এই রচনা ওই সকল 'মুলহিদ'র জবাবে রচনা করিনি, যাদের মতে বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ করা মানে আত্মহত্যা করা। সুতরাং

নির্বাচনই হচ্ছে জিহাদ এবং যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তারা হচ্ছে মুজাহিদ।[১] এছাড়াও যাদের বক্তব্য হচ্ছে, দলিল আর জযবা যখন মুখোমুখি হয় তখন জযবা হয় 'গালেব' আর দলিল হয় 'মাগলুব'।[২]

আমি আমার এই রচনা "تكفير أهل الشهادتين" -এর মতো দরবারি আলেমের দরবারি গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে রচনা করিনি, যে গ্রন্থ অধ্যয়নের পর একজন পাঠক সহজেই ফলাফল বের করবে যে, আদমশুমারি অনুযায়ী মুসলমান ব্যক্তির মুরতাদ হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। লেখক কাউকে মুরতাদ আখ্যায়িত করার জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন সেগুলোর আলোকে বলা যায়, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহির মাধ্যমে সম্ভব কাউকে মুরতাদ আখ্যা দেয়া অথবা কেউ যদি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে যে, 'ইসলামের অমুক অকাট্য বিধানের বাস্তবতা ও সত্যতার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ এবং অস্পষ্টতা নেই, তা সত্ত্বেও আমি হটকারিতা করে তা মানছি না।' তবেই সম্ভব তাকে মুরতাদ বলা। কারণ এছাড়া 'ইলমুল ইয়াকিন'র কোনো পদ্ধতি তিনি রাখেননি। দ্বিতীয় পদ্ধতিতেও মুরতাদ বলা মুশকিল। কেননা সেক্ষেত্রে তার 'জাহালত' বা 'ইকরাহ'র ওযরের কথা আসতে পারে। সুতরাং কাউকে মুরতাদ আখ্যা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহি ব্যতীত আর কোনো পদ্ধতিই বাকি থাকছে না।

এছাড়াও আমি আমার এই রচনা দেশ-বিদেশের ওই সকল ব্যক্তিত্বের লেখা ও কথার জবাবে রচনা করিনি, যাঁরা 'পরিবর্তিত পৃথিবী' শ্লোগানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে 'পরিবর্তিত ইসলাম'র রূপরেখা তৈরি করেন। যাঁরা ভুলে গেছেন যে, পরিবর্তিত পৃথিবীতেও ইসলাম অপরিবর্তিত।

আমার এই রচনার একমাত্র এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই সকল আহলে ইলম ও আহল ফিকর, যাঁরা এ দেশকে ইলমকে মাপকাঠি বানানোর 'উসুল' শিখিয়েছেন। যাঁদের ইলমি অবদান আমার, আমাদের এবং প্রতিটি ইলমপিপাসু তরুণের রক্তে-মাংসে মিশে আছে। যাঁদের প্রতি আমাদের অপ্রতুল ভক্তি-শ্রদ্ধা সমানভাবে বিদ্যমান। যাঁদের প্রতি

---

১. (লিংক) https://www.youtube.com/watch?v=iYJIOY0RQ9s

২. https://www.youtube.com/watch?v=Hwy1lzHKjGU&t=71s

আমাদের অগাধ মুহাব্বত-ভালোবাসার ধারা প্রবহমান। যাঁদের স্নেহময় হাতের শীতল ছোঁয়ায় আমরা এখনো সিক্ত। আমাদের প্রতি যাঁদের ভালোবাসার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন কখনো অনুভব করিনি। দলিলের আলোকে যেকোনো সত্য নিজেদের জন্য স্পষ্ট করতে যাঁদের দরবারে ধর্ণা দিতে আজো কোনো দ্বিধা হয় না। যাঁরা বর্তমান সময়ে সর্বাধিক আলোচিত মাসআলাগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান প্রকাশ করছেন না এবং কোনো পক্ষের রচনা বা কথার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জ্ঞাপন করছেন না।

কিন্তু মুহতারাম আহলে ইলমের এই কাফেলা আমাদেরকে 'অতি জযবাতি তরুণ' বলতেই পছন্দ করেন। আমাদেরকে এই উপাধিতে ভূষিত করে মুহতারাম মনীষাগণ যাই বুঝাতে চান না কেনো, আমরা কিন্তু সেটিকে 'নেক ফালি' হিসেবে গ্রহণ করছি।

কারণ, নিজেদের ব্যাপারে তরুণ শব্দ শুনলেই আল্লাহ তাআলার কালামে পাকের একটি অংশ মনে আসে- "إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى"। মনে আসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের একটি অংশ-"وشاب نشأ في عبادة الله"।[৩] মনে আসে 'জামহে কুরআন'র প্রেক্ষাপটে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি.কে উদ্দেশ্য করে বলা ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. -এর বাক্যটি- "إنك شاب عاقل لا نتهمك"।[৪]

---

৩. সহিহ বুখারি -كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين-, পৃ: ৪৭০, হাদিস নং ১৪২৩, সহিহ মুসলিম -كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة-, পৃ: ৪১৯, হাদিস নং ২৩৮০।

৪. মুসনাদে আহমাদ ১/১৩, হাদিস নং ৭৬, সহিহ বুখারি كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن, পৃ: ১২৬১, হাদিস নং ৪৯৮৬। জামে তিরমিযি أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سورة التوبة-, পৃ: ১০৫৫, হাদিস নং ৩৩৬০।

এবং মনে আসে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত উক্তিটি- "ما بعث الله نبياً إلا وهو شاب ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب"।[৫]

আর জযবাতি তথা ইলম অনুযায়ী আমলের প্রতি জযবা বরং অতি জযবাই তো সকলের কাম্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর একটি অংশ হচ্ছে- "اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع"।[৬]

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. বলেছেন,

"يا حملة العلم! اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمَه عملُه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملُهم علمَهم".[৭]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলতেন,

"أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم".[৮]

আর জযবাতির শুরুতে অতি শব্দটি মনোবল আরো বাড়িয়ে দেয়। অন্যায়ের মোকাবেলায় অতি জযবাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের মাঝে দেখতে চান। কালামে পাকের কয়েকটি অংশ সবসময় মাথায় ঘুরপাক খায়-

---

৫. তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম -سورة الكهف، تفسير "إنهم فتية آمنوا بربهم"-, পৃ: ২৩৫০, হাদিস নং ১২৭২৪, তাফসিরে ইবনে কাসির -سورة الأنبياء، تفسير "قالوا سمعنا فتىً يذكرهم", ৫/২২২।

৬. সহিহ মুসলিম -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل-, পৃ: ১১২০, হাদিস নং ৬৯০৬, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৭১, হাদিস নং ১৯৩০৮।

৭. সুনানে দারেমি -كتاب العلم، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله تعالى-, পৃ: ১৭০, হাদিস নং ৩৯২। (إسناده ضعيف)।

৮. সুনানে দারেমি -كتاب العلم، باب في فضل العلم والعالم-, পৃ: ১৬০, হাদিস নং ৩৪১।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.....

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ......

مَا كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ......

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً......

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ......

وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ......

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ......

ইত্যাদি ইত্যাদি 'নুসুস' হৃদয়ে প্রশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে। 'অতি জযবাতি তরুণ' উপাধিকে নিজেদের অবস্থানের চেয়ে বড়ো মনে হয়। আমরা মনে করি, মুহতারাম আহলে ইলমদের পক্ষ হতে পাওয়া হাদিয়া আমাদের প্রতি তাঁদের সু-ধারণারই প্রতিফলন। আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আমরা কেউ যেনো আবেগ হারিয়ে না বসি।

মুহতারাম আহলে ইলম!

আপনাদের প্রশস্ত মানসিকতার কাছে আমরা এ আশা করতে পারি যে, পৃথিবীর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে আপনারা আমাদের হৃদয়ের কথাগুলো অনুভব করবেন! আমাদের চোখে পানি দেখে যদি আপনাদের চোখে পানি নাও আসে, আমাদের চোখের পানি মুছে দেয়ার মতো সাহসিকতা যদি নাও দেখাতে পারেন, দয়া করে আমাদেরকে বাম হাতে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলে দেবেন না।

কতো মাত্রার সমস্যা ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও অবলোকন করার পর এবং কী পরিমাণ কুরআন-হাদিসের 'নুসুস' ও আকাবিরে আসলাফের মন্তব্য ও অবস্থানের আলোকে আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাবদিহিতার বিষয়টি মাথায় আসার পর, এই ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তেও ঝুঁকিপূর্ণ কথাগুলো বলা আমরা আমাদের জন্য ওয়াজিব মনে করছি; তা যদি ভেবে দেখা

আপনাদের কাছে অনর্থকও মনে হয়, তবুও আমরা আপনাদের কাছে ﻻ" "تشمت بنا الأعداء -এর আশা করতে পারি।

মুহতারাম আহলে ইলম!

চলমান মাসআলাগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, কারণ-

আমরা জানি, এ কথাগুলো বললেও আমাদের মৃত্যু তখনই আসবে, না বললে যখন আসবে।

আমরা জানি, আমাদের তাকদিরে যা লেখা আছে তা থেকে এক সুতোও এদিক সেদিক হবে না।

আমরা জানি, আমাদের কবরে আমাদেরকে যেতে হবে এবং প্রত্যেকের কবরে প্রত্যেককে যেতে হবে।

আমরা জানি, আল্লাহ তাআলার দরবারে অন্যের কথা বলে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বের দায় এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

আমরা জানি, আমাদের রক্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তের চেয়ে বেশি পবিত্র নয় যে তা মাটিতে পড়তে পারবে না।

আমরা জানি, আমাদের প্রাণ সাহাবায়ে কেরামের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয় যে তা অপাত্রে (?) বিলিয়ে দেয়া যাবে না।

আমরা জানি, আমাদের প্রাণহীন দেহ ইমাম আবু হানিফার প্রাণহীন দেহের চেয়ে বেশি দামী নয় যে তা জেলখানা থেকে বের হতে পারবে না।

আমরা জানি, আমাদের পিঠ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পিঠের চেয়ে বেশি সম্মানিত নয় যে তাতে ছড়ির আঘাত আসতে পারবে না।

আমরা জানি, আমাদের (وقار) 'অকার' আকাবিরে দেওবন্দের অকারের চেয়ে বেশি নয় যে শত্রু থেকে পালিয়ে বেড়ানো যাবে না।

সর্বোপরি আমরা জানি, (আল্লাহ হেফাযত করুন) শত্রু হয়তো আমাদের জীবন বিষিয়ে তুলতে পারবে, ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারবে, কিন্তু

আমাদের জন্য জান্নাত হারাম করতে পারবে না এবং জাহান্নাম ওয়াজিব করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম আহলে ইলম কাফেলাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলার দরবারে একটি দুআ সবসময় মনে আসে-

"اللهم! أيد الطائفة المنصورة بهذه الفئة المعدلة"

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আপনি হকের উপর একত্রিত করে দিন এবং সত্যকে সবার সামনে স্পষ্ট করে দিন। আমিন।

اللهم! أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ربنا! لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.

اللهم! إنا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم.

اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم! انصر المسلمين المظلومين والمجاهدين في كل بلاد.

সবকিছুর পরও কখনো যদি নৈরাশ্য অন্তরকে অস্থির করে তুলে, তখন কুরআনে কারিমে উদ্ধৃত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অবস্থান স্মরণ করে অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করি-

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا.

আবু মুসআব
০৮-০৯-১৪৩৯ হি.

قال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي: إن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر. (كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/٣٥٣)

{এক}

ارتداد الحكام بغير ما أنزل الله

মানবরচিত আইনের বিচারক মুরতাদ

অতি জযবাতি তরুণ

অতি জযবাতি তরুণদের দাবি, যে সরকার আল্লাহ প্রদত্ত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না; বরং তার বিপরীতে মানবরচিত আইন গ্রহণ বা প্রণয়ন করে সকল নাগরিকের জন্য সেটির বিরোধিতা অপরাধ হিসেবে বিধিবদ্ধ করে দেয় এবং যে সকল বিচারক মানবরচিত আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে এবং যে সকল বাহিনী এই কুফরি আইনের প্রহরী ও বিরোধীদের জন্য খড়্গহস্ত; তারা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়ে থাকলেও তাদের কৃতকর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুসলমান হতে হলে তাদেরকে নতুন করে ঈমান আনতে হবে।

মুহতারাম আহলে ইলম

অপরদিকে মুহতারাম আহলে ইলম মনীষাগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো কথা বলছেন না বা মুরতাদ না হওয়ার পক্ষে দলিলভিত্তিক কোনো প্রবন্ধ বা রচনা পেশ করছেন না। সর্বোচ্চ যা করছেন তা হলো- অতি জযবাতি তরুণদের উপস্থাপন করা দলিলের উপর বিভিন্ন আপত্তি বা উপস্থাপনের পদ্ধতি থেকে খুঁত বের করার চেষ্টা করছেন।

তাই আমরা প্রথমে এ বিষয়ে অতি জযবাতি তরুণদের দলিলগুলো পেশ করে সঙ্গে সঙ্গে মুহতারাম আহলে ইলমদের আপত্তি নিয়েও কিছু কথা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ। পাঠক যে ফলাফলই বের করুক না কেনো; আমাদের আশা মুহতারাম আহলে ইলমগণ অতি জযবাতি তরুণদের পেশ করা কথাগুলো নিয়ে ভাববেন!

অতি জযবাতি তরুণদের দলিল

সাধারণত অতি জযবাতি তরুণরা এ বিষয়ে সুরা মায়েদার ৪৪ নম্বর আয়াত "ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون" (যারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের) কে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। ارتداد الحكام بغير ما أنزل الله (মানবরচিত আইনের বিচারকদের 'ইরতিদাদ') প্রমাণের জন্য 'স্বরিহ'-সুস্পষ্ট এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। যদিও এর সমর্থনে আরো বহু আয়াত ও হাদিস বিদ্যমান আছে। উসুলে ফিকহের পরিভাষায় যেগুলো قطعي الثبوت হওয়ার পাশাপাশি قطعي الدلالة -ও বটে। তাই অর্থ ও ব্যাখ্যা করে 'ওযহে ইসতেদলাল' বুঝানোর প্রয়োজন নেই। যদি কোনো ধরনের অস্পষ্টতা মেনেও নেয়া হয়, তা সামনের আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি উল্লেখ করে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিলো না। তবে ঘটনা থেকে যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়, তাই পরবর্তিতে আলোচনার সুবিধার্থে পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করছি-

ذكر البغوي هذه القصة: بأَنَّ رجلاً وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين، وكان حدهما الرجم في التوراة، فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما، فقالوا: إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه الضرب، فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك. فبعثوا

رهطا منهم مستخفين وقالوا لهم: سلوا محمداً عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه، وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه، وأرسلوا معهم الزانيين، فقدم الرهط حتى نزلوا على بني قريظة والنضير فقالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث فينا حدث، فلان وفلانة قد فجرا وقد أحصنا، فنحب أن تسألوا لنا محمداً عن قضائه فيه، فقالت لهم قريظة والنضير: إذاً والله يأمركم بما تكرهون.

ثم انطلق قوم، منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعية بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟

فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم، فنزل جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به.

فقال له جبريل عليه السلام: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا، ووصفه له.

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تعرفون شاباً أمرد أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأي رجل هو فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة.

قال: فأرسلوا إليه، ففعلوا فأتاهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ابن صوريا"؟ قال: نعم، قال: وأنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون، قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: نعم.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأخرجكم من مصر، وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون، والذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله وحرامه، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟"

قال ابن صوريا: نعم! والذي ذكرتني به لولا خشية أن تحرقني التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، ولكن كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال: "إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم"، فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله عز وجل في التوراة على موسى عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فما كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟"، قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه، فقالوا: والله لا ترجمه حتى يرجم فلان -لابن عم الملك- فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الوضيع والشريف، فوضعنا الجلد والتحميم، وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههما، ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما، فجعلوا هذا مكان الرجم، فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به، وما كنا لما أثنينا عليك بأهل ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك، فقال لهم: إنه قد أنشدني بالتوراة ولولا خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما عند باب مسجده، وقال: اللهم إني أول من أحيى أمرك إذا أماتوه، فأنزل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ}. (تفسير البغوي ٣/٥٥، تفسير المظهري ٣/١٤٠، معارف القرآن للمفتي محمد شفيع ٣/١٤١).

"খাইবারের অভিজাত পরিবারের দুই বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। তাওরাত অনুযায়ী তাদের 'রজম' পস্তরাঘাতে হত্যার বিধান ছিলো। তাদের আভিজাত্যের কারণে ইহুদিরা তাদেরকে পস্তরাঘাতে হত্যা করতে অপছন্দ করলো। তখন তারা পারস্পরিক আলোচনা করলো যে, ইয়াসরিব-মদিনার এই লোকটির (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিতাবে 'রজম'র বিধান নেই, বরং তাতে প্রহারের কথা আছে। তাই তোমরা তোমাদের স্বজাতি বনি কুরাইযার নিকট

সংবাদ পাঠাও তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে। কেননা বনি কুরাইযা তার প্রতিবেশী এবং তার সঙ্গে তাদের সন্ধি রয়েছে। অতঃপর তারা গোপনে তাদের একটি কাফেলাকে প্রেরণ করলো এবং বলে দিলো, তোমরা মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করবে যে, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া দুই বিবাহিত পুরুষ-মহিলার শাস্তি কী? যদি সে প্রহারের কথা বলে তাহলে গ্রহণ করবে, আর যদি 'রজম'র কথা বলে তাহলে বিরত থাকবে এবং গ্রহণ করবে না। তারা তাদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া দুই পুরুষ-মহিলাকেও পাঠিয়ে দিয়েছে। অতঃপর ওই কাফেলা আগমন করে বনি কুরাইযা ও নাযিরের নিকট আসলো এবং তাদেরকে বললো, তোমরা এই লোকটির প্রতিবেশী এবং তার সঙ্গে তার এলাকায় অবস্থান করছো। আমাদের এখানে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে অথচ দু'জনই বিবাহিত। এজন্য আমরা চাচ্ছি, তোমরা মুহাম্মাদকে এ বিষয়ের ফয়সালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। কুরাইযা ও নাযির তাদেরকে বললো, আল্লাহর কসম করে বলছি, সে যে আদেশ দেবে তা তোমরা পছন্দ করবে না।

অতঃপর কা'ব ইবনুল আশরাফ, কা'ব ইবনে আসাদ, সা'ইয়া ইবনে আমর, মালেক ইবনুস সাইফ এবং কিনানা ইবনে আবিল হুকাইক প্রমুখের এক কাফেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! বিবাহিত কোনো পুরুষ-মহিলা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমার কিতাবে তার কী শাস্তি রয়েছে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে? তারা বললো, হাঁ! তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম 'রজম'র বিধান নিয়ে অবতরণ করলেন, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা জানিয়ে দিলেন। তখন তারা সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবনে সুরিয়ার আকৃতির বিবরণ দিয়ে বললেন, আপনি আপনার ও তাদের মাঝে ইবনে সুরিয়াকে নিযুক্ত করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কেশবিহীন কানা এক যুবককে চেনো যে 'ফাদাক' এলাকায় বসবাস করে, যার নাম ইবনে সুরিয়া? তারা বললো, হাঁ! তিনি আবার

তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তাকে কেমন জানো? তারা বললো, আল্লাহ তাআলা তাওরাতে মুসা আলাইহিস সালামের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, সেটির ব্যাপারে বর্তমানে পৃথিবীর বুকে ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আলেম সে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তাকে ডেকে পাঠাও। তারা সংবাদ পৌঁছালো এবং সে আসলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমিই কি ইবনে সুরিয়া? সে বললো, হ্যাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদিদের সবচেয়ে বড়ো আলেম? সে বললো, লোকেরা এমনই ধারণা করে। তিনি ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য ইবনে সুরিয়াকে নিযুক্ত করবে? তারা বললো, হ্যাঁ!

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সুরিয়ার দিকে ফিরে বললেন, আমি তোমাকে ওই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, যিনি তোমাদেরকে মিসর থেকে বের করেছেন এবং সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বিদীর্ণ করে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন আর ফেরআউনের বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছেন, যিনি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দিয়েছেন ও মান্না-সালওয়া পাঠিয়েছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাঁর হালাল ও হারাম বিষয়গুলো রয়েছে; সত্য করে বলোতো, তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া বিবাহিত পুরুষ-মহিলাকে পস্তরাঘাত করে হত্যার বিধানটি কি নেই?

ইবনে সুরিয়া বললো, হ্যাঁ! আপনি যা উল্লেখ করেছেন; যদি মিথ্যা বললে বা বিকৃত করলে তাওরাত আমাকে জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় না করতাম, তাহলে আমি আপনার সামনে স্বীকার করতাম না। কিন্তু, হে মুহাম্মাদ! তোমার কিতাবে এই বিধানের বিবরণ কেমন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন চারজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, তারা পুরুষের পুরুষাঙ্গকে মহিলার যৌনাঙ্গে এমনভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছে, যেমনিভাবে সুরমাদানিতে সুরমাদণ্ড ঢুকানো হয়; তখন তার উপর 'রজম' ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন ইবনে সুরিয়া বললো, ওই আল্লাহর কসম

করে বলছি যিনি মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তাওরাতেও আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের উপর বিধানটি এভাবেই অবতীর্ণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীতে অন্য বিধানের অনুমতিদানের সূচনা কীভাবে হয়েছিলো? ইবনে সুরিয়া বললো, আমরা অভিজাত পরিবারের কেউ ধরা খেলে তাকে ছেড়ে দিতাম আর দুর্বলদের কেউ ধরা খেলে তার উপর শাস্তি আরোপ করতাম। ফলে অভিজাত পরিবারে ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে আমাদের এক বাদশাহর চাচাতো ভাই ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আমরা তাকে পস্তরাঘাত করে হত্যা করিনি। পরবর্তীতে সাধারণ এক লোক ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। ওই বাদশাহ যখন তাকে 'রজম' করতে চাইলো তখন ওই ব্যক্তির গোত্রের লোকেরা সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তারা বললো, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার চাচাতো ভাইকে 'রজম' করার পূর্বে আপনি আমাদের এই লোককে 'রজম' করতে পারবেন না। তখন আমরা বললাম, আসুন! আমরা সকলেই একত্রিত হয়ে 'রজম'র পরিবর্তে আরেকটি বিধান রচনা করি, যা আমাদের অভিজাত ও সাধারণ সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতঃপর আমরা বেত্রাঘাত ও মুখ কালোকরণের বিধানটি রচনা করি। আর সেটির পদ্ধতি হলো, আলকাতরার প্রলেপ দেয়া রশি দিয়ে চল্লিশবার প্রহার করা হবে, অতঃপর উভয়ের মুখমণ্ডলকে কৃষ্ণবর্ণ করে চেহারাকে গাধার পাছার দিকে করে দু'টি গাধায় দু'জনকে চড়ানো হবে এবং ঘুরানো হবে। তারা 'রজম'র পরিবর্তে এটিকেই প্রণয়ন করেছে। এতোটুকুর পর ইহুদিরা ইবনে সুরিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো, এ বিষয়ে তাকে অবগত করার ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। আমরা যে তোমার প্রশংসা করেছি, আসলে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত ছিলে না, কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সমালোচনা করাটা আমরা পছন্দ করিনি। ইবনে সুরিয়া তাদেরকে বললো, তাওরাত আমাকে ধ্বংস করে দেয়ার যদি ভয় না করতাম, তাহলে আমি তাকে এ বিষয়ে অবগত করতাম না। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে উভয়কে মসজিদে নববির দরজায় পস্তরাঘাত করে হত্যা করা হলো। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি; যে আপনার একটি বিধানকে যিন্দা

করেছে, তারা সেটিকে নিঃশেষ করে দেয়ার পর। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন, 'হে রাসুল, তোমাকে যেন তারা চিন্তিত না করে, যারা কুফরে দ্রুত ছুটছে'।" (তাফসিরে বগবি ৩/৫৫, তাফসিরে মাযহারি ৩/১৪০, মাআরিফুল কুরআন ৩/১৪১)।

উল্লিখিত ঘটনায় লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয়

ক) তাওরাত সত্য কিতাব হওয়ার ব্যাপারে ইহুদিদের বিশ্বাস লক্ষণীয়। অন্যায় কথা বলার ক্ষেত্রে তাওরাত তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় পাচ্ছে। এছাড়াও তাওহিদের উপর তাদের ঈমানের দৃঢ়তাও অবাক করার মতো। আল্লাহর নাম নিয়ে কসম দেয়ায় তারা এমন সত্য বলতে প্রস্তুত হয়েছে, যাতে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য অপমান নিহিত ছিলো।

খ) তারা তাওরাতের 'রজম'র বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নাযিল হওয়াকে অস্বীকার করেনি। শুধুমাত্র তাওরাতের হুকুমের বিপরীতে নিজেদের পক্ষ থেকে আরেকটি বিধান কার্যকর করেছে।

গ) ইহুদি আলেমরা নিজেদের নির্ধারণ করা শাস্তিকে কোনো বিধিবদ্ধের রূপ দেয়নি বা তাওরাতের বিপরীতে কোনো সংবিধান রচনা করেনি। বরং রজমের বিধান তখনও তাওরাতে বিদ্যমান আছে। তাদের পরিবর্তনটা শুধুমাত্র মৌখিক ছিলো।

ঘ) এতুটুকুর ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান পরিবর্তনকারীদের কাফের বলেছেন।

আয়াতের ক্ষেত্র নির্ণয়

আরেকটি কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, আয়াতটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও হুকুম সবার জন্য ব্যাপক। কারো সন্দেহ থাকলে তাফসিরের কিতাবাদি দেখে নিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ইমাম শা'বির (মৃ-১০৩ হি.) ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য।

عن الشعبي أنه قال: نزلت"الكافرون" في المسلمين، و"الظالمون" في اليهود، و"الفاسقون" في النصارى. (تفسير ابن جرير الطبري ١٠/٣٥٣).

"ইমাম শা'বি বলেন, 'কাফিরুন' অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের ক্ষেত্রে, 'যালিমুন' ইহুদিদের ক্ষেত্রে আর 'ফাসিকুন' খৃস্টানদের ক্ষেত্রে।" (তাফসিরে ইবনে জারির তাবারি ১০/৩৫৩)।

ইমাম শাফেয়িও (মৃ-২০৪ হি.) এমনটি বলেছেন-

قال الشافعي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى. (تفسير ابن جزي الكلبي ١/٢٣٨).

"ইমাম শাফেয়ি বলেন, 'কাফিরুন' অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের ক্ষেত্রে, 'যালিমুন' ইহুদিদের ক্ষেত্রে আর 'ফাসিকুন' খৃস্টানদের ক্ষেত্রে।" (তাফসিরে ইবনে জুযাই আল কালবি ১/২৩৮)।

মুহতারাম আহলে ইলমদের সংশয় ও কিছু কথা

আলোচ্য বিষয়ে মুহতারাম আহলে ইলমগণের নিকট আমি এবং অন্যান্য অতি জযবাতি তরুণরা বিভিন্ন সময় দলিলের আলোকে বিভিন্ন কথা বোঝার চেষ্টা করেছি। আলোচনা-পর্যালোচনায় মুহতারাম আহলে ইলমগণের পক্ষ হতে যে সকল সংশয় প্রকাশ পেয়েছে, আমি পর্যায়ক্রমে সেসব সংশয় ও সেগুলোর ব্যাপারে শরিআতের 'নুসুস' ও আকাবিরে আসলাফের মন্তব্যের আলোকে কিছু কথা পেশ করছি।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

প্রথম সংশয়: "جحود" -অস্বীকার করার শর্তে শর্তযুক্ত

অতি জযবাতি: বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার, বিচারপতি ও কুফরি শক্তির প্রহরীরা মুরতাদ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে সুরা মায়েদার ৪৪ নম্বর আয়াতই যথেষ্ট।

মুহতারাম আহলে ইলম: মুফাসসিরিনে কেরাম এক্ষেত্রে "جحود" -অস্বীকার করার শর্ত যুক্ত করেছেন। আমাদের সরকার ও বিচারপতিরা কুরআনের আইন বাস্তবায়ন না করলেও তা অস্বীকার করে না। তাই তারা সর্বোচ্চ ফাসেক সাব্যস্ত হবে।

'জুহুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

অতি জযবাতি: হ্যাঁ! মুফাসসিরিনে কেরাম তা যুক্ত করেছেন। তবে 'জুহুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এটি কুরআনের হুকুম হিসেবে অস্বীকার করা? তাই যদি হয়, তাহলে ইহুদিরা তো রজমের হুকুমকে তাওরাতের হুকুম হিসেবে অস্বীকার করেনি। আর হুকুম হিসেবে অস্বীকার করলে তো ঈমান এমনিতেই থাকবে না; বিচার করা না করার সঙ্গে কী সম্পর্ক!

আকাবিরে আসলাফের 'নুসুস'র আলোকে 'জুহুদ'র মর্ম নির্ধারণ

'জুহুদ'র উদ্দেশ্য উলামায়ে কেরামের কথার আলোকেই নির্ধারণ হবে। আকাবিরে আসলাফের আলোচনা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, 'জুহুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য নিজের জন্য সেটিকে আবশ্যকীয় মনে না করা এবং শরিআ মোতাবেক ফয়সালা করার বিষয়টিকে হালকা মনে করে সে অনুযায়ী ফয়সালা না করা। আমরা আকাবিরে আসলাফের 'নুসুস'গুলো দেখতে পারি-

ইসহাক ইবনে রাহুইয়া (মৃ-২৩৮ হি.), আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ-২৪১ হি.)

قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه.....
وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم

أو دفع شيئاً مما أنزل الله..... أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. (الصارم المسلول لابن تيمية ٩٥٥/٣، إكفار الملحدين لأنور شاه الكشميري صـ١١٩).

"সমস্ত উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত, যে আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, অথবা **আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বিধানকে রদ করে.....,** সে আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ সবকিছু স্বীকার করলেও কাফের।" (আসসারিমুল মাসলুল ৩/৯৫৫, ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ১১৯)।

আবু বকর আলজাসসাস আলহানাফি (মৃ-৩৭০ হি.)

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي (باب وجوب طاعة الرسول تحت "فلا وربك لا يؤمنون..... "): وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر اللّه تعالى أو أوامر رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه **أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم**، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. (أحكام القرآن للجصاص ١٨١/٣).

"এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান, যে আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হুকুম রদ করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। চাই তা সন্দেহের ভিত্তিতে হোক অথবা **গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা হিসেবে হোক**। এটি যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদের ব্যাপারে মুরতাদ হওয়ার হুকুম দেয়া, তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের সন্তানদের বন্দি করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানের সঠিকতা প্রমাণ করে।" (আহকামুল কুরআন ৩/১৮১)।

কাযি বাইযাবি (মৃ-৬৮৫ হি.)

قال العلامة البيضاوي: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مستهيناً به منكراً له. فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. (تفسير البيضاوي ١٢٨/٢).

"যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, বিষয়টিকে হালকা জ্ঞান করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করলো না, তারা বিষয়টিকে হালকা মনে করায় এবং এর বিপরীতে ফয়সালা করার মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে।" (তাফসিরে বাইযাবি ২/১২৮)।

আবুল বারাকাত আননাসাফি আলহানাফি (মৃ-৭১০ হি.)

قال الإمام النسفي الحنفي: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} مستهيناً به {فأولئك هم الكافرون}. (تفسير النسفي ١/٤٤٩).

"যারা আল্লাহ্ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার বিষয়টিকে হালকা মনে করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করলো না, তারা কাফের।" (তাফসিরে নাসাফি ১/৪৪৯)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ-৭২৮ হি.)

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة.

وهذا هو الكفر **فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار**، وإلا كانوا جهالاً، كمن تقدم أمرهم. (منهاج السنة لابن تيمية ٥/١٣٠).

"যে আল্লাহ কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত বিধান মতে ফয়সালা করাকে আবশ্যকীয় মনে করে না, সে নিঃসন্দেহে কাফের। সুতরাং যে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ না করে নিজে যেটিকে ন্যায় মনে করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করাকে বৈধ মনে করে সে কাফের। কেননা প্রত্যেক জাতিই ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করে এবং তার ধর্মে সেটিই ন্যায়সঙ্গত যা তাদের বড়োরা ন্যায় মনে করে। বরং বহু মুসলমান নামধারী আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করে, যেমন যাযাবরদের পূর্বসূরি এবং তাদের অনুসৃত নেতৃবৃন্দ। কিতাব ও সুন্নাহ'র পরিবর্তে এসবের মাধ্যমে ফয়সালা করাকে তারা মুনাসেব মনে করে।

এটিই হচ্ছে কুফর। **কেননা অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের নেতাদের নির্দেশিত প্রচলিত রীতি-নীতি মতে ফয়সালা করে। এরা যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফয়সালা দেয়া জায়েয নয় জেনেও আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে না ধরে, বরং আল্লাহর আইনের বিপরীত ফয়সালা করাকে বৈধ মনে করে তারা কাফের।** অন্যথায় তারা জাহেল, যেমনিভাবে পূর্বে তাদের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।" (মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৩০)।

ইবনে আবিল ইয আলহানাফি (মৃ-৭৯২ হি.)

قال القاضي ابن أبي العز الحنفي: وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: إما مجازياً، وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: **فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر.** (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ٢/ ٩٥).

"এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত, আর তা হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা কখনো এমন কুফরের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর কখনো তা কবিরা বা সগিরা গুনাহ হিসেবে ধর্তব্য হয়। উপর্যুক্ত দুই মতানুযায়ী কখনো তা 'কুফরে মাজাযি' বা 'কুফরে আসগর' হয়। মূলত তা

বিচারকের অবস্থা অনুযায়ী বিবেচ্য। **যদি আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা আবশ্যকীয় নয় এবং এ বিষয়ে তার জন্য সুযোগ আছে মনে করে, অথবা তা আল্লাহ তাআলার হুকুম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে হালকা মনে করে, তাহলে এটি কুফরে আকবর।"** (শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যাহ ২/৯৫)।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি (মৃ-১৩৯৩ হি.)

یعني جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کو واجب نہیں سمجھتے اور ان پر فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، وہ کافر و منکر، جن کی سزا دائمی جہنم ہے۔ (معارف القرآن ۳/۱۶۱)۔

"যারা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিধানকে আবশ্যকীয় মনে করে না এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং তা পরিপন্থী ফয়সালা করে, তারা কাফের ও মুনকির। তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।" (মাআরিফুল কুরআন ৩/১৬১)।

(ایمان وارتداد کی تعریف) .... اور ایمان اور کفر کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ مانے۔ بلکہ یہ بھی اسی درجہ کا کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام قطعی ویقینی طور پر ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے (یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے) انکار کر دیا جائے، اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے اور پورے اہتمام سے سب پر عامل ہو۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول ۱/۲۵)۔

"(ঈমান ও ইরতিদাদের পরিচয়)..... ঈমান ও কুফরের পূর্বে উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুফর শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না মানার নাম নয়। **বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল বিধি-বিধান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান হিসেবে জানা সত্ত্বেও তা থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না থাকাও এ পর্যায়ের কুফর এবং অস্বীকারের একটি দিক।** যদিও অন্যান্য

সকল বিধি-বিধানকে মেনে নেয়া হয় এবং পূর্ণ গুরুত্বের সহিত সেগুলো অনুযায়ী আমল করা হয়।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/২৫)।

মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি হাফিযাহুল্লাহ

اگر کوئی قاضی یا فیصلہ طلب کرنے والا قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یا کرواتا ہے اور وہ اس پر راضی اور خوش ہے، تو پھر غیر شرعی فیصلہ کرنے والا قاضی اور فیصلہ طلب کرنے والا مدعی مؤمن نہیں رہتا۔(جواہر الفتاوی ۳/ ۱۶۳)۔

"যদি কোনো বিচারক বা বিচারপ্রার্থী কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী ফয়সালা করে বা করায় এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে শরিআতবিরোধী ফয়সালাদাতা বিচারক এবং বিচারপ্রার্থী ঈমানের দাবিদার হতে পারে না।" (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৩/১৬৩)।

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি বলতে পারবেন যে, এই আয়াত ঐ সন পর্যন্ত, ঐ প্রজন্মের জন্য ছিল? **এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে।** (মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ৯)।

মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ

'যারা শরীয়তের শুধু 'শান্তির বিধান গ্রহণ করেন আর জিহাদের বিধানকে সন্ত্রাস বা উগ্রবাদিতা বলেন; উপদেশের কথাগুলো গ্রহণ করেন আর হদ-তাযীর ও কিসাসের বিধান বর্জনীয় মনে করেন; ইবাদতের বিষয়গুলো গ্রহণ করেন আর লেনদেন ও হালাল-হারামের বিধান মানতে অসম্মত থাকেন; ব্যক্তিগত জীবনের বিধিবিধান গ্রহণ করেন, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিধি-বিধান (প্রশাসন, নির্বাহী ও বিচার-বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে বিরূপ থাকেন; অথবা ইবাদত ও লেনদেনের বিধান

মানেন, কিন্তু বেশ-ভূষা, আনন্দ-বিষাদ, পর্ব-উৎসব ও জীবন যাপনের আদব কায়েদার ইসলামী নির্দেশ ও নির্দেশনার প্রতি বিরূপ থাকেন বা মানাকে জরুরী মনে করেন না, **এরা সবাই ইসলামের কিছু অংশের অস্বীকার বা কিছু অংশের উপর বিরুদ্ধপ্রশ্নের কারণে নিজের ঈমান হারিয়ে বসেছেন।'** (ঈমান সবার আগে পৃ: ৩১)।

'প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগূত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইন-কানুন হচ্ছে সত্য দ্বীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন 'ধর্ম', যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগূতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্রূপ আল্লাহর দ্বীনের মোকাবেলায় বা **তার সাথে তাগূতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা সরাসরি কুফর ও শিরক।** তাগূত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফিকী।' (ঈমান সবার আগে ৭৩-৭৪)।

আরব বিশ্বের কয়েকজন শাইখের বক্তব্য

এবার গত শতাব্দীর আরব বিশ্বের কয়েকজন শাইখের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

আশশাইখ আহমাদ শাকের (মৃ-১৩৭৭ হি.)

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه.

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذ "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير لأحمد شاكر ١/٦٩٧).
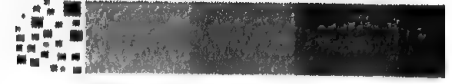
“এ সকল মানবরচিত আইনের বিষয়টি সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, আর তা হচ্ছে ‘কুফরে বাওয়াহ’-প্রকাশ্য কুফর। যার ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই, তার সঙ্গে চলার কোনো সুযোগ নেই এবং কোনো মুসলমান দাবিদারের জন্য -সে যেই হোক না কেনো- সেটি বাস্তবায়ন করা, তার সামনে আত্মসমর্পন করা ও তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ‘ওযর’ গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেকে যেনো সতর্ক হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের রক্ষক।

উলামায়ে কেরাম যেনো নির্ভয়ে সত্যকে প্রকাশ করে। যে সকল বিষয় পৌঁছানোর ব্যাপারে তারা আদিষ্ট তা যেনো কোনো ধরনের ত্রুটি ও অবহেলাবিহীন পৌঁছিয়ে দেয়। বর্তমান যুগের ‘ইয়াসাক’র অনুসারী ও সাহায্যকারীরা আমাকে গোঁড়া, পশ্চাদমুখী জাতীয় বহু কথা বলবে। তাদের যা ইচ্ছে তাই বলুক। আমার ব্যাপারে কী বলা হলো আমি সেটির তোয়াক্কা কোনোদিন করিনি। যা বলা আমার জন্য অপরিহার্য তা আমি বলেই দিয়েছি।” (উমদাতুত তাফসির ১/৬৯৭)।

আশশাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ (মৃ-১৩৮৯ হি.)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته "تحكيم القوانين" –وهو يعد الأحوال التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر–: "الخامس": وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع مستمدات.

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع، هي: القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم

السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، **فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة.** (فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٢/٢٨٩).

"আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে বিচার করা যে সকল অবস্থায় 'কুফরে আকবার' হিসেবে সাব্যস্ত হয়, সেগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ তাঁর 'তাহকিমুল কাওয়ানিন' নামক রিসালায় বলেন-

পাঁচ. আর তা প্রস্তুতি, উপকরণ ও পরিকল্পনা, মূল ও শাখা, রূপায়ণ ও শ্রেণিবিন্যাস, কর্তৃত্ব ও বাধ্যকরণ এবং গৃহীত সূত্রের দিক থেকে শরিআতের অবাধ্যতা, ইসলামি বিধি-বিধানের সঙ্গে হটকারিতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা এবং শরয়ি আদালতের সমকক্ষতা স্থাপনের ক্ষেত্রে (কুফরে আকবারের) সবচেয়ে বৃহৎ, ব্যাপক ও স্পষ্ট প্রকার।

যেমনিভাবে শরয়ি আদালতের বিভিন্ন গৃহীত বিষয় ও উদ্ধৃতিসূত্র আছে, যার সবকটিই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে আহরিত, তেমনিভাবে এ সকল আদালতেরও উদ্ধৃতিসূত্র রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিভিন্ন রহিত শরিআত, ফরাসি, মার্কিন ও বৃটিশ ইত্যাদি আইনসহ অন্যান্য বহু বিধি-বিধান এবং শরিআতের দিকে সম্বন্ধকরা বিভিন্ন বিদআতির মতবাদ ইত্যাদির সমন্বয়ে রচিত আইন। এ আদালতই বর্তমানে বহু মুসলিম রাষ্ট্রে দ্বার উন্মোচন করে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত হয়ে আছে, আর মানুষ দলে দলে সেদিকে ছুটে চলছে। এই আদালতের বিচারকরা মানুষদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের বিপরীতে ওই আইনের নীতি অনুসারে বিচার করে, সে অনুযায়ী চলতে তাদেরকে বাধ্য করে, সেটির উপর তাদেরকে ধরে রাখে এবং তা তাদের জন্য আবশ্যকীয় করে দেয়। **তো এই কুফরের চেয়ে মারাত্মক কুফর আর কী হতে পারে এবং এই বৈপরীত্যের পর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের সঙ্গে আর কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে।**" (ফাতাওয়া ওয়ারাসায়েল ১২/২৮৯)।

আশশাইখ মুহাম্মাদ আলআমিন আশশানকিতি (মৃ-১৩৯৩ হি.)

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، **أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.** (أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي ٤/١٠٩).

"উপর্যুক্ত 'নুসুস'র আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যারা শয়তান কর্তৃক তার চেলা-চামুণ্ডাদের মাধ্যমে প্রণীত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে প্রদত্ত শরিআতের সম্পূর্ণ বিপরীত। **মানবরচিত আইনের অনুসারীদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে একমাত্র সে ব্যক্তিই সংশয় প্রকাশ করে, তাদের ন্যায় আল্লাহ তাআলা যার অন্তর্দৃষ্টি বিলুপ্ত করেছেন এবং নুরে ওহির ব্যাপারে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছেন।"** (আযওয়াউল বায়ান ৪/১০৯)।

বিচারকদের কুফর

এ ধরনের আরো বহু উদ্ধৃতি রয়েছে যা উল্লেখ করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি না। আকাবিরে আসলাফের সবগুলো নুসুসের আলোকে একটু ইনসাফের সহিত বিবেচনা করুন; আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে না করলে যেখানে কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশের বিচারকরা শুধুমাত্র আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করছে না; এমন নয়। বরং তার বিপরীত আইনে বিচার করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করছে। জয়ে খুশি এবং পরাজয়ে হতাশা প্রকাশ করছে।

নির্বাহী শক্তি ও প্রশাসনের কুফর

এতো গেলো বিচারকদের কথা। আর যারা নিজেদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন রচনা করে বা

অন্যের রচনা করা আইন নিজেদের জন্য পছন্দ করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং যারা সে কুফরি সংবিধানের প্রহরী (নির্বাহী শক্তি ও প্রশাসন), তাদের কুফর বুঝানোর জন্য মনে হয় আর বাড়তি কথা বলার প্রয়োজন হবে না।

হাফেয ইবনে কাসিরের (মৃ-৭৭৪ হি.) আলোচনা

পূর্বোল্লিখিত 'নুসুস'র সহিত হাফেয ইবনে কাসিরের আলোচনাটি আমরা দেখে নিতে পারি-

وقوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، **فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله**، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. (تفسير ابن كثير ٨٦/٣).

"তারা কি তবে জাহেলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?' আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যেক কল্যাণসমৃদ্ধ ও অকল্যাণবর্জিত অকাট্য বিধান থেকে যে বের হয়ে যায় এবং শরয়ি দলিল ব্যতীত মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ, প্রবৃত্তি ও পরিভাষাসমূহ গ্রহণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমনিভাবে জাহেলি যুগের লোকেরা তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী রচিত বিভিন্ন ভ্রষ্টতা ও মূর্খতা দ্বারা ফয়সালা করতো। এবং যেমনিভাবে তাতারিরা তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে সংগৃহীত

রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে বিচার করছে, যে তাদের জন্য 'ইয়াসাক' নামক সংবিধান রচনা করেছে। আর তা হচ্ছে, ইহুদিবাদ, খৃস্টবাদ ও ইসলাম ইত্যাদি বিভিন্ন শরিআত থেকে নির্বাচিত অনেকগুলো বিধি-বিধানের সমষ্টিগ্রন্থ। এবং তাতে অনেকগুলো বিধান এমন আছে যা সে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চয়ন করেছে। ফলে তা তার সন্তানদের মাঝে একটি অনুসৃত শরিআত হিসেবে অনুমোদিত হয়ে গেছে, যাকে তারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। **তাদের থেকে যেই এমনটি করবে সে কাফের, তার সঙ্গে কিতাল ওয়াজিব যতোক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে।** কিছু-অনেক কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের বিপরীত ফয়সালা করা যাবে না।" (তাফসিরে ইবনে কাসির ৩/৮৬)।

وممن توفي فيها من الأعيان: جنكيزخان... وهو الذي وضع لهم الياساق التي يتحاكمون إليها، ويحكمون بها، وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه، وتبعوه في ذلك.

(ثم بعد سطور ذكر بعض الأحكام فيها، ثم قال:) وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، **فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياساق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.** (البداية والنهاية ١٣/١٠٧، ١٠٨).

"এবং ৬২৪ হিজরিতে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে চেঙ্গিস খান।... সে তাতারিদের জন্য 'ইয়াসাক' নামক সংবিধান রচনা করেছে যার কাছে তারা বিচারপ্রার্থী হয় এবং সে অনুসারে ফয়সালা করে। যে 'ইয়াসাক'র অধিকাংশ বিধান আল্লাহ প্রদত্ত শরিআত ও প্রেরিত কিতাবাদির বিপরীত। চেঙ্গিস খান নিজ থেকে তা প্রণয়ন করেছে আর তাতারিরা সেটির অনুসরণ করেছে।

(এর কয়েক লাইন পর হাফেয ইবনে কাসির 'ইয়াসাক'র কিছু বিধান উল্লেখ করে বলেন) এ সবকটি বিধানই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর

বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিকট প্রেরিত শরিআতের বিপরীত। তো যেখানে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরিত অকাট্য শরিআতকে বাদ দিয়ে কেউ যদি কোনো রহিত শরিআতের কাছে বিচারপ্রার্থী হয় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে যে 'ইয়াসাক'র নিকট বিচারপ্রার্থী হয় এবং সেটিকে প্রাধান্য দেয় তার কী হুকুম হবে? যে এমনটি করবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।" (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া -৬২৪ হিজরির আলোচনা- ১৩/১০৭, ১০৮)।

বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি সুস্পষ্ট কুফরি ধারা ও মূলনীতি

উপরিউক্ত আলোচনার পর বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি সুস্পষ্ট কুফরি ধারা ও মূলনীতি পড়ে দেখা আবশ্যকীয় মনে করছি। এটা তো জানা কথা যে, বাংলাদেশের আদালত বৃটিশ আইনে পরিচালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রকর্তৃক যিনা[৯], রিবা[১০] ও মদের[১১] বৈধতা, অপরদিকে

---

৯. যৌনকর্মী: স্বাধীনভাবে জীবিকা বেছে নেয়ার সুযোগে বাংলাদেশে যারা আভিধানিক অর্থে গণিকা তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পতিতা বা নটি নামে অভিহিত না হয়ে পেশাজীবী যৌনকর্মী (পেযৌক) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।........... রাষ্ট্র গণিকালয়ে পেযৌকদের যৌনকর্ম নিয়ন্ত্রণ-লক্ষ্যে তাদের নাম নিবন্ধন করে এবং তাদেরকে সুনির্দিষ্ট (নিষিদ্ধ) এলাকায় বসবাসে সীমাবদ্ধ রাখে। এসব বসতিস্থল, সাধারণত নটি পাড়া বা বেশ্যা পাড়া নামে পরিচিত। যৌনকর্মীকে নিবন্ধিত হবার আগে গণ লেখ্য-প্রমাণিকের (নোটারি পাবলিক) মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফনামা (এফিডেবিট) দিয়ে **অনুমতিপত্র নিতে হয়।** (বাংলাপিডিয়া, যৌনকর্মী)।

১০. ধারা-১৫৭: **কতিপয় ক্ষেত্রে কোম্পানী কর্তৃক মূলধন হতে সুদের টাকা পরিশোধের ক্ষমতা:** যে ক্ষেত্রে কোন ইমারত বা অন্যবিধ নির্মাণকার্য অথবা দীর্ঘায়িত সময়ের জন্য লাভজনক করা যায় না এমন কোন স্থাপনার (plant) ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানী শেয়ার ইস্যু করে, সে ক্ষেত্রে কোম্পানী, উক্ত শেয়ার ইস্যুর সময় পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের উপর এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, **সুদ পরিশোধ করিতে পারিবে; এবং উক্ত সুদকে নির্মাণকার্য বা স্থাপনার ব্যয়ের অংশ ধরিয়া মূলধনের উপর চার্জ সৃষ্টি করিতে পারিবে।**..... (কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, ১৮ নং আইন)।

ফাতওয়াকে শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টিতে ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেয়া; তাও আবার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার অধিকার[১২] প্রদানসহ মৌলিক ও শাখাগত হাজারো বিষয়ে শরিআতের বিপরীতে সুস্পষ্ট অবস্থান বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে সকল আইনকে বাহ্যত শরিআতবিরোধী মনে হয় না; সেগুলোকে এজন্য গ্রহণ করা হয়নি যে তা শরিআতসম্মত, বরং সেগুলোকে এজন্য গ্রহণ করা হয়েছে যে তা গণতন্ত্র ধর্মের বিপরীত নয়। তো ওই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আরেকটি রচনার প্রয়োজন। আমি এখানে শুধুমাত্র সংবিধানের সুস্পষ্ট কয়েকটি মৌলিক কুফরি ধারা উল্লেখ করছি; যেনো উপর্যুক্ত আলোচনার সঙ্গে কুফরি ধারাগুলো মিলিয়ে পাঠকের জন্য ফলাফল বের করা সহজ হয়।

ক) আইন প্রণয়নের অধিকার মানবের হাতে:

ধারা: ৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র পৃ: ৩)।

খ) চারটি কুফরি মতবাদ রাষ্ট্র পরিচালনার মহান আদর্শ ও মূলনীতি:

'আমরা অঙ্গিকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে

---

১১. মাদক (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯০: এ আইনে এ্যালকোহল ব্যতীত যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্যের চাষ, উৎপাদন, পক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তগতকরণ, সংরক্ষণ, মজুতকরণ, প্রদর্শন এবং ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।..... **অবশ্য যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, বহন এবং স্থানান্তরের জন্য লাইসেন্স, অনুমতিপত্র, বা ছাড়পত্রধারী ব্যক্তিদের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। তবে বৈধ লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা পাশ ছাড়া এ নিষেধাজ্ঞাসমূহ ভঙ্গ করা দণ্ডনীয় অপরাধ.....**। (বাংলাপিডিয়া, ফৌজদারি দণ্ডবিধি)।

১২. ..... ধর্মীয় বিষয়াদিতে শুধু সঠিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ফতোয়া দিতে পারবেন, **যা শুধু স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্য**। কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ বা **অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করা যাবে না**। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার ২০১৫ ইং)।

প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলো-**জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।**'

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রস্তাবনা পৃ: ১)।

ধারা: ৮। (১) **জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।**

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পৃ: ৪)।

গ) রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বিয়োজিত:

ধারা: ১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) **রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,**

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পৃ: ৪)।

ঘ) ঐক্য ও একক সত্তার ভিত্তি ইসলাম নয়, বরং ভাষা ও সংস্কৃতি:

ধারা: ৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, **সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।**

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পৃ: ৪)।

ঙ) ইসলাম ও সকল কুফরি ধর্ম সমমর্যাদার:

ধারাঃ ২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, **তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।**

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র পৃঃ ২)।

চ) মুরতাদ হওয়া ও কুফর প্রচার অনুমোদিত:

ধারাঃ ৪১। (১) (ক) **প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।**

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার পৃঃ ১২)।

উপরোল্লিখিত কুফরি ধারাগুলো প্রস্তাবনা, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ ও তৃতীয়ভাগের বিধানাবলী; যেগুলো সবসময়ের জন্য অপরিবর্তিত। আমরা নিচের ধারাটি দেখতে পারি-

ধারাঃ ৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র পৃঃ ৩)।

এই কুফরি সংবিধান সংরক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রধান বিচারপতি বা বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য -প্রত্যেকের শপথ বাক্যে আছে: **'.......আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব।'**

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- তৃতীয় তফসিল, ১৪৮ অনুচ্ছেদ, শপথ ও ঘোষণা পৃঃ ৬৫-৬৮)।

দ্বিতীয় সংশয়: "كفر دون كفر" তথা কুফরে আসগর

মুহতারাম আহলে ইলম: ঠিক আছে; সেটি কুফর, তবে তা "كفر دون كفر"। যেমনটি ইবনে আব্বাস রাযি.সহ অনেকেই বলেছেন।

"كفر دون كفر" এর ক্ষেত্র

অতি জযবাতি: একটু আগে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে 'জুহুদ'র শর্ত প্রযোজ্য। 'জুহুদ' পাওয়া গেলেও তা কুফরে আসগর হবে? ইবনে আব্বাস রাযি. এর কথা অবশ্যই নিরর্থক নয় এবং তার যথার্থতা একটু পরেই প্রমাণিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে; খাওয়ারেজ সম্প্রদায় 'ইফরাত'র গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিলো, আর আমরা 'তাফরিত'র গোমরাহিতে পড়ে উম্মাহকে পথভ্রষ্ট করে চলছি।

ইবনে আব্বাস রাযি. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট

ইবনে আব্বাস রাযি. কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন? কাদের মোকাবেলায় বলেছেন? তা একটু দেখার প্রয়োজন।

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان عن هشام بن جحير عن طاووس عن ابن عباس في قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. (تفسير ابن أبي حاتم ١١٤٣/٤، رقم الحديث: ٦٤٣٤، المستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة ٤٢٧/٢، رقم الحديث: ٣٢٦٩).

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এটি ওই কুফর নয় যা তারা ব্যক্ত করে।" (তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম ৪/১১৪৩, হাদিস নং ৬৪৩৪, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৪২৭, হাদিস নং ৩২৬৯)।

ইবনে আব্বাস রাযি. يذهبون বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তাদের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উমাবি খিলাফতকালে সর্বত্র যখন আল্লাহর আইনই প্রতিষ্ঠিত, শরিআত কর্তৃক নির্ধারিত হুদুদ-কিসাসই যখন কার্যকর হচ্ছিলো, তখন কোনো কোনো গভর্নর বা কাযি নিজেদের নফসের বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী হুকুম দেয়া তার জন্য আবশ্যকীয় জেনেই কখনো খেলাফে শরিআত ফয়সালা করে বসতো। এতেই খাওয়ারেজ সম্প্রদায় উল্লিখিত আয়াতটির অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিতে লাগলো। তাদের এই অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়েই ইবনে আব্বাস রাযি. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- এটি কুফরে আসগর তথা ওই গভর্নর বা কাযি ফাসেক হবে কাফের নয়।

কুফরে আকবর ও কুফরে আসগরের ক্ষেত্র

বুঝা গেলো, যে কারো ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাফসির পেশ করে দেয়া সহিহ নয়। সহিহ কথা হচ্ছে, আয়াতটি কুফরে আকবর ও কুফরে আসগর দু'টোকেই শামিল করে। সেটি বিবেচনা হবে রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যবস্থাপনা ও বিচারকের অবস্থানুযায়ী। পূর্বোল্লিখিত আকাবিরে আসলাফের নুসুস থেকেও তা স্পষ্ট। ইবনে আবিল ইয্য আলহানাফি তা ব্যাখ্যা করেই বলেছেন। হাফেয ইবনুল কাইয়িম (মৃ-৭৫১ হি.) এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. (مدارج السالكين لابن القيم، الكفر الأكبر ٢٥٩/١).

"সহিহ কথা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পরিপন্থী ফয়সালা করা বিচারকের অবস্থাভেদে 'কুফরে আকবর' ও 'কুফরে আসগর' উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিচারক যদি কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী

বিচার করার অপরিহার্যতার বিশ্বাস রেখেই অবাধ্যতা করে তা থেকে সরে যায়, অথচ সে স্বীকার করে যে সে এ কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, এটি হবে কুফরে আসগর। আর যদি সে মনে করে যে, এটি তার জন্য আবশ্যকীয় নয় এবং তার ইচ্ছার অধিকার আছে, অথচ সে নিশ্চিত যে তা আল্লাহর বিধান, তাহলে এটি হবে কুফরে আকবর।" (মাদারিজুস সালেকিন ১/২৫৯)।

ইতিহাসের সাক্ষ্য
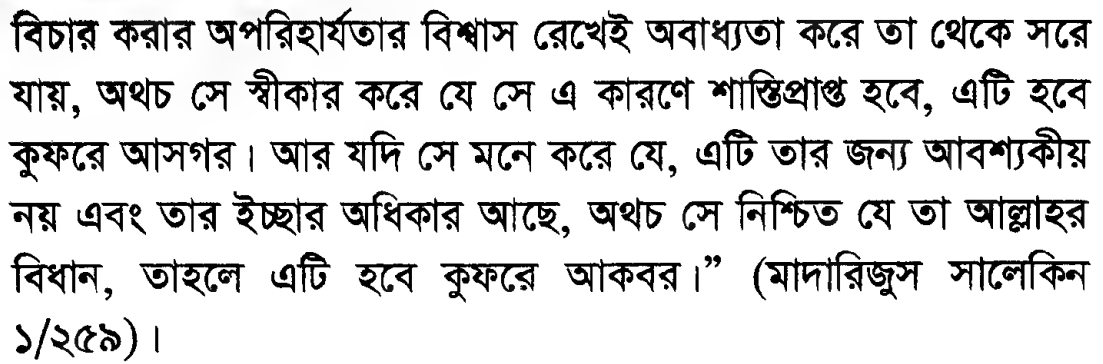
আমরা একটু পেছনে ফিরে যাই। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে উসমানি খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হাজারো যুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার হওয়া এবং শেষদিকে এসে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা ভঙ্গুর হয়ে পড়া সত্ত্বেও খিলাফতের পক্ষ হতে হুদুদ-কিসাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরয়ি আইন বলবৎ ছিলো, জিহাদি কাফেলা ছিলো, ছিলো 'রিবাত'র ব্যবস্থাও। শরয়ি আইনের বিপরীত কোনো মানবরচিত আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। সে সময়ে কোনো কাযি নিজে গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে জেনেই ধোঁকায় পড়ে কখনো শরিআতের বিপরীত ফয়সালা করলে উলামায়ে কেরাম তাকে ফাসেক হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। এর বিপরীতে শাসক কর্তৃক 'ইয়াসাক'র মতো যখনই কোনো মানবরচিত সংবিধান তৈরি হয়েছে, তখনই উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনে কাসিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ হয়েছে।

এখন একটু বিবেচনা করি; আমাদের দেশসহ কথিত মুসলিম বিশ্বের সরকার ও বিচার ব্যবস্থাপনা কোন প্রকারে পড়বে! যেখানে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে মানবরচিত আইন গ্রহণ বা প্রণয়ন করা হয়েছে, আল্লাহর দেয়া শরিআতের সঙ্গে বিদ্রোহ করে তাগুতের আইনে সংবিধান তৈরি করা হয়েছে, শরয়ি বিধান মতে ফয়সালা দেয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি, আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যকীয় মনে করা তো দূরের কথা; বরং তার বিপরীতে মানবরচিত আইনে ফয়সালা করাকে বিচারকরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করছে, তখন এটি কোন প্রকারে পড়বে? কথিত মুসলিম বিশ্বের সংবিধান ও তাতারিদের 'ইয়াসাক'র মাঝে পার্থক্য কোথায়?

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ আলকাহতানির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

এ সংক্রান্ত মক্কা মুকাররমার প্রসিদ্ধ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ আলকাহতানির আলোচনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ-

قال محمد بن سعيد القحطاني: **(تعليق لا بد منه)** في النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية (الحاكمية) حيث ذكر ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتى يزول ما قد يحصل من إشكال.

إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام على الحكم بشريعة الله، ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون، ثم الخلفاء الأمويون مضوا على ذلك وإن كان بدر منهم بعض الانحرافات، إلا أن الحكم الذي يتحاكمون إليه الناس هو شرع الله، يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام الحكم مع وجود ثغرات قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار، وأتى (هولاكو) بــ (الياسق) -وسيرد كلام العلماء بخصوصه في مكانه المناسب إن شاء الله-

ولما كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنهم ابن القيم كلام لا غبار عليه، فإذا حكم الحاكم برشوة أو لقرابة، أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك أن ذلك كفر دون كفر.

وأما ما جد في حياة المسلمين -ولأول مرة في تاريخهم- وهو تنحية شريعة الله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف وأنها لم تعد تواكب التقدم الحضاري، والعصر المتطور. **فهذه ردة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة، بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدنى بها، فحل محلها القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلية الكافرة.** (الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني صــ٦٨).

"(অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যালোচনা) উপর্যুক্ত বক্তব্যের কিছু বাক্য 'হাকেমিয়্যাত' বিষয়ে কারো মনে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। কেননা হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পরিপন্থী ফয়সালা করা কুফরে আসগার। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন, যেনো সৃষ্ট সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে তা আল্লাহর শরিআতের উপরই অবিচল ছিলো। এ অবস্থার উপরই খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগ অতিবাহিত হয়েছে। অতঃপর উমাবি খুলাফারাও এভাবে চলেছে, যদিও তাদের থেকে বিভিন্ন বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে সংবিধানের কাছে তারা বিচারপ্রার্থী হতো তা আল্লাহর বিধি-বিধানই ছিলো। আল্লাহর শরিআতের পতাকাতলে তাদেরকে আশ্রয় দিতো এবং শরিআতের হিকমত ও ইনসাফের মাধ্যমে তাদেরকে পরিচর্যা করতো। অতঃপর আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হলো। তখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ফাঁক-ফোকরের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিচারব্যবস্থা শরিআতে ইসলামিই ছিলো। অতঃপর তাতারিদের উত্থান হলো এবং হালাকু খান 'ইয়াসাক' নামক সংবিধান নিয়ে আসলো। 'ইয়াসাক' সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য বিশেষভাবে তার সঙ্গত স্থানে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

বিষয়টি যখন এমনই, তাহলে ইবনুল কাইয়িমসহ অন্যান্য সলফের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কেননা বিচারক যদি ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, সুপারিশ বা এ জাতীয় কোনো কারণে বিপরীত ফয়সালা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা কুফরে আসগর।

কিন্তু মুসলমানদের জীবনে যা নতুনভাবে এসে পড়েছে -বরং তাদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম- আর তা হচ্ছে, বিচারকার্য থেকে আল্লাহর শরিআতকে দূরে সরিয়ে দেয়া, সেটিকে পশ্চাদমুখী ও সেকেলে এবং সভ্যতার উন্নতি ও বিবর্তিত কালের সহযাত্রী হতে পারছে না বলে আখ্যা দেয়া। **এটি মুসলিম জীবনে 'ইরতিদাদ'র নতুনরূপ। কেননা তা শুধু এ সকল অসার দাবিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং শরিআতকে কার্যকরীভাবে বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং শরিআতের পরিবর্তে নিকৃষ্টতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইসলামি আইনের**

পরিবর্তে সেখানে স্থান করে নিয়েছে ফরাসি, ইংরেজি, মার্কিন, কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্র এবং এ জাতীয় বিভিন্ন জাহেলি কুফরি ব্যবস্থার আইন-কানুন।" (আলওয়ালা ওয়ালবারা ফিল ইসলাম পৃঃ ৬৮)।

অতঃপর তিনি তাঁর দাবির পক্ষে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। সচেতন পাঠক মূল কিতাব থেকে পুরো আলোচনাটি দেখে নিতে পারেন। বরং পুরো কিতাবটি বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করলে গ্রহণ করার মতো বহু উপাদান পাওয়া যাবে।

'ই'তিদাল' কোনটি?

এখন সুস্থ বিবেক সিদ্ধান্ত দেবে এক্ষেত্রে 'ই'তিদাল' কোনটি? খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের 'ইফরাত'র গোমরাহি যদি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে যারা 'ইয়াসাক'র উত্তরসূরিদের কাফের মানতে প্রস্তুত নয়; তাদের এই 'তাফরিত'র গোমরাহি কি ভয়ঙ্কর নয়? এটি কি 'ইজমায়ে উম্মাহ'র খেলাফ অবস্থান নয়? যেমনটি পূর্বে ইবনে কাসিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ হয়েছে- **من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين**। তেমনিভাবে ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন-

فإن التتار يتكلمون بالشهادتين، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين.

(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٢/٣٢).

"তাতারিরা 'শাহাদাতাইন' মুখে উচ্চারণ করে, তবুও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্যে তাদের মোকাবেলায় কিতাল ওয়াজিব। (আলফাতাওয়াল কুবরা ২/৩২)।

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাসির সেই শতকের দুই মনীষা যে শতকে তাতারিরা তাদের পূর্ব কুফর থেকে ফিরে আসলেও আল্লাহর আইনের পরিবর্তে 'ইয়াসাক' নামক মানবরচিত সংবিধান থেকে ফিরে আসেনি। তাদের 'ইজমা'র দাবির উপর আমাদের জানা মতে আজ পর্যন্ত কেউ আপত্তি করেনি বা তা প্রত্যাখ্যান করেনি।

তৃতীয় সংশয়ঃ গ্রহণ করেছে প্রাধান্য দেয়নি

মুহতারাম আহলে ইলমঃ আমাদের সরকার মানবরচিত আইন গ্রহণ করেছে, কিন্তু সেটিকে আল্লাহর আইনের উপর প্রাধান্য দেয়নি। কাফের-মুরতাদ আখ্যা দিতে হলে প্রাধান্য দেয়া প্রমাণিত হতে হবে।

অতি জযবাতিঃ এক হিন্দু আপনার সামনে এক পেয়ালা শূকরের গোস্ত পেশ করেছে এবং এক মুসলমান আপনার সামনে এক পেয়ালা গরুর গোস্ত রেখে দিয়েছে। আপনি শূকরের গোস্তের পেয়ালা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং গরুর গোস্ত গ্রহণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছেন; এটি কি শুধু গ্রহণ করা না কি গরুর গোস্তের উপর শূকরের গোস্তকে প্রাধান্য দেয়া?

সংবিধানের প্রাধান্য

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের সংবিধান সামনে রাখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটি কি শুধু গ্রহণ করা নাকি প্রাধান্য দেয়া! আমরা নিম্নোল্লিখিত ধারার শিরোনাম ও ধারাটি একটু লক্ষ্য করি-

সংবিধানের প্রাধান্য ৭। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং **অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।**

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১-প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র পৃঃ ৩)।

ফাতওয়া বিষয়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায়টিও লক্ষণীয়-

"..... তবে ফতোয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না।..... **দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কোনো ফতোয়া দেয়া যাবে না।** কোনো ব্যক্তির

অধিকার, মর্যাদা বা সম্মান বিনষ্ট করে ফতোয়া দেয়া যাবে না। ফতোয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায়ে এসব কথা বলা হয়েছে।" (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার ২০১৫ ইং)।

এটি কি শুধু গ্রহণ নাকি প্রাধান্য? এতেই শেষ নয়; যারা এই মানবরচিত আইনের বিরোধিতা করবে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তাকে সর্বোচ্চ দণ্ডে (ফাঁসি) দণ্ডিত করা হবে। এগুলো কি শুধুই গ্রহণ করা নাকি প্রাধান্য? নিচের ধারাটি লক্ষণীয়-

ধারা: ৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়-

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা

(খ) এই সংবিধানের বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকদের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১-প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র পৃঃ ৩)।

এবং এ ধারাটি এমন যা সবসময়ের জন্য অপরিবর্তিত। দেখুন-

ধারাঃ ৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১-প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র পৃঃ ৩)।

চতুর্থ সংশয়: ‘তাকদিমে ই‘তিকাদি’ প্রয়োজন

মুহতারাম আহলে ইলম: আমাদের সরকার আল্লাহর আইনের উপর মানবরচিত আইনকে প্রাধান্য দিয়েছে; এটি মেনে নিলেও তাদেরকে মুরতাদ বলার জন্য ‘তাকদিমে ই‘তিকাদি’ তথা ই‘তিকাদেও তারা সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছে তা সাব্যস্ত হতে হবে।

ফুকাহায়ে কেরামের ফাতওয়া পরিপন্থী

অতি জযবাতি: সুস্পষ্ট কুফরি কথা-কাজের ক্ষেত্রেও ‘ই‘তিকাদ’ তালাশ করার কথা বলা ‘ইরতিদাদ’র সংজ্ঞা ও ফুকাহায়ে কেরামের ফাতওয়ার বিপরীত।

ইরতিদাদের সংজ্ঞা-

وشرعاً: هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو بنوته لمسلم، وإن لم ينطق بالشهادتين. أو كفر من نطق بهما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً بها، ويكون ذلك بالإتيان بصريح الكفر **بلفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه ونحو ذلك**. (١) وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة.

(١) المصباح (ردة)، وجواهر الإكليل ٢/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣، وابن عابدين ٣/ ٢٨٣. (الموسوعة الفقهية الكويتية، المادة: الردة ٦/١٧٨).

“শরিআতের পরিভাষায় ইরতিদাদ বলা হয়, কোনো আকেল, বালেগ, ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মুসলমানের কুফরি করা; যার ইসলাম সাব্যস্ত হয়েছে, চাই তা মুসলমানের সন্তান হওয়া হিসেবে হোক না কেনো, যদিও সে ‘শাহাদাতাইন’ উচ্চারণ না করে। অথবা যে ইসলামের ‘রুকন’ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, তা আঁকড়ে ধরে ‘শাহাদাতাইন’ উচ্চারণ করেছে, তার কুফরি করাকে ইরতিদাদ বলে। আর তা প্রমাণিত হয় কুফর আবশ্যকীয় করে এমন কথা-কাজ ইত্যাদি দ্বারা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ

করার মাধ্যমে। এটিই ইরতিদাদের সর্বব্যাপী সংজ্ঞা।" (আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ ৬/১৭৮)।

قال البهوتي الحنبلي (المتوفى ١٠٥١هـ): و(المرتد) شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه **نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاً**. (كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي ٢٢٥/١٤).

"শরিআতের পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয়, যে ইসলামের পর কুফরি করে, চাই সে কুফরিটা কথা, বিশ্বাস, সন্দেহপোষণ বা কাজের মাধ্যমে হোক।" (কাশশাফুল কিনা' ১৪/২২৫)।

কয়েকজন হানাফি ফকিহের ফাতওয়া-

আবু আলি আসসামারকান্দি আলহানাফি (মৃ-৪৫০ হিজরির পর)

قال أبو علي محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي في كتابه "الجامع الأصغر": إذا قال الرجل كلمة الكفر عمداً **لكنه لم يعتقد الكفر**، قال بعض أصحابنا: لا يكفر، لأن الكفر متعلق بالضمير و لم يعقد ضميره على الكفر، وقال بعضهم: يكفر، هو الصحيح عندنا، لأنه استخف بدينه. (الفتاوى الصغرى -المخطوطة صـــ٢٣٧- ليوسف بن أحمد الخوارزمي الخاصي، المتوفى ٦٣٤هـ، البحر الرائق ٢١٠/٥، الهندية ٢٧٦/٢، رد المحتار ٢٧٢/٦).

"কেউ যদি **কুফরের ই'তিকাদ না রেখে** ইচ্ছাকৃত কুফরি কথা উচ্চারণ করে; হানাফিদের কেউ কেউ বলেছেন, তাকে কাফের বলা হবে না। কেননা কুফরের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে, এখানে তার অন্তর কুফরের উপর স্থির হয়নি। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। আমাদের মতে এটাই সহিহ কথা। কেননা সে তার দ্বীনকে হেয়জ্ঞান করেছে।" (আলফাতাওয়াস সুগরা -পাণ্ডুলিপি পৃ: ২৩৭-, আলবাহরুর রায়েক ৫/২১০, হিন্দিয়া ২/২৭৬, রদ্দুল মুহতার ৬/২৭২)।

হাসান ইবনে মানসুর কাযি খান (মৃ-৫৯২ হি.)

رجل كفر بلسانه طائعاً **وقلبه على الإيمان**، يكون كافراً ولا يكون عند الله تعالى مؤمناً. (فتاوى قاضي خان، كتاب السير، باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون ٤٢٥/٣، الهندية ٢٨٣/٢).

"কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুখে কুফরি করে, **অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর স্থির;** সে কাফের হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকটও মুমিন হিসেবে ধর্তব্য হবে না।" (খানিয়া ৩/৪২৫, হিন্দিয়া ২/২৮৩)।

وأما الهازل والمستهزئ إذا تكلم بالكفر استخفافاً ومزاحاً واستهزاءً يكون كفراً عند الكل، **وإن كان اعتقاده خلاف ذلك**. (فتاوى قاضي خان ٤٢٩/٣، جامع الفصولين -لابن قاضي سماونة المتوفى ٨٢٣هـ- ٢٩٧/٢، الهندية ٢٧٦/٢).

"কোনো রসিক ও উপহাসকারী যদি হেয়জ্ঞান, রসিকতা ও পরিহাস করে কুফরি কথা বলে; সকলের মতে এটি কুফর হিসেবে সাব্যস্ত হবে, **যদিও তার ই'তিকাদ কথার বিপরীত হয়।**" (খানিয়া ৩/৪২৯, জামেউল ফুসুলাইন ২/২৯৭, হিন্দিয়া ২/২৭৬)।

ইবনুল হুমাম (মৃ-৮৬১ হি.)

ومن هزل بلفظ كفر ارتد **وإن لم يعتقده** للاستخفاف، فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى. (فتح القدير لابن الهمام ٩١/٦).

"যে হেয়জ্ঞান করে কুফরি শব্দ দিয়ে রসিকতা করলো; সে মুরতাদ হয়ে যাবে, যদিও সে তার ই'তিকাদ না রাখে। তা হটকারিতা করে কুফরি করার মতই। যে সকল শব্দের কারণে কাফের আখ্যায়িত করা হয় তা ফাতাওয়ার কিতাবে জানা যাবে।" (ফাতহুল কাদির ৬/৯১)।

ইবনে নুজাইম আলহানাফি (মৃ-৯৭০ হি.)

والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل، **ولا اعتبار باعتقاده**. كما صرح به قاضي خان في فتاواه. (البحر الرائق لابن نجيم ٢١٠/٥، رد المحتار ٢٧٢/٦).

"মোটকথা, যে রসিকতা বা কৌতুকচ্ছলে কুফরি কথা বললো; সকলের মতে তাকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে এবং তার ই'তিকাদকে আমলে আনা হবে না। যেমনিভাবে কাযি খান তাঁর ফাতাওয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।" (আলবাহরুর রায়েক ৫/২১০, রদ্দুল মুহতার ৬/২৭২)।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (মৃ-১৩৫২ হি.)

اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر، مع أنه يمكن فيها أن لا ينسلخ من التصديق، لأنها أفعال الجوارح لا القلب، وذلك كالهزل بلفظ كفر وإن لم يعتقده، وكالسجود لصنم، وكقتل نبي، والاستخفاف به، وبالمصحف، والكعبة، واختلفوا في وجه الكفر بها بعد الاتفاق على التكفير، فقيل: إن الشارع لم يعتبر ذلك التصديق حكماً، وإن كان موجوداً حقيقة. حكاه الحافظ ابن تيمية في "كتاب الإيمان" من لفظ الأشعري، وقيل: إن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به، وإن لم يقصد الاستخفاف، ذكره في "رد المحتار"، وقيل زيد على التصديق المجرد أشياء في الإيمان المعتبر شرعاً، وقيل التصديق المعتبر لا تجامع هذه الأفعال. ذكره العلامة قاسم في حاشية "المسايرة"، والحافظ ابن تيمية رحمه الله. **وبالجملة يكفر ببعض الأفعال أيضاً اتفاقاً، وإن لم ينسلخ من التصديق اللغوي القلبي.**

(إكفار الملحدين صـــ٦٨).

“কিছু কিছু কাজের ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে তা কুফর, অথচ সেক্ষেত্রেও ‘তাসদিক’ শরিআতকে সত্যায়ন করা থেকে বের না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা সেগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয়, অন্তরের নয়। আর তা কুফরি শব্দ দিয়ে রসিকতা করার ন্যায়, যদিও সে তার ই‘তিকাদ না রাখে। তেমনিভাবে মূর্তিকে সিজদা করা, নবীকে হত্যা করা এবং নবী, মুসহাফ ও কা‘বাকে হেয়জ্ঞান করার ন্যায়। সমস্ত উলামায়ে কেরাম কাফের আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করার পর তাঁদের মাঝে কুফরের কারণ নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। কেউ বলেন, বাস্তবে ‘তাসদিক’র উপস্থিতি থাকলেও শরিআত প্রণেতা কার্যত তা গ্রহণ করেননি। হাফেয ইবনে তাইমিয়া ‘কিতাবুল ঈমান’ -এ আশআরির শব্দে তা বর্ণনা করেছেন। আর কেউ বলেন, যদি হেয়জ্ঞান করার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহলে কাফের সাব্যস্ত করা হবে, যদিও হেয়জ্ঞান করা তার উদ্দেশ্যে না থাকে। রদ্দুল মুহতারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কেউ বলেন, শরিআত ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ‘তাসদিক’র সঙ্গে আরো

কিছু বিষয় বৃদ্ধি করেছে। আর কেউ বলেন, গ্রহণযোগ্য 'তাসদিক'র সঙ্গে এ সকল কুফরি কাজ একত্রিত হতে পারে না। আল্লামা কাসেম 'আলমুসায়ারা' নামক কিতাবের টীকায় এবং হাফেয ইবনে তাইমিয়া তা উল্লেখ করেছেন। **মোটকথা, উম্মাহর ঐক্যমত্যে কিছু কিছু কাজের কারণে কাফের আখ্যায়িত করা হবে, যদিও সে শাব্দিক আন্তরিক 'তাসদিক' থেকে বের হয়ে যায় না।"** (ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ৬৮)।

وفي "مجمع الأنهر" مستدركاً على "البحر": لكن في "الدرر": وإن لم يعتقد، أو لم يعلم أنها لفظة الكفر، ولكن أتى بها عن اختيار، فقد كفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل إلخ. وعزاه في "الدرر" من الكراهية، والاستحسان "للمحيط". **وهذا الخلاف في غير الضروريات، وأما هي فليس فيها إلا الاستتابة.** (إكفار الملحدين صـ١٢٩).

"আলবাহরুর রায়েক'র বক্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে বলা হয়েছে, কিন্তু 'আদদুরার' -এ বলা হয়েছে, যদিও ই'তিকাদ না রাখে অথবা সে জানে না যে তা কুফরি কথা, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় তা উচ্চারণ করেছে, তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে এবং অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না। 'আদদুরার' -এ তা 'আলমুহিত'র 'আলকারাহিয়্যাহ ওয়ালইসতিহসান'র উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **এ মতানৈক্য শরিআতের অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে নয়। অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাওবা করতে বলা হবে।"** (ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ১২৯)।

এখন একটু ইনসাফের সহিত বিবেচনা করুন। ব্যক্তিবিশেষের কখনো কৌতুকচ্ছলে কুফরি কথা বলা বেশি মারাত্মক নাকি এক বৃহৎ শ্রেণীর কুফরি সংবিধানের উপর অবিচল থাকা, উত্তরোত্তর তা যুগোপযোগী করার জন্য নিজেদের পুরো মেধা ও সময় ব্যয় করা এবং সফলতার উপর গর্ববোধ ও জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে তা ব্যক্ত করা বেশি ভয়ঙ্কর? প্রথমটির ক্ষেত্রে যদি 'ই'তিকাদ' বিবেচ্য না হয়, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কেনো তা তালাশ করতে হবে?

'ই'তিকাদ' বুঝার ব্যবস্থা কী?

দ্বিতীয়ত: 'ই'তিকাদ' বুঝার ব্যবস্থা কী? 'শাক্কুল কালব'-অন্তর বিদীর্ণ করার দায়িত্ব তো বান্দাকে দেয়া হয়নি। বাহ্যিক কথা-কাজের ভিত্তিতেই একজন আলেমকে ফাতওয়া দিতে হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের 'আসার' থেকে উলামায়ে কেরাম এমনটিই বুঝেছেন।

হাদিস

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، قال: قال محمد يعني ابن إسحاق، حدثني من سمع عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو، أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أسرته يا أبا اليسر؟" قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا، هيئته كذا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أعانك عليه ملك كريم"، وقال للعباس: "يا عباس، افد نفسك، وابن أخيك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن جحدم" أحد بني الحارث بن فهر، قال: فأبى، وقال: **إني قد كنت مسلماً قبل ذلك، وإنما استكرهوني، قال: "الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا، فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك، فقد كان علينا، فافد نفسك.** (مسند الإمام أحمد ٣٥٣/١، رقم الحديث: ٣٣١٠، المستدرك للحاكم عن عائشة. كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسلام العباس ٤٠/٤، رقم الحديث: ٥٤٩٠).

صححه الحاكم على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، وله متابعات.

"ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে যিনি বন্দি করেছিলেন তিনি ছিলেন আবুল উসর ইবনে আমর রাযি.। তিনি হলেন বনি সালামা গোত্রের কা'ব ইবনে আমর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবুল

উসর! তুমি তাঁকে কীভাবে বন্দি করলে? তিনি বললেন, তাঁকে বন্দি করার ক্ষেত্রে আমাকে এমন একজন লোক সাহায্য করেছে যাকে আমি পূর্বে-পরে কখনো দেখিনি। তার আকৃতি এমন এমন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে এক সম্মানিত ফেরেশতা সাহায্য করেছেন। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাযি.কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্বাস! তুমি তোমার, তোমার ভাতিজা আকিল ইবনে আবি তালেব, নাওফাল ইবনুল হারেস এবং তোমার মিত্র আলহারেস ইবনে ফিহর গোত্রের উতবা ইবনে জাহদামের মুক্তিপণ আদায় করো। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, **আমি বন্দি হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে বাধ্য করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত। তোমার দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। কিন্তু তোমার বাহ্যিক অবস্থা আমাদের বিপক্ষে ছিলো, তাই তুমি তোমার মুক্তিপণ আদায় করো।"** (মুসনাদে আহমাদ ১/৩৫৩, হাদিস নং ৩৩১০, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৪০, হাদিস নং ৫৪৯০)।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. (মৃ-২৩ হি.)

قال الإمام البخاري: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الله بن عتبة، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: "إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، **وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم**، فمن أظهر لنا خيراً، أمناه، وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، **ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.** (صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول صـ٧١٥، رقم الحديث: ٢٦٤١).

"উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কিছু লোককে ওহির মাধ্যমে পাকড়াও করা

হতো। এখন ওহির ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে। **তাই আমরা এখন তোমাদেরকে পাকড়াও করবো তোমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে।** যে আমাদের সামনে কল্যাণকামিতা প্রকাশ করবে, তাকে আমরা বিশ্বস্ত মনে করবো এবং কাছে টেনে নিবো। তার গোপন বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু যায়-আসে না। তার গোপন বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই তার হিসাব নেবেন। **আর যে আমাদের সামনে দুষ্কৃতি প্রকাশ করবে, আমরা তাকে বিশ্বাস করবো না এবং তাকে সত্যায়ন করবো না। যদিও সে তার গোপন সুন্দর হওয়ার দাবি করে।**" (সহিহুল বুখারি পৃ: ৭১৫, হাদিস নং ২৬৪১)।

ইজমায়ে উম্মাহ

ইমাম নববি (মৃ-৬৭৬ হি.)

وقوله صلى الله عليه وسلم "أفلا شققت عن قلبه" فيه دليل **للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول** أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله تعالى يتولى السرائر. (شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله ٤٨٨/١).

"তুমি তার অন্তর বিদীর্ণ করে দেখলে না কেনো!' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাক্যে **ফিকহ ও উসুলে ফিকহের প্রসিদ্ধ মূলনীতির** দলিল বিদ্যমান যে, বিধি-বিধান বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে কার্যকর হবে। অপ্রকাশ্য বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাতে।" (শরহে সহিহে মুসলিম ১/৪৮৮)।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি (মৃ-৮৫২ হি.)

وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر. (فتح الباري للعسقلاني، كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ١٩١/٢٢).

"**সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে,** দুনিয়ার বিধি-বিধান কার্যকর হবে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। **অপ্রকাশ্য বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাতে।**" (ফাতহুল বারি, ২২/১৯১)।

বদরুদ্দিন আইনি (মৃ-৮৫৫ হি.)

قوله: (إنما أنا بشر) أي: لا أعلم الغيب وبواطن الأمور، كما هو مقتضى حال البشرية، وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى يحكم باليقين، **لكن أمر الله أمته بالاقتداء به، فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب نفوسهم للانقياد.** (عمدة القاري للعيني، كتاب المظالم والغضب، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه ١٢/٩٩).

"(আমি একজন মানুষ) অর্থাৎ আমি মানুষ হিসেবে অদৃশ্যের বিষয় ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের ব্যাপারে অবগত নই। তিনি বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই ফয়সালা করবেন, অপ্রকাশ্য বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাঁকে গোপন বিষয়ে অবগত করে দিতে পারতেন, যেনো তিনি নিশ্চিত জেনে ফয়সালা করতে পারেন। **কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতদের তাঁর অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিধি-বিধানের ভিত্তি রেখেছেন বাহ্যিক অবস্থার উপর। যেনো আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের অন্তর আস্থাশীল হয়।**" (উমদাতুল কারি, ১২/৯৯)।

আবুল আব্বাস ইবনে হাজার হাইতামি (মৃ-৯৭৪ হি.)

وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا، **إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله.** (الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي صـ٢٨٢، إكفار الملحدين صـ٩١).

"তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা আমাদের মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী হয়েছে। কেননা কুফরের হুকুমের মূলভিত্তি হলো বাহ্যিক অবস্থা। উদ্দেশ্য, নিয়ত ও তার অবস্থার লক্ষণকে আমলে আনা হবে না।" (আলই'লাম বি কাওয়াতিয়িল ইসলাম পৃ: ২৮২ -আলজামে' ফি আলফাযিল কুফর নামক চার কিতাবের সমষ্টির সঙ্গে-, ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ৯১)।

'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রমাণিত হওয়ার ব্যবস্থা কী?

তৃতীয়ত: 'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রমাণিত হওয়ার ব্যবস্থা কী? যুগের পর যুগ কুফরি সংবিধানের উপর অবিচল থাকা, উত্তরোত্তর তা যুগোপযোগী করার জন্য নিজেদের পুরো মেধা ও সময় ব্যয় করা এবং সফলতার উপর গর্ববোধ ও জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে তা ব্যক্ত করা, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ও

গণ প্রজাতন্ত্র উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝে বলেই ইসলামির স্থলে গণকে স্থান দেয়া, স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঠাঁই দেয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ বিধর্মীদের কুফরি উৎসব উপলক্ষে সরকার কর্তৃক শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করা এবং বিশেষ কোনো ইস্যুতে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের দাবিতে উলামায়ে কেরাম রাজপথে নামলে তাদেরকে অস্ত্র হাতে দমন করা ইত্যাদি ইত্যাদি; এসব কিছু কি 'তাকদিমে ই'তিকাদি'র আলামত বহন করে না? যদি না করে থাকে তাহলে আশা করি মুহতারাম আহলে ইলমগণ আমাদেরকে 'তাকদিমে ই'তিকাদি' বুঝার কিছু ব্যবস্থাপত্র দেবেন। তবে সঙ্গে আরেকটি কাজ করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকে শতাব্দীকাল ধরে যতো মুরতাদ ও যিন্দিককে ইরতিদাদ ও যানদাকার কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর যমানা থেকে যুগে যুগে যতো মুরতাদ ও যিন্দিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইরতিদাদ ও যানদাকার কারণে জিহাদ করা হয়েছে; সকল ক্ষেত্রে বা কোনো একটি ক্ষেত্রে 'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রমাণ করার জন্য গবেষক আলেমদের দেয়া সে সকল ফর্মুলা আমলে নেয়া হয়েছিলো; তাও প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

পঞ্চম সংশয়: অজ্ঞতার 'ওযর'

মুহতারাম আহলে ইলম: সবকিছু মেনে নিলেও তাদেরকে মুরতাদ বলার পূর্বে আরো কিছু 'মারহালা' অতিক্রম করতে হবে। তাদের অজ্ঞতার বিষয়টি যাচাই করতে হবে। অজ্ঞতা দূর করার পূর্বে তাদেরকে মুরতাদ বলা যাবে না। জাহালত-অজ্ঞতাকে শর্তহীনভাবে 'ওযর' নয় বলে দেয়া সহিহ নয়।

অতি জযবাতি: অবশ্যই! জাহালত-অজ্ঞতাকে শর্তহীনভাবে 'ওযর' নয় বলে দেয়া সহিহ নয়। তবে মুহতারাম আহলে ইলমদের কথা বার্তার ভাবে মনে হয়, শর্তহীনভাবে 'ওযর' হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, শর্তগুলোর কি কোনো সীমারেখা আছে? এক প্রকারের অজ্ঞতা তো কাফেরদের মাঝেও রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তো নবীগণের ভাষ্যে কাফেরদেরকে জাহেল বলেছেন। "إني أراكم قوماً تجهلون"، "قال إنكم قوم تجهلون"، "بل أنتم قوم تجهلون" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ অজ্ঞতাকে নিঃসন্দেহে কেউই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

যেকোনো ক্ষেত্রেই কি অজ্ঞতা 'ওযর'?

দ্বিতীয়ত: যেকোনো ক্ষেত্রেই কি অজ্ঞতা 'ওযর'? ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্যমতে সুস্পষ্ট কুফর ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' নয়। এছাড়াও ফিকহের কিতাবাদির পাতায় পাতায় এমন হাজারো মাসআলা পাওয়া যাবে, যে সকল ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' নয়। উসুলে ফিকহের কিতাবাদি থেকে জাহালাতের অধ্যায়টি পড়ে নেয়া সচেতন পাঠকের দায়িত্ব। আমি এখানে শুধু কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি-

তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আলবুখারি আলহানাফি (মৃ-৫৪২ হি.)

ومنها أنه من أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض، **ولا يعذر بالجهل**. (خلاصة الفتاوى

لطاهر بن عبد الرشيد البخاري، كتاب ألفاظ الكفر ٣٨٢/٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم صــ٣٦٢، الهندية ٢٧٦/٢).

"কেউ যদি স্বেচ্ছায় কুফরি কথা উচ্চারণ করে, অথচ সে জানে না যে তা কুফর; কিছু সংখ্যক আলেম ব্যতীত অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। **এক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।"** (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৮২, আল আশবাহ পৃঃ ৩৬২, হিন্দিয়া ২/২৭৬)।

ইবনে আতিয়্যা আলমালেকি (মৃ-৫৪৬ হি.)

والجهالة المشبهة ليست بعذر في الشرع جملة والجهالة الحقيقية يعذر بها في بعض ما يخف من الذنوب **ولا يعذر بها في كبيرة.** (تفسير ابن عطية، سورة الأنعام – الآية ٥٤، ٥٥– ٢٩٧/٢).

"সংশয়ের কারণে সৃষ্ট অজ্ঞতা শরিআতে 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য নয়। আর বাস্তব অজ্ঞতা কিছু সাধারণ গোনাহের ক্ষেত্রে 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে, **কিন্তু কবিরা গোনাহের ক্ষেত্রে 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।"** (তাফসিরে ইবনে আতিয়্যা ২/২৯৭, সুরা আনআম, আয়াত ৫৪-৫৫)।

শিহাবুদ্দিন আলহামাবি আলহানাফি (মৃ-১০৯৮ হি.)

والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذراً. (شرح الأشباه والنظائر للحموي، كتاب السير، باب الردة، ٦٤، ٢٠٧/٢).

"কুফরের ক্ষেত্রে শরিআতের অকাট্য বিষয়ের ব্যাপারে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।" (শরহুল আশবাহ ওয়াননাযায়ের ২/২০৭)

জাহালত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক বিশেষভাবে পড়ে নিতে পারেন- **'কাশফুল আসরার আলা উসুলিল বাযদাবি'** باب العوارض- المكتسبة– **৪/৪৫৭, 'শারহুত তালবিহ আলাত তাওযিহ' ২/৩৭৭, আল ফুরুক লিল কারাফি,** الفرق الرابع والتسعون **২/২৬০।**

অজ্ঞতা কাদের ক্ষেত্রে কতোক্ষণ পর্যন্ত 'ওযর'

তৃতীয়ত: জাহালত-অজ্ঞতা কাদের ক্ষেত্রে কতোক্ষণ পর্যন্ত 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে? সকল মাযহাবের প্রায় সকল ফিকহের কিতাবে বলা হয়েছে, কেউ যদি নতুন মুসলমান হয় অথবা উলামায়ে কেরাম বা নাগরিক জীবন থেকে দূরে বহুদূরে অবস্থান করে, তখন তার নিকট কথাটি পৌঁছা পর্যন্ত তার অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে গণ্য হবে। তবে কথাটি না পৌঁছালেও সে বিষয়টি জেনে নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি জেনে না নেয়, তাহলে তা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না। আমি প্রত্যেক মাযহাবের ফকিহদের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো। অন্যান্য উদ্ধৃতি পাঠক নিজেই বের করে নিতে পারবেন।

আবু সুলাইমান আলখাত্তাবি আশশাফেয়ি (মৃ-৩৮৮ হি.)

প্রথম যুগে যে সকল ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হয়েছে, পরবর্তীতে কেনো তা ধর্তব্য হবে না; উভয় যুগের পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

منها قرب العهد بزمان الشريعه التي كان يقع فيها تبديل الأحكام. ومنها وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكان القوم جهالاً بأمور الدين وكان عهدهم حديثاً بالإسلام فتداخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمر.......... **فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام** واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام **واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد** بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئاً منه جهلاً به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه. (معالم السنن للخطابي، كتاب الزكاة ٢/٨، شرح صحيح مسلم للنووي ١/٣٠٠، إكفار الملحدين صــ٩١).

"তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, শরিআত প্রবর্তনের সময় নিকটবর্তী হওয়া যাতে বিধান পরিবর্তন হতো। আরেকটি হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের কারণে অবসন্নতা ছড়িয়ে পড়া। সাধারণ মানুষ দ্বীনি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো এবং নতুন মুসলমান ছিলো। তাই তাদের মাঝে বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই তাদের 'ওযর' গ্রহণযোগ্য হয়েছে, যেমনিভাবে মদ পান করার বৈধতার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক সাহাবির 'তাবিল' ব্যাখ্যা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ..... **কিন্তু বর্তমানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে** এবং যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি এমনভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে যে সাধারণ ও বিশেষ সকলেই তা জানে। **এক্ষেত্রে আলেম-জাহেল সকলেই সমান**। তাই যাকাত অস্বীকার করতে গিয়ে কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলে তা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। যে কেউ দ্বীনি যে সকল বিষয়ের উপর উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, তার কোনো একটিকে অস্বীকার করবে; তার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে। যখন তা জানা-শুনার বিষয়টি ব্যাপক হবে, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, 'জানাবাত' শারীরিক অপবিত্রতা থেকে গোসল করা এবং যিনা, মদ ও 'মাহরাম' যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয় তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিধি-বিধান। হ্যাঁ! কেউ যদি নতুন মুসলমান হয় যে এখনো হালাল হারামের পার্থক্য বুঝেনি; সে যদি অজ্ঞতার কারণে কোনোটিকে অস্বীকার করে, তাকে কাফের বলা হবে না। মুসলমান বলার ক্ষেত্রে তাকে প্রথম শ্রেণির লোকের বিবেচনায় রাখা হবে।" (মাআলিমুস সুনান ২/৮, শরহে সহিহে মুসলিম ১/৩০০, ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ৯১)।

বুরহানুদ্দিন আলমারগিনানি আলহানাফি (মৃ-৫৯৩ হি.)

لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل. (الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء ٢/٣١٧).

"কেননা সে শরিআতের আহকাম জানার সুযোগ পায়, **কারণ অঞ্চলটি ইলম ব্যাপক হয়ে থাকা অঞ্চল। সুতরাং অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।**" (হিদায়া ২/৩১৭)।

ফখরুদ্দিন রাযি আশশাফেয়ি (মৃ-৬০৬ হি.)

والوجه الثالث: أن يكون المراد منه أن يأتي الإنسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه معصية **لكن بشرط أن يكون متمكناً من العلم** بكونه معصية، فإنه على هذا التقدير يستحق العقاب، ولهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودي يستحق على يهوديته العقاب، وإن كان لا يعلم كون اليهودية معصية، **إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم** بكون اليهودية ذنباً ومعصية، كفى ذلك في ثبوت استحقاق العقاب. (التفسير الكبير للرازي، سورة النساء -الآية ١٧- ٥/١٠).

"তৃতীয় ব্যাখ্যা. তা দ্বারা উদ্দেশ্য কেউ গোনাহকে গোনাহ না জেনে তাতে লিপ্ত হওয়া। **কিন্তু কেউ যদি কাজটি গোনাহ হওয়ার ইলম অর্জন করতে সক্ষম হয়,** তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। এজন্যই আমরা এ ব্যাপারে একমত যে, ইহুদি ইহুদি হওয়ার কারণে শাস্তি ভোগ করবে, যদিও সে জানে না যে ইহুদি হওয়া অন্যায়। **কেননা তার এই ইলম অর্জন করার সুযোগ ছিলো** যে ইহুদি হওয়া গোনাহ ও অপরাধ, এতোটুকুই শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (আততাফসিরুল কাবির ১০/৫, সুরা নিসা, আয়াত ১৭)।

ইবনে কুদামা আলহাম্বলি (মৃ-৬২০ হি.)

ولأن الجهل بأحكام الشرع **مع التمكن من العلم** لا يسقط أحكامها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم. (المغني لابن قدامة، باب صفة الصلاة، فصل ترك الترتيب بالجهل بوجوبه ٢/٣٤٦).

"**জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও** শরিআতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞতা তার হুকুমকে বিয়োজন করে না। যেমন রোযা অবস্থায় পানাহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা।" (আল মুগনি ২/৩৪৬)।

(٣٢٩) مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، وهو بالغ عاقل، جاحداً لها أو غير جاحد، دعي إليها في وقت كل صلاة، ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل) وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو؛ إما أن يكون جاحداً لوجوبها، أو غير جاحد، فإن كان

جاحداً لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلاً به، **وهو ممن يجهل ذلك، كالحديث الإسلام والناشئ ببادية**، عرف وجوبها وعلم ذلك، ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور. **وإن لم يكن ممن يجهل ذلك، كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى، لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل**، وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتداً عن الإسلام، وحكمه حكم سائر المرتدين، في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافاً. (المغني، باب الحكم في من ترك الصلاة ٣/٣٥١).

“(অস্বীকার করে বা না করে কোনো আকেল বালেগ যদি নামাযকে বর্জন করে, তাকে তিনদিন প্রতি ওয়াক্তে নামাযের জন্য আহ্বান করা হবে। যদি নামায আদায় করে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।) মোটকথা, নামায বর্জনকারী হয়তো নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা করে না। যদি অস্বীকারকারী হয়, তাহলে তার অবস্থা দেখতে হবে। যদি সে জাহেল হয় **এবং নতুন মুসলমান বা বেদুঈন হওয়ার মতো জাহেল থাকার কারণ বিদ্যমান থাকে,** তাহলে নামায ফরয হওয়ার বিষয়টি তাকে জানানো হবে এবং কুফরের হুকুম দেয়া হবে না। কেননা সে অপারগ। **আর যদি অজ্ঞ থাকার কোনো কারণ তার মাঝে বিদ্যমান না থাকে, যেমন শহরে-গ্রামে সে মুসলমানদের মাঝে বসবাস করে, তার ‘ওযর’ ধর্তব্য হবে না এবং তার অজ্ঞতার দাবি গ্রহণ করা হবে না।** বরং তার কুফরের হুকুম দেয়া হবে। কেননা কুরআন-সুন্নাহে তা ফরয হওয়ার দলিল স্পষ্ট এবং মুসলমানরা দৈনন্দিন তা পালন করে চলছে। মুসলমানদের মাঝে বসবাসরত ব্যক্তির নিকট নামায ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট হওয়ার কথা নয়। সুতরাং বুঝা যাবে, সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও উম্মাহর ‘ইজমা’কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই সেটিকে অস্বীকার করছে। এই লোক মুরতাদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার হুকুমও অন্যান্য মুরতাদদের ন্যায়; হয়তো তাওবা করতে বলা হবে নতুবা হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য আমার জানা নেই।” (আল মুগনি ৩/৩৫১)।

আবুল আব্বাস আলকারাফি আলমালেকি (মৃ-৬৮৪ হি.)

واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً للداعي عند الله تعالى؛ **لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل**، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم و لم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا. (الفروق للقرافي، الفرق الثاني والسبعون والمئتان ٤/٤٤٧).

"জেনে রাখা উচিত, এ সকল দাবিতে যে অজ্ঞতার কথা ফুটে উঠে, তা আল্লাহ তাআলার নিকট দাবিদারের 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। **কেননা শরয়ি মূলনীতি প্রমাণ করে, যে অজ্ঞতাকে দূর করা সম্ভব, জাহেলের জন্য সে অজ্ঞতা (ওযরের) দলিল হবে না।** কারণ আল্লাহ তাআলা তার বার্তা দিয়ে মানুষদের নিকট রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং সকলের জন্য তা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। সুতরাং জানা ও আমল করা দু'টোই ওয়াজিব। যে শেখা ও আমল করা বর্জন করে এবং অজ্ঞ থাকে, সে দু'টি ওয়াজিব বর্জন করার পাপে পাপিষ্ঠ হবে। আর যে শিখলো কিন্তু আমল করলো না, সে আমল না করার গোনাহে গোনাহগার হবে। আর যে শিখলো এবং আমল করলো সে সফলকাম হলো।" (আল ফুরুক ৪/৪৪৭)।

ইবনে তাইমিয়া আলহাম্বলি (মৃ-৭২৮ হি.)

لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد **حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة**، كما قال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} وقال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}. (مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٠٦/١١).

"এ সকল বিধি-বিধানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষদের কেউ কেউ এ পর্যায়ের অজ্ঞতার শিকার হয় যা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং **বার্তা পৌছানোর মাধ্যমে 'ইকামাতে হুজ্জাত' দলিল পূর্ণ করার পূর্বে** কারো ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেয়া হবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসুলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে।' আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'আর রাসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তিদাতা নই।" (মাজমুউল ফাতাওয়া ১১/৪০৬)।

ফখরুদ্দিন যাইলায়ি আলহানাফি (মৃ-৭৪৩ হি.)

والذمي لو أسلم يلزمه لقدرته على التحصيل؛ **لأن الدار دار العلم**، فإذا لم يحصل كان التقصير من جهته فلا يعذر. (تبيين الحقائق للفخر الزيلعي ١/١٠٢).

"যিম্মি যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইলম অর্জন করার সুযোগ থাকায় তার জন্য বিধি-বিধান আবশ্যকীয় হয়ে যাবে। **কেননা অঞ্চলটি ইলম ব্যাপক হয়ে থাকা অঞ্চল**। তাই ইলম অর্জন না করলে এটি তার ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে, সুতরাং তা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।" (তাবয়িনুল হাকায়েক ১/১০২)।

ইবনে হাজার হাইতামি আশশাফেয়ি (মৃ-৯৭৪ হি.)

نعم يعذر مدعي الجهل، إن عذر **لقرب عهده بالإسلام، أو بعده عن العلماء**.

(الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي صـ٢٨٢، إكفار الملحدين صـ٩١).

"হাঁ! অজ্ঞতার দাবিদার 'ওযর' পেশ করলে তা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, **যদি সে নবমুসলিম হয় অথবা উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে বসবাসরত হয়।**" (আলই'লাম বি কাওয়াতিয়িল ইসলাম পৃ: ২৮২ - আলজামে' ফি আলফাযিল কুফর নামক চার কিতাবের সমষ্টির সঙ্গে-, ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ৯১)।

অজ্ঞতার দাবি করা দ্বীনি বিষয়ে 'মুদাহানাত' শিথিলতা

চতুর্থত: তথাকথিত বর্তমান মুসলিম বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকারদের ব্যাপারে অজ্ঞতার দাবি করা কি দ্বীনি বিষয়ে 'মুদাহানাত' নয়? যেখানে

যুগের পর যুগ ইসলামি দলগুলো -চাই তাদের মানহাজ সহিহ হোক বা না হোক- ইসলামি হুকুমত, শরয়ি কানুন, আল্লাহর সংবিধান-কুরআনের সংবিধানের দাবি করে আসছে এবং তা করে আসছে সংসদে আইন প্রণেতাদের সামনে, রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাদের সামনে। দ্বীনের ধারক-বাহকগণ ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আসছেন। এবং এটি একবার বা একদিনের ঘটনা নয়; বরং যুগের পর যুগ ধরে চলছে। এরপরও তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতার দাবি করা কি হাস্যকর নয়? এ দাবিকে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ কতোটুকু সমর্থন করবে তা কি দেখার কোনো প্রয়োজন নেই?

'ইতমামে হুজ্জাত' দলিল পূর্ণ করা

মুহতারাম আহলে ইলম: সব ঠিক আছে। তবে 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়নি। 'ইতমামে হুজ্জাত'র পূর্বে কারো ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা মুশকিল।

'ইতমামে হুজ্জাত'র কয়েকটি চিত্র

অতি জযবাতি: 'ইতমামে হুজ্জাত'র কী অর্থ? ফুকাহায়ে কেরাম যে সকল বিষয়ে বা অবস্থায় অজ্ঞতাকে 'ওযর' নয় বলে ফয়সালা দিয়েছেন; তা কি এজন্য নয় যে, তাতে 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে গেছে? অন্যথায় অজ্ঞতা কেনো 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হচ্ছে না? তবুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আসার ও আইম্মায়ে দ্বীনের বক্তব্য থেকে আরো কিছু 'ইতমামে হুজ্জাত'র চিত্র তুলে ধরছি-

হাদিস

قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين **فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال**، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم،

وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، **فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم**...... (سنن أبي داوُد، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، صـــ٥٧٣، رقم الحديث: ٢٦١٢. وأيضاً يراجع صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها صـــ٧٣٩، رقم الحديث ٤٥٢٢).

"বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ছোটো বা বড়ো কোনো সৈন্যদলের আমির হিসেবে কাউকে প্রেরণ করতেন, প্রথমেই তাকে নিজের ব্যাপারে তাকওয়া ও তার সাথী অন্যান্য মুসলমানদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার অসিয়ত করতেন। এবং বলতেন, যখন তোমার শত্রু মুশরিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হবে, **তাদেরকে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাবে**। তা থেকে যেকোনো একটির প্রতি সাড়া দিলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। প্রথমেই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করো। যদি তারা সেটির প্রতি সাড়া দেয়, তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। অতঃপর তাদেরকে তাদের অঞ্চল থেকে মুহাজিরদের অঞ্চলে স্থানান্তর হওয়ার আহ্বান জানাও। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও; যদি তারা এমনটি করে, তাহলে মুহাজিরগণ যে অধিকার পায় তারাও সে অধিকার পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যা অর্পিত হয় তাদের উপরও তা অর্পিত হবে। যদি তারা স্থানান্তরের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেদের অঞ্চলে অবস্থান করাকেই গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও; তারা বেদুঈন মুসলমানদের ন্যায় পরিগণিত হবে। অন্যান্য মুসলমানদের

ক্ষেত্রে আল্লাহর যে সকল বিধান কার্যকর হয়, তাদের ক্ষেত্রেও তাই কার্যকর হবে এবং মুসলমানদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে 'গনিমত' যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও 'ফাই' সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে 'জিযয়া' অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করতে বলো। যদি তারা তাতে সাড়া দেয়, তাদের থেকে তা গ্রহণ করো এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। **যদি তারা 'জিযয়া' দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে তাদের মোকাবেলায় কিতাল করো.....।"** (সুনানে আবু দাউদ পৃ: ৫৭৩, হাদিস নং ২৬১২, আরো দেখুন: সহিহ মুসলিম পৃ: ৭৩৯, হাদিস নং ৪৫২২)।

রিবয়ি ইবনে আমের রাযি.

রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. রুস্তমকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেছিলেন-

قال: الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبداً، حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا! قال: نعم، كم أحب إليكم؟ أيوماً أو يومين؟ قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا، وأراد مقاربته ومدافعته، فقال: إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا، ألا نمكن الأعداء من آذاننا، ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثاً، فانظر في أمرك وأمرهم، **واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء، فنقبل ونكف عنك**، وإن كنت عن نصرنا غنياً تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجاً منعناك **أو المنابذة في اليوم الرابع**، ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم

الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى قال: أَسَيِّدُهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم. (تاريخ الطبري ٣/٥٢٠، البداية والنهاية ٧/٣٩).

"রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে মানুষের উপাসনা থেকে আল্লাহর ইবাদত, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা এবং অন্যান্য ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে বের করে আনার জন্য। তাই তিনি তাঁর দ্বীন দিয়ে আমাদেরকে মানুষদের নিকট পাঠিয়েছেন সেই দ্বীনের দিকে আহ্বান করার জন্য। যে সেই দ্বীনকে গ্রহণ করবে আমরা তার থেকে সেটি গ্রহণ করে ফিরে যাবো এবং তাকে ও তার অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবো; সেই এটির দেখা-শুনা করবে। আর যে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছা পর্যন্ত আমরা তার মোকাবেলায় যুদ্ধ করতেই থাকবো। রুস্তম বললো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কী? রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে মারা যায় তার জন্য জান্নাত, আর যে জীবিত থাকে তার বিজয়। রুস্তম বললো, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। তোমরা কি এ বিষয়ে একটু বিলম্ব করবে যেনো আমরাও ভেবে দেখতে পারি এবং তোমরাও একটু ভেবে দেখো! রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, ঠিক আছে! তুমি কতোদিন সুযোগ চাও? একদিন নাকি দু'দিন? রুস্তম বললো, না! বরং আমি এ বিষয়ে জ্ঞানী-গুণী ও নেতা পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে পত্র বিনিময় করা পর্যন্ত সুযোগ চাই। রুস্তম রিবয়ি ইবনে আমেরের নৈকট্য অর্জন করে তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে ফেরাতে চেয়েছে। রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতি প্রবর্তন করে গেছেন এবং আমাদের ইমামগণ যে পদ্ধতি কার্যকর করেছেন; তা হচ্ছে, শত্রুর হাতে আমরা যেনো আমাদের কান ন্যস্ত করে না দেই এবং মোকাবেলার মুহূর্তে শত্রুকে যেনো তিন দিনের অধিক সুযোগ না দেই। সুতরাং আমরা তিনদিন তোমাদের থেকে বিরত থাকবো, তুমি তোমার ও তোমার সৈন্যদের বিষয়ে ভেবে দেখো। **তিনদিন পর তিনটির কোনো একটি গ্রহণ করে নাও। হয়তো ইসলাম গ্রহণ করে নাও; আমরা তোমাকে ও তোমার**

অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবো। অথবা 'জিযয়া'র বিধান স্বীকার করে নাও; আমরা তোমার থেকে তা গ্রহণ করবো এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবো। তখন তুমি যদি আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হও, আমাদের তা করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি সাহায্যের প্রয়োজন মনে করো, তাহলে তোমাকে আমরা রক্ষা করবো। আর যদি প্রস্তাবগুলো গ্রহণ না করো, **তাহলে চতুর্থদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।** এই চারদিনের মাঝে তোমরা না করলে আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের সূচনা করবো না। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে আমি আমার সকল সহচর এবং যাদেরকে তুমি দেখছো সকলের দায়িত্ব নিচ্ছি। রুস্তম বললো, তুমি কি তাদের নেতা? রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, না! কিন্তু মুসলমানরা শরীরের ন্যায় একে অপরের অংশ। তাদের নিম্নস্তরের ব্যক্তিও উচ্চস্তরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশ্রয় দিতে পারে।" (তারিখে তাবারি -১৪ হিজরির আলোচনা- ৩/৫২০, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৭/৩৯)।

নাফে' আলফকিহ মাওলা ইবনে উমর (মৃ-১১৭ হি.)

قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا سليم بن أخضر، عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: "**إنما كان ذلك في أول الإسلام**، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ – قال يحيى: أحسبه قال– جويرية –أو قال: البتة– ابنة الحارث"، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذاك الجيش. (صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة صـــ٧٣٩، رقم الحديث: ٤٥١٩، سنن أبي داوُد، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين صـــ٥٧٧، رقم الحديث: ٢٦٣٣).

"ইবনে আউন বলেন, কিতালের পূর্বে ইসলামের প্রতি আহ্বানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে আমি নাফে'র নিকট লিখে পাঠালাম। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে লিখলেন, ইসলামের সূচনাকালে এটির বিধান ছিলো। পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বনিল

মুসতালিককে অনবগত রেখেই তাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করেছেন, অথচ তাদের গবাদিপশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল। তাদের যুদ্ধাদেরকে হত্যা করেছেন এবং বন্দির উপযোগীদেরকে বন্দি করেছেন। সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেসকে গনিমত হিসেবে পেয়েছেন। নাফে' বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি সে সৈন্যদলে ছিলেন।" (সহিহ মুসলিম পৃঃ ৭৩৯, হাদিস নং ৪৫১৯, সুনানে আবু দাউদ পৃঃ ৫৭৭, হাদিস নং ২৬৩৩)।

ইমাম শাফেয়ি (মৃ-২০৪ হি.)

لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم؛ إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، **فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين**: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}. (المنثور في القواعد للبدر الزركشي، حرف الجيم ٢٧٢/١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠١/١٦).

"জাহেলের জাহালত যদি 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তো ইলমের চেয়ে জাহালতই উত্তম হতো। যেহেতু তা দায়িত্বভারের বোঝা নামিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের তীব্র ভর্ৎসনা থেকে তার অন্তরকে প্রশান্তি দেয়। **সুতরাং বার্তা পৌঁছা বা সেটির জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ থাকার পর বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে জাহালত-অজ্ঞতা কারো জন্য (ওযরের) দলিল হতে পারে না।** 'যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসুলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে।" (আলমানসুর ফিল কাওয়ায়েদ ১/২৭২, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ ১৬/২০১)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ-৭২৮ হি.)

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم؛ إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ **بل الشرط أن يتمكن**

المكلفون من وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. (مجموع الفتاوى لابن تيمية، قاعدة في الحسبة، فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٨/١٢٥).

"যখন সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপারে অবগত করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে এটি শর্ত নয় যে, আদেশদাতার আদেশ এবং বারণকারীর নিষেধ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা এটি তো 'রিসালত' পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও শর্ত নয়, তাহলে কীভাবে তা রিসালতের আনুষঙ্গিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হতে পারে! বরং শর্ত হলো, **মানুষদের নিকট তা পৌঁছার সুযোগ থাকা**। দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব আদায় করার পর যদি তারা তাদের নিকট সেই জ্ঞান পৌঁছার জন্য চেষ্টা না করে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি তাদের অবহেলা হিসেবে পরিগণিত হবে, দায়িত্বশীলের নয়।" (মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১২৫)।

ومن جواب **هؤلاءِ أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم**، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة، إذ المكنة حاصلة. (كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية، إنكار المتواترات هو من أصول الإلحاد والكفر صـــ١٤٠).

"এদের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, **রাসুলগণের আবির্ভাবের পর ইলম অর্জনের সুযোগ থাকার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল পূর্ণ হয়ে গেছে।** আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দলিল পূর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বানকৃত প্রত্যেকের তা জানা শর্ত নয়। এজন্যই তো কুরআন শ্রবণ ও তা নিয়ে গবেষণা করা থেকে কাফেরদের বিরত থাকা আল্লাহ তাআলার দলিল পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়নি। তেমনিভাবে নবীদের থেকে বর্ণিত বিষয়াদি শুনা এবং তাদের থেকে ক্রমাগত সূত্রে বর্ণিত হাদিস পড়া থেকে বিরত থাকা দলিল পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। কেননা সুযোগ বিদ্যমান আছে।" (কিতাবুর রদ্দি আলাল মানতিকিয়্যিন পৃ: ১৪০)।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (মৃ-১৩৫২ হি.)

ويريد (أي ابن تيمية) -رحمه الله- بإقامة الحجة في تصانيفه في مسألة التكفير: **التبليغ لا غير**، كأخبار معاذ، ودعوة علي رضي الله عنه ليهود خيبر. (إكفار الملحدين صـــ٦١).

"কুফর আখ্যা দেয়ার মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া রহ. দলিল পূর্ণ হওয়া দ্বারা **শুধুমাত্র বার্তা পৌঁছানো উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, অন্য কিছু নয়।** যেমন, মুআয রাযি. -এর হাদিস ও আলি রাযি. কর্তৃক খাইবারের ইহুদিদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করা।" (ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ৬১)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সৈন্যদলকে অসিয়ত, রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. কর্তৃক রুস্তমকে বলা কথাগুলো এবং নাফে' আলফকিহের ফাতওয়া কি 'ইতমামে হুজ্জাত'র বাস্তব নমুনা নয়? এরপরও যদি কেউ তাদের অজ্ঞতা দূর না হওয়ার দাবি করে 'মুদাহানাত' প্রকাশ করে, তখন ইমাম শাফেয়ির কণ্ঠে বলতে হয়, 'তাহলে তো ইলমের চেয়ে জাহালতই উত্তম হতো।'

'ইলকাউল ইয়াকিন' বিশ্বাস স্থাপন করানো

অথবা কেউ যদি দাবি করে (যেমনটি কেউ কেউ ইতোমধ্যে করেছেন), 'এতোটুকুতেই যথেষ্ট হবে না; বরং তাদের অন্তরে 'ইলকাউল ইয়াকিন' বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে, অতঃপর হটকারিতা প্রদর্শন করলে হুকুম দেয়া যাবে।' তাদের ব্যাপারে আমরা কিছু বললে তা অবশ্য 'বদ যবানি' (?) হয়ে যাবে। তাই আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. এর বক্তব্যটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. এর বক্তব্য

ومن زعم أنه لا بد من إلقاء اليقين في قلبه وإثلاج صدره، فإذا عاند بعد ذلك فقد كفر وإلا فلا، فإن ذلك الزاعم لم يضع للدين حقيقة تارة، وإنما جعله يدور مع الخيال كيفما دار، وهذا باطل قطعاً، فإن الأمر فيما ثبت

ضرورة مفروغ عنه، فمن آمن به فقد دان بدين الله، ومن أنكره فقد كفر، وإن لم يقصد الكفر، وإنما الدور مع الظن في المحل المجتهد فيه لا في غيره، فكما أن في باب إنكار الحقائق عنادية وعندية ولا أدرية وشاكة في الشك، فكذلك هذه الأقسام في إنكار الضروريات، وكلها كفر. (إكفار الملحدين صـــ١٢٨).

"যে মনে করে যে, 'তার অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে এবং হৃদয় সন্তুষ্ট করাতে হবে, এরপর যদি সে হটকারিতা প্রদর্শন করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়।' এই লোক মূলত দ্বীনের কোনো বাস্তবতাই অবশিষ্ট রাখেনি। সে দ্বীনকে কল্পনাপ্রসূত বানিয়েছে যে, কল্পনায় যা আসে তাই। এটি নিশ্চিত একটি বাতিল-অসার দাবি। কেননা অকাট্যভাবে যা প্রমাণিত, সেক্ষেত্রে আর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকে না। যে ঈমান আনলো সে আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিলো, আর যে অস্বীকার করলো সে কুফরি করলো; যদিও সে কুফরের ইচ্ছা না করে। ধারণা অনুযায়ী চলা যায় মতভেদপূর্ণ মাসআলায়, অন্য ক্ষেত্রে নয়। তো যেমনিভাবে 'হাকিকত' বাস্তবতা অস্বীকারের ক্ষেত্রে 'ইনাদিয়্যাহ', 'ইনদিয়্যাহ', 'লা আদরিয়্যাহ' এবং 'শাক্কাহ' বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমনিভাবে অকাট্য বিধান অস্বীকারের ক্ষেত্রেও এ প্রকারগুলো রয়েছে। আর এ সবগুলোই কুফর।" (ইকফারুল মুলহিদিন পৃঃ ১২৮)।

ষষ্ঠ সংশয়: 'ইকরাহ্'-জবরদস্তির 'ওযর'

মুহতারাম আহলে ইলম: আরেকটি বিষয় থেকে যায়। তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কি না; তাও খতিয়ে দেখতে হবে। বাহিরের কোনো চাপের কারণে যদি এমনটি করে থাকে, তাহলে তো 'ইকরাহ'-জবরদস্তির কারণে তাদের ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেয়া যাবে না।

অতি জযবাতি: পাঠক হয়তো ভাবছেন; আমি বিষয়টি এমনিতেই সাজিয়েছি। অন্যথায় বাস্তবতা বহির্ভূত এমন দাবিও কি কেউ করতে পারে? পাঠক! এ ব্যাপারে আমার কথা সত্য প্রমাণিত না হলে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মুহতারাম আহলে ইলমগণ এমন দাবি করেছেন এবং কেউ কেউ ইতোমধ্যে তা লিখেও দিয়েছেন। অথচ 'ইকরাহ'র সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কোন প্রকারের 'ইকরাহ'র ক্ষেত্রে কুফরের অনুমতি আছে এবং কী কী শর্তে তা 'ইকরাহ' হিসেবে ধর্তব্য হবে; এ সবকিছুই কিন্তু মুহতারাম আহলে ইলমগণ ফিকহ ও উসুলে ফিকহের কিতাবাদিতে পড়েছেন এবং ছাত্রদেরকে পড়িয়ে চলছেন। আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তা আদৌ প্রযোজ্য হবে কি না, বিশেষ হিকমত ও মাসলাহাতে (?) সেটি ভাবার প্রয়োজন মনে করছেন না বা ভুলে থাকার চেষ্টা করছেন। হিকমত ও মাসলাহাত (?) বোঝার মতো বয়স হয়নি বলে আমি শুধুমাত্র আইম্মায়ে দ্বীনের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে দিচ্ছি। সচেতন পাঠক আশা করি ফলাফল বের করে নিতে পারবেন।

'ইকরাহ' সংক্রান্ত আইম্মায়ে দ্বীনের বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ি (মৃ-২০৪ হি.)

والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكرَه يخاف خوفاً عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه.

(الأم للشافعي، الإقرار، الإكراه وما في معناه ٤/٤٩٦).

"ইকরাহ' হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বাদশাহ, দস্যু বা এদের থেকে পরাভূতকারী এমন কারো হাতে পড়া যার থেকে পরিত্রাণের সক্ষমতা তার নেই। এবং 'মুকরাহ' বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি এই আশঙ্কা করছে যে, যদি সে আদিষ্ট কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার বা তার চেয়েও অধিক অথবা তার আত্মা হরণ করা হবে।" (আলউম্ম ৪/৪৯৬)।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ-২৪১ হি.)

فصل- الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به، والثانية: أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى ينال بعذاب، وإذ ثبت جواز التقية فالأفضل ألا يفعل. (زاد المسير لابن الجوزي، سورة النحل – الآية ١٠٦ – ٤/٤٩٦).

"কুফরি কথার উপর 'ইকরাহ' সেটি উচ্চারণ করার বৈধতা প্রদান করে। এই বৈধতা প্রদানকারী 'ইকরাহ'র ব্যাপারে ইমাম আহমাদ থেকে দু'টি বর্ণনা আছে। একটি হচ্ছে, আদিষ্ট কাজটি না করলে সে তার জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা করছে। দ্বিতীয় বর্ণনা হচ্ছে, কষ্ট দেয়ার পূর্বে শুধুমাত্র ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে 'ইকরাহ' সাব্যস্ত হবে না। আর যেহেতু 'তাকিয়্যা' মুখে একটি বলে অন্তরে আরেকটি উদ্দেশ্য নেয়ার বৈধতা প্রমাণিত, তাহলে আদিষ্ট কাজটি না করাই উত্তম।" (যাদুল মাসির ৪/৪৯৬, সুরা নাহল, আয়াত ১০৬)।

আবু বকর আলজাসসাস আলহানাফি (মৃ-৩৭০ হি.)

قال أبو بكر: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله، فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافراً. (أحكام القرآن للجصاص، سورة النحل، باب الاستعاذة ٥/١٣).

"আবু বকর আলজাসসাস বলেন, 'ইকরাহ' অবস্থায় কুফরি কথা প্রকাশের বৈধতার পক্ষে এই আয়াতটি দলিল। আর এটির বৈধতা প্রদানকারী 'ইকরাহ' হচ্ছে, আদিষ্ট কাজটি না করলে জীবননাশ বা কোনো অঙ্গহানীর আশঙ্কা করা। এ অবস্থায় কুফরি কথা প্রকাশ করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে কুফরি কথা উচ্চারণ করার সময় যদি কুফরি নয় এমন আরেকটি উদ্দেশ্য মনে আসে, তাহলে সেটি উদ্দেশ্য নেবে। মনে আসা সত্ত্বেও যদি সে তা না করে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে.।" (আহকামুল কুরআন ৫/১৩)।

আলাউদ্দিন কাসানি আলহানাফি (মৃ-৫৮৭ হি.)

(كتاب الإكراه)..... وفي الشرع عبارة عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد مع وجود شرائطها التي نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

فصل- وأما بيان أنواع الإكراه فنقول: إنه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً، كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر.......... وهذا النوع يسمى إكراهاً تاماً، ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار، وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف......... وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراهاً ناقصاً.

فصل- وأما شرائط الإكراه فنوعان: نوع يرجع إلى المكرِه، ونوع يرجع إلى المكرَه. أما الذي يرجع إلى المكرِه، فهو أن يكون قادراً على تحقيق ما أوعد، لأن الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة............. وأما النوع الذي يرجع إلى المكرَه، فهو أن يقع في غالب رأيه وأكثر ظنه أنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد به، لأن غالب الرأي حجة خصوصاً عند تعذر الوصول إلى التعين، حتى إنه لو كان في أكثر رأي المكرَه أن المكرِه لا يحقق ما أوعده لا يثبت حكم الإكراه شرعاً...............

وأما النوع الذي هو مرخص، فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، إذا كان الإكراه تاماً، وهو محرم في نفسه مع ثبوت الرخصة، فأثر بالرخصة في تغير حكم الفعل وهو المؤاخذة لا في تغير وصفه وهو الحرمة، لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكانت الحرمة قائمة إلا أنه سقطت المؤاخذة لعذر الإكراه. (بدائع الصنائع للكاساني ٧/١٧٥، ١٧٦).

“(কিতাবুল ইকরাহ)..... শরিআতের পরিভাষায় ‘ইকরাহ’ বলা হয়, ভীতিপ্রদর্শন ও হুমকিপ্রদানের মাধ্যমে কোনো কাজ করতে বলা, সঙ্গে ওই সকল শর্তও প্রযোজ্য যা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

‘ইকরাহ’র প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা বলবো যে, ‘ইকরাহ’ দু’প্রকার। একটি হচ্ছে, যা স্বভাবত বাধ্যতাকে আবশ্যকীয় করে। যেমন, হত্যা, কর্তন বা এমন প্রহার যার কারণে জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা করা হয়, চাই প্রহারের পরিমাণ কম হোক বা বেশি।..... এই প্রকারটিকে ‘ইকরাহে তাম’ পূর্ণমাত্রার জবরদস্তি বলা হয়। আরেকটি প্রকার যা বাধ্যতাকে আবশ্যকীয় করে না। যেমন, গ্রেফতারি, বন্দিকরণ এবং এমন প্রহার যাতে অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকে না।..... এটিকে ‘ইকরাহে নাকেস’ স্বল্পমাত্রার জবরদস্তি বলা হয়।

‘ইকরাহ’র শর্তাবলী দু’প্রকার। একটি প্রকার যা ‘মুকরিহ’ বলপ্রয়োগকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর অপরটি বলপ্রয়োগকৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ‘মুকরিহ’ বলপ্রয়োগকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্ত হচ্ছে, সে যে হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া। কেননা শক্তির উপস্থিতি ব্যতীত ‘যরুরাত’ ঠেকায় পড়া অবস্থা পরিগণিত হয় না।..... আর ‘মুকরাহ’ বলপ্রয়োগকৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্ত হচ্ছে, তার প্রবলধারণা হতে হবে যে, আহ্বানকৃত বিষয়ে যদি সে সাড়া না দেয় তাহলে প্রদান করা হুমকি সে বাস্তবায়ন করবে। কেননা প্রবলধারণা এটি দলিল, বিশেষকরে যখন নির্দিষ্টকরণ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয় না। সুতরাং ‘মুকরাহ’র যদি প্রবলধারণা হয় যে, ‘মুকরিহ’ যে হুমকি দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করবে না, তাহলে শরিআতের দৃষ্টিতে তা ‘ইকরাহ’ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।...............

আর শরিআত যে প্রকারের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে তা হচ্ছে, 'ইকরাহে তাম' পূর্ণমাত্রার জবরদস্তির সময় ঈমানের উপর অন্তরকে স্থির রেখে মুখে কুফরি শব্দ উচ্চারণ করা। তা মূলত হারাম, তবে ছাড়ও প্রমাণিত। সুতরাং ছাড়ের প্রভাব পড়বে কাজের হুকুম পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না। হারাম হওয়ার যে বিশেষণ ছিলো তা পরিবর্তন হবে না। কেননা কুফরি কথা কোনো অবস্থাতেই বৈধতাকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই তা হারাম হওয়া যথারীতিই অবশিষ্ট থাকবে, তবে অপরাধী হওয়াটা 'ইকরাহ'র ওযরের কারণে বাদ যাবে।" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৭৫, ১৭৬)।

ফখরুদ্দিন রাযি আশশাফেয়ি (মৃ-৬০৬ হি.)

المسألة الرابعة: يجب ههنا بيان الإكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر، وهو أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل، ومثل الضرب الشديد والإيلامات القوية. (التفسير الكبير للرازي، سورة النحل -الآية ١٠٦- ١٢٣/٢٠).

"চতুর্থ মাসআলা: যে 'ইকরাহ'র কারণে কুফরি কথা উচ্চারণ করা জায়েয, এখানে সেটির আলোচনা করা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, কাউকে এমন শাস্তি দেয়া যা সহ্য করা তার জন্য অসম্ভব। যেমন, হত্যা, কঠিন প্রহার এবং অস্বাভাবিক যন্ত্রণার ধমকি দেয়া।" (আততাফসিরুল কাবির ২০/১২৩, সুরা নাহল, আয়াত ১০৬)।

ইবনে তাইমিয়া আলহাম্বলি (মৃ-৭২৮ হি.)

وقال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراهاً. (الفتاوى الكبرى لابن تيمية، كتاب الطلاق ٤٩٠/٥).

“আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া বলেন, আমি মাযহাবের কিতাবাদিতে এই মাসআলা গবেষণা করে দেখলাম যে, ‘মুকরাহ’ বলপ্রয়োগকৃতের অবস্থাভেদে ‘ইকরাহ’র হুকুম বিভিন্ন হবে। ‘হিবা’ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ‘ইকরাহ’ কুফরি কথার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ‘ইকরাহ’র মতো নয়। কেননা ইমাম আহমাদ একাধিক স্থানে এ কথা বলেছেন যে, প্রহার বা বন্দিকরণের মাধ্যমে শাস্তিপ্রদান করলে কুফরের ক্ষেত্রে ‘ইকরাহ’ সাব্যস্ত হবে। শুধুমাত্র মুখের ধমকি ‘ইকরাহ’ হতে পারে না।” (আলফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৯০)।

ফখরুদ্দিন যাইলায়ি আলহানাফি (মৃ-৭৪৩ হি.)

والإكراه نوعان ملجئ وغير ملجئ، فالملجئ هو الكامل، وهو أن يكرهه بما يخاف على نفسه أو على تلف عضو من أعضائه، فإنه يعدم الرضا ويوجب الإلجاء ويفسد الاختيار. وغير الملجئ قاصر، وهو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب الشديد أو القيد أو الحبس، فإنه يعدم الرضا ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاختيار. (تبيين الحقائق للفخر الزيلعي، كتاب الإكراه ٥/١٨١).

“ইকরাহ’ দু’প্রকার; ‘মুলজি’ যা বাধ্যতাকে প্রমাণ করে, অপরটি ‘গাইরে মুলজি’ যা বাধ্যতাকে প্রমাণ করে না। ‘মুলজি’ হচ্ছে ‘ইকরাহে কামেল’ পূর্ণমাত্রার জবরদস্তি। আর তা হচ্ছে, এমন শাস্তি দিয়ে বাধ্য করা যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কাবোধ করে। কেননা এমতাবস্থায় তার সন্তুষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়, বাধ্যতা প্রমাণিত হয় এবং ইচ্ছাশক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর ‘গাইরে মুলজি’ হচ্ছে ‘ইকরাহে কাসের’ স্বল্পমাত্রার জবরদস্তি। আর তা হচ্ছে, এমন শাস্তি দিয়ে বাধ্য করা যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কাবোধ করে না। যেমন, কঠিন প্রহার, বন্দিকরণ ও গ্রেফতারির মাধ্যমে জবরদস্তি করা। কেননা এতে যদিও সন্তুষ্টি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু বাধ্যতা প্রমাণিত হয় না এবং ইচ্ছাশক্তি বাতিল হয় না।” (তাবয়িনুল হাকায়েক ৫/১৮১)।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি আশশাফেয়ি (মৃ-৮৫২ হি.)

قوله: كتاب الإكراه– هو إلزام الغير بما لا يريده. وشروط الإكراه أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار، الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، الثالث: أن يكون ماهدده به فورياً، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد مكرَهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً، أو جرت العادة بأنه لا يخلف، الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. (فتح الباري للعسقلاني ٢٢/٢٧٩).

“কিতাবুল ইকরাহ- ‘ইকরাহ’ বলা হয়, অন্যের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া যা সে চাচ্ছে না। ‘ইকরাহ’ সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত চারটি; এক. ‘মুকরিহ’ বলপ্রয়োগকারী যেটির হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া এবং ‘মুকরাহ’ বলপ্রয়োগকৃত তা প্রতিহত করতে অক্ষম হওয়া, চাই তা পলায়ন করার মাধ্যমেই হোক না কেনো। দুই. ‘মুকরাহ’র প্রবলধারণা হওয়া যে, যদি সে তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে ‘মুকরিহ’ প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন করবে। তিন. যে হুমকি দিচ্ছে তা তাৎক্ষণিক হতে হবে। যদি এমনটি বলে, তুমি যদি এ কাজ না করো তোমাকে আগামীকাল মারবো, তাহলে এটি ‘ইকরাহ’ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তবে এর ব্যতিক্রম হবে; যদি খুবই নিকটবর্তী সময়ের কথা উল্লেখ করে বা সকলেই জানে সে যা বলে তার ব্যতিক্রম করে না। চার. আদিষ্ট ব্যক্তির স্বেচ্ছায় করার কোনো প্রমাণ প্রকাশ হতে পারবে না।” (ফাতহুল বারি ২২/২৭৯)।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি আলহানাফি (মৃ-১৩৫২ হি.)

وجملة الكلام فيه، أن الإكراه عندنا لا يتم إلا بتهديد إيقاع الفعل المهدد به على ذاته، أو أطرافه، أو القريب من أقاربه، فإن سابه أو هدده بإيقاع الفعل على غيره، لا يكون مكرَهاً. (فيض الباري للكشميري، كتاب الإكراه ٦/٤٠٩).

“মোটকথা, আমাদের মতে নিজের, নিজের অঙ্গের বা কোনো নিকটাত্মীয়ের উপর প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন হওয়ার ধমক আসা

পর্যন্ত 'ইকরাহ' সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যদি তাকে গালি দেয় বা অন্যের উপর হুমকি বাস্তবায়ন করার ধমক দেয়, তাহলে সে 'মুকরাহ' বলপ্রয়োগকৃত সাব্যস্ত হবে না।" (ফায়যুল বারি ৬/৪০৯)।

অত্যাশ্চর্যজনক 'ইকরাহ'র চিত্র

দ্বিতীয়ত: এটি কি পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্যজনক 'ইকরাহ'র চিত্র নয়? যে 'ইকরাহ'র স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রত্যেকে নিজের ও অন্যের জান-মাল, মেধা-সময়, ইজ্জত-আবরু এবং সর্বশেষ ঈমানটাও কুরবান করে দিতে প্রস্তুত। 'মুকরাহ-অপারগদের দুআ তো কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে- ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها। আর মুহতারাম আহলে ইলমগণ যাদের ব্যাপারে 'মুকরাহ' হওয়ার দাবি করছেন; তাদের দাবি ও 'মুকরাহ'দের অবস্থাদৃষ্টের দুআ তো হচ্ছে- ربنا (الديمقراطية)! ثَبِّتْنا على هذه الرتبة المكرَه أهلها।

আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী গবেষকগণ কি একটি জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন? একজন লোক শুধু ১০০% নয় বরং ২০০% নিশ্চিত, অমুক স্থানে গেলে তাকে 'ইকরাহ'র শিকার হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হতে হবে। তবুও স্বাচ্ছন্দ্যে লোকটি সেখানে যাওয়ার পর 'ইকরাহ'র শিকার হলে সে 'ইকরাহ' কি 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে?

এই 'ইকরাহ'র দাবির দৃশ্যটি কি এমন নয়? একজন লোক স্বেচ্ছায় গলায় রশি পেঁচিয়ে শূন্যে ঝুলে পড়েছে। নিচ থেকে এক পথিক আফসোস করে বললো, হায়! লোকটি আত্মহত্যার মতো একটি জঘন্যতম পাপাচারে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠলো, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে কথা বলা উচিত। পাপ হবে কেনো? তার প্রাণ নিচ্ছে ওই রশিটা, সে তো এখন অপারগ।

এটি ولكن من شرح بالكفر صدراً এর অন্তর্ভুক্ত

তৃতীয়ত: শাসক শ্রেণির কোনো আচরণে কি বুঝা যায় যে তারা إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان এর অন্তর্ভুক্ত? নাকি তার বিপরীতে তাদের কথা-

কাজ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, তারা ولكن من شرح بالكفر صدراً এর অন্তর্ভুক্ত। কুফরি সংবিধান বাস্তবায়নে কার কতো বেশি অর্জন, কে কতো বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করে চলছে, বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের তালিকায় কে কতো নম্বর স্থান অধিকার করেছে, কে বিশ্বের পরাশক্তিকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিতে পেরেছে, কোনো চাপের মুখে কাজ করছে না বলে কে কতো বেশি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারছে, কোন সরকারের আমলে বিচার বিভাগ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে; এ সকল বিষয় যখন জনসম্মুখে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই বলা হচ্ছে এবং দম্ভভরে বুক ফুলিয়ে বলা হচ্ছে, তখন তাদের ব্যাপারে 'মুকরাহ' হওয়ার দাবি করে তাদেরকে বাঁচাতে চাই নাকি আমরা বাঁচতে চাই। এটি কি صرف الكلام إلى ما لا يرضى به المتكلم হয়ে যাচ্ছে না?

তারপরও তাদেরকে বাঁচাতে যদি কেউ বলে, তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে জাগতিক স্বার্থোদ্ধারে এমনটি করছে। তখন তাকে বলতে হয়; হাঁ! এ সকল লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. **ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.** أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. (سورة النحل، الآية ١٠٦-١٠٩).

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ওই ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরি করতে), অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। **এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।** এরাই তারা, যাদের অন্তর, কান ও দৃষ্টির উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। (সুরা নাহল ১০৬-১০৯)।

সপ্তম সংশয়ঃ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

মুহতারাম আহলে ইলমঃ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সবকিছু প্রমাণিত হলে তাকে কাফের বলা যাবে। গড়ে সবাইকে তো আর কাফের বলা যাবে না।

উসুলে ফাতওয়া কী বলে?

অতি জযবাতিঃ এক্ষেত্রে উসুলে ফাতওয়া কী বলে? কোনো কুফরি মতবাদ যখন একটি মতবাদরূপে ব্যাপক হয়ে যায়, তখন ফাতওয়া কি ব্যক্তিবিশেষের উপর হয় নাকি উসুলিভাবে ওই মতবাদের উপর হয়ে থাকে? যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি এক্ষেত্রে কীরূপ ছিলো? কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে যখন উলামায়ে কেরাম কাফের হিসেবে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, তখন কি ব্যক্তি ব্যক্তি ধরে ফাতওয়া দিয়েছিলেন নাকি গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির কুফরি মতবাদের ভিত্তিতে পুরো সম্প্রদায়কে কাফের বলা হয়েছিলো? তেমনিভাবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মতিক্রমে শিয়া নুসাইরি, আলাবি, আগাখানি ও ইসমাঈলি সম্প্রদায়কে যে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা কি ব্যক্তিবিশেষের ভিত্তিতে হয়েছিলো নাকি মতবাদের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে হয়েছিলো? মওদুদি মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় পুরো জামায়াতে ইসলামি দলকে কি গোমরাহ বলা হচ্ছে না? প্রতিটি ক্ষেত্রে কি এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে না যারা মূল হুকুমের আওতাভুক্ত নয়?

যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি থেকে এটাই স্পষ্ট যে, এ সকল ক্ষেত্রে ফাতওয়া হয় মতবাদের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষ শরয়ি দলিলের আলোকে বিশেষ ওযরের কারণে মূল হুকুমের আওতাভুক্ত নাও থাকতে পারে। তা হবে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ওযর প্রমাণিত হওয়ার পর।

ঝুঁকিমুক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে এই উসুলের উপরই এখনও আমল চলছে। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ মাসআলায় স্বীকৃত উসুলটিকে বিপরীত দিক থেকে বাস্তবায়নের জন্য কেনো বলা হচ্ছে তা মুহতারাম আহলে ইলমগণই ভালো বলতে পারবেন। অতি জযবাতি তরুণদের এটি বুঝে না আসাই স্বাভাবিক

অষ্টম সংশয়: জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে কী বলা হবে?

মুহতারাম আহলে ইলম: তাহলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে কী বলা হবে?

অতি জযবাতি: এই প্রশ্ন পড়ে পাঠক কী পরিমাণ হতবাক হচ্ছেন তা অনুমান করতে পারছি না। তবে এ পর্যায়ের ইলমি লোকদের মুখে এমন প্রশ্ন শুনে অতি জযবাতি তরুণরা অস্বাভাবিক আহত হয়েছে। যেখানে মাসআলার আলোচনা চলছে দলিলের আলোকে ঈমান-কুফর বিষয়ে, আর সেখানে সংশয় পেশ করা হচ্ছে এক ব্যক্তিবিশেষ দিয়ে। এখানে এসেই সন্দেহ হয়, আমরা কি বাস্তবেই দলিলকে মাপকাঠি বানিয়ে মাসআলার সমাধান করতে চাই নাকি আমাদের পেরেশানি ব্যক্তিবিশেষ নিয়ে? দলিলের আলোকে জিয়াউর রহমানের কুফর প্রমাণিত হলে দ্বীনের কতো বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে বলে মুহতারাম আহলে ইলমগণ মনে করেন?

মুজিব-জিয়া-এরশাদ-হাসিনা-খালেদা; কী পার্থক্য?

দ্বিতীয়ত: এক্ষেত্রে মুজিব-জিয়া-এরশাদ-হাসিনা-খালেদা; কী পার্থক্য? প্রত্যেকেই তো খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। বরং কিছু কিছু কপট পোশাকধারী গণতান্ত্রিকের বাড়তি 'ইলহাদ' হচ্ছে, 'আল্লাহর আইন চাই' শ্লোগানের আড়ালে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল কুফরি মতবাদ, দর্শন ও আইন-কানুনকে ইসলামি পোশাক পরানোর চেষ্টা করা। যেক্ষেত্রে আমাদের কেউ কেউ এখন তাদেরকেও ফেল করে চলছেন।

তুলনামূলক ভালো দিয়ে দ্বীন ইসলামের কী লাভ?

তৃতীয়ত: তুলনামূলক ভালো দিয়ে দ্বীন ইসলামের কী লাভ? ফেরাউন ভালো ছিলো নাকি নমরুদ, শ্যারন নাকি নেতানিয়াহু, বুশ-ওবামা-ট্রাম্প থেকে কে ভালো? এ সকল তুলনামূলক ভালোর সঙ্গে আলোচ্য মাসআলার কী সম্পর্ক?

জিয়াউর রহমানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি-

চতুর্থতঃ জিয়াউর রহমানের একটি বক্তব্য মুহতারাম আহলে ইলমগণ লক্ষ্য করতে পারেন-

জিয়াউর রহমানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি-

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি কর্মশালা উদ্বোধনকালে তিনি দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, **কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মকে ভিত্তি করে হতে পারে না।** একটা অবদান থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে কখনই রাজনীতি করা যেতে পারে না। অতীতে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সময়ে যখনই রাজনীতি করা হয়েছিলো সেটা বিফল হয়েছে। কারণ ধর্ম ধর্মই। আমাদের অনেকে আছে যারা আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, রাজনীতির রূপরেখা বানাতে চেষ্টা করেন। আমরা বারবার দেখেছি তারা বিফল হয়েছে। ধর্মের অবদান থাকতে পারে রাজনীতিতে, কিন্তু রাজনৈতিক দল ধর্মকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। এটা মনে রাখবেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। (জিয়াউর রহমান উইকিপিডিয়া)।

এছাড়াও এদেশে মদের বৈধতা কে দিয়েছিলো তা আশা করি মুহতারাম আহলে ইলমদের জানা আছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে' কথাটি যোগ করলেই কি অন্যান্য সকল কুফর মাফ হয়ে যাবে! যদি মেনেও নেয়া হয়, তাহলে বর্তমানে যারা 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে' কথাটিকে তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে, তাদের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের কী সিদ্ধান্ত?

নবম সংশয়ঃ এটি একটি 'শায' রায়

মুহতারাম আহলে ইলমঃ তবুও এটি একটি 'শায' রায়। জুমহুরের মতামত এর বিপরীত।

'জুমহুর' ও 'শায' নির্ধারণের মাপকাঠি কী?

অতি জযবাতিঃ 'জুমহুর' ও 'শায' নির্ধারণের মাপকাঠি কী? সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 'শুযুয' এবং দলিলবিহীন 'জুমহুর' প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি কী? নাকি এটিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে? 'খালকে কুরআনের মাসআলা'য় ইমাম আহমাদ 'জুমহুর' ছিলেন নাকি 'শায'? বাস্তব অবস্থা কী ছিলো? ইবনে আবি দুআদ কি খলিফা মু'তাসিমকে একথা বলেনি; হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি মনে করেন, আপনি, আপনার বিচারকরা এবং সকল মুফতি বাতিলের উপর আছে আর এক আহমাদ ইবনে হাম্বলই হকের উপর আছে? একই মাসআলায় ইমাম বুখারি 'শায' ছিলেন নাকি 'জুমহুর'? নিজ আসাতিযায়ে কেরাম ও সমসাময়িকদের বিশাল কাফেলার বিরোধিতার ফলে ইমাম বুখারির অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়নি যে তাঁকে দুআ করতে হয়েছে- اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك। কিন্তু হকের উপর কে ছিলেন? ফকিহুন নফস রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির নিকট যখন তাঁর শায়খের দিকে নিসবত করে লেখা রিসালা 'ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা' পৌঁছালো, তিনি তা জ্বালিয়ে দিলেন আর লোকেরা তার বিরুদ্ধে শোরগোল-হাঙ্গামা করলো, (দেখুনঃ তাযকিরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ পৃঃ ১৪৭) তখন তিনি 'শায' ছিলেন নাকি 'জুমহুর'? হকের উপর কে ছিলেন? মূলত তাঁরাই ছিলেন 'জুমহুর' আর অধিকাংশ ছিলো 'শায'। ইতিহাসের পাতায় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকটি উল্লেখ করলাম।

'জুমহুর' ও 'জামাআহ'র ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীগণ

এগুলো ছিলো বাস্তবতা যা ঘটেছে। এবার আমরা দেখবো সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীগণ 'জুমহুর' ও 'জামাআহ' থেকে কী বুঝেছেন-

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. (মৃ-৩২ হি.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর বক্তব্যটি আমার তালাশ অনুযায়ী তিনজন ইমাম নিজস্ব সনদে শব্দের কিছুটা পরিবর্তনে উল্লেখ করেছেন। আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ আললালাকায়ি (মৃ-৪১৮ হি.), খতিবে বাগদাদি (মৃ-৪৬৩ হি.) এবং আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (মৃ-৫৭১ হি.)। পূর্ণতার কারণে হাফেয ইবনে আসাকিরের শব্দে বক্তব্যটি উল্লেখ করা হচ্ছে।

عن عمرو بن ميمون الأودي قال: صحبت معاذاً باليمن، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ويرغب في الجماعة، ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهو الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة، قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثوا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، **تدري ما الجماعة؟ قال: قلت: لا! قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. وفي رواية: الجماعة ما وافق طاعة وإن كنت وحدك. وفي رواية: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، إن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل.**
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١/١٢١، رقم الحديث: ١٦٠، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٤٠٤، الرقم: ١١٧٦، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤٦/٤٠٩-٤١٠).

“আমর ইবনে মাইমুন আলআউদি বলেন, ইয়ামেনে আমি মুআযের সংশ্রব গ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তীতে সিরিয়ায় তাঁকে কবরে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। অতঃপর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সংশ্রব গ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে

শুনেছি, তোমরা 'জামাআহ'কে আঁকড়ে ধরো, কেননা 'জামাআহ'র উপর আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। এবং তিনি 'জামাআহ'র ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর তাঁকে একদিন বলতে শুনলাম, তোমাদের উপর এমন কিছু আমির নিযুক্ত হবে যারা নামাযকে আপন সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করবে। তোমরা সময়মতো ফরয নামায আদায় করে নাও, অতঃপর তাদের সঙ্গে নফল হিসেবে নামায আদায় করো। আমর ইবনে মাইমুন বলেন, আমি বললাম, হে মুহাম্মাদের সাহাবিরা! বুঝতে পারছি না তাঁরা কী বলতে চায়? ইবনে মাসউদ বললেন, কেনো, কী হয়েছে? আমি বললাম, আপনি আমাকে 'জামাআহ'র ব্যাপারে আদেশ দিলেন এবং তা আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করলেন, অতঃপর আপনিই আমাকে বলছেন, ফরয নামায একাকী আদায় করে জামাআতের সঙ্গে নফল হিসেবে নামায আদায় করতে। ইবনে মাসউদ বললেন, হে আমর ইবনে মাইমুন! আমি তো তোমাকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ফকিহ হিসেবে ধারণা করেছিলাম। **তুমি কি জানো 'জামাআহ' কী? আমি বললাম, না! তিনি বললেন, অধিকাংশ 'জামাআহ' হচ্ছে যারা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'জামাআহ' হচ্ছে যা 'হক' অনুযায়ী হয়, যদিও তুমি একাকী হও। অন্য বর্ণনায় আছে, 'জামাআহ' হচ্ছে যা আনুগত্যের অনুযায়ী, যদিও তুমি একাকী হও। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার রানের উপর তিনি হাত মারলেন এবং বললেন, তোমার জন্য আফসোস; মানুষদের মধ্যে 'জুমহুর' তো হচ্ছে, যারা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী যা হবে, তাই হচ্ছে 'জামাআহ'।"** (শরহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়ালজামাআহ ১/১২১, হাদিস নং ১৬০, আলফকিহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/৪০৪, নং ১১৭৬, তারিখে দিমাশক ৪৬/৪০৯-৪১০)।

ইবরাহিম নাখায়ি (মৃ-৯৬ হি.)

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا أبو علي الحسن ابن إسحاق بن يزيد العطار بغدادي، نا عمر يعني ابن شبيب المسلي، نا عثمان بن ثوبان عن أبيه، قال: قال إبراهيم النخعي: **الجماعة هو الحق وإن كنت وحدك.** (الفقيه والمتفقه ٢/٤٠٤، الرقم: ١١٧٧).

"ইবরাহিম নাখায়ি বলেন, 'হক'ই হচ্ছে 'জামাআহ', যদিও তুমি একাকী হও।" (আলফকিহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/৪০৪, নং ১১৭৭)।

নুআইম ইবনে হাম্মাদ (মৃ-২২৮ হি.)

قال ابن عساكر: قال: وأنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله السديدي البيهقي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخُسْرَوْجِرْدي، نا داود بن الحسين البيهقي، نا حميد بن زنجوية، قال قال نعيم بن حماد في هذا الحديث (حديث ابن مسعود المذكور): يعني **إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ**. (تاريخ مدينة دمشق ٤٠٩/٤٦، تهذيب الكمال للمزي ٢٦٥/٢٢).

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় নুআইম ইবনে হাম্মাদ বলেন, **জামাআতে যখন ফাসাদ এসে যায়, তখন তুমি ফাসাদ আসার পূর্বে জামাআত যে আদর্শের উপর ছিলো সেটিকে আঁকড়ে ধরো, যদিও তুমি একাকী হও। কেনো তখন তুমিই 'জামাআহ'।"** (তারিখে দিমাশক ৪৬/৪০৯, তাহযিবুল কামাল ২২/২৬৫)।

আবু শামা আলমাকদেসি (মৃ-৬৬৫ হি.)

قال الإمام أبو شامة المقدسي: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة **فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كثيراً**، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. (الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي صـ١٩).

"আবু শামা আলমাকদেসি বলেন, 'জামাআহ' আঁকড়ে ধরার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, **তা দ্বারা উদ্দেশ্য 'হক' আঁকড়ে ধরা ও তার অনুসরণ করা। যদিও সত্যের অনুসারী কম হয় এবং বিরোধীদের সংখ্যা অধিক হয়।** কেননা 'হক' তো হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রথমদিকের 'জামাআহ'

যে আদর্শের উপর ছিলো। পরবর্তীতে বাতিলের আধিক্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।" (আলবায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ে ওয়ালহাওয়াদেস পৃ: ১৯)।

ইবনুল কাইয়িম (মৃ-৭৫১ হি.)

قال الحافظ ابن القيم: -العالم صاحب الحق- واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض (ثم ذكر كلام ابن مسعود ونعيم بن حماد، ثم قال:) وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عياراً على السنة، وجعلوا السنة بدعة، والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحداً منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً؛ فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين! أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} [الأحزاب: ٢٣] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (إعلام الموقعين لابن القيم ٥/٣٨٨).

“হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, -হকের পতাকাবাহী আলেম- জেনে রাখা উচিত, ‘ইজমা’, ‘হুজ্জাহ’ ও ‘সাওয়াদে আ’যাম’ বড়ো জামাআত সবই হচ্ছে মূলত হকের পতাকাবাহী আলেম, যদিও সে একাকী হয় এবং দুনিয়াবাসী তার বিরোধিতা করে। (অতঃপর তিনি ইবনে মাসউদ রাযি. ও নুয়াইম ইবনে হাম্মাদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন) কোনো এক ইমামুল হাদিসকে বড়ো জামাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি জানো বড়ো জামাআত কী? তা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম আততুসি ও তার সঙ্গীরা। মতভেদ সৃষ্টিকারীরা বিকৃতি সাধন করে অধিকাংশকে ‘সাওয়াদে আ’যাম’, ‘হুজ্জাহ’ ও ‘জামাআহ’ আখ্যা দিয়েছে। বিভিন্ন যুগে ও অঞ্চলে ‘সাওয়াদে আ’যাম’র অনুসারীর স্বল্পতা ও একাকীত্বের কারণে ‘সুন্নাহর’ মোকাবেলায় অধিকাংশকে মানদণ্ড বানিয়ে সুন্নাতকে বিদআত এবং স্বীকৃতকে অস্বীকৃত আখ্যা দিয়েছে। আরো দলিল দিচ্ছে, যে একাকী হবে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে একাকী রাখবেন। এই মতভেদ সৃষ্টিকারীরা জানে না যে, যা হকের বিপরীত তাই মূলত ‘শায’ বিচ্ছিন্ন। যদিও একজন ব্যতীত সকলেই সেটির উপর থাকে, তাহলেও তারা সকলেই ‘শায’। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সময়ে কিছু সংখ্যক ব্যতীত সকলেই ‘শায’ ছিলো, আর কিছু সংখ্যক ছিলেন ‘জামাআহ’। ওই সময়ের বিচারকমণ্ডলী, মুফতিরা, খলিফা ও তার অনুসারীরা সকলেই ছিলো ‘শায’, আর ইমাম আহমাদ একাই ছিলেন ‘জামাআহ’। লোকদের মেধা যখন তা অনুধাবন করতে পারলো না, তখন তারা খলিফাকে বললো, হে আমিরুল মুমিনিন! এটি কী করে সম্ভব যে, আপনি, আপনার বিচারক, আপনার গভর্নর এবং ফকিহ ও মুফতি সকলেই বাতিলের উপর রয়েছে আর এক আহমাদই শুধু হকের উপর আছে? খলিফার জ্ঞানে তা সঙ্কুলান হয়নি; তাই সে দীর্ঘ সময় তাঁকে বন্দি রেখে ছড়ির আঘাত ও শাস্তি দিতে লাগলো। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। গত রাত্রির সঙ্গে আজ রাতের কতোইনা সাদৃশ্যতা। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করা পর্যন্ত এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রশস্ত পথ। এটির উপরই তাদের পূর্ববর্তীরা অতিবাহিত হয়েছে এবং পরবর্তীরা তার অপেক্ষা করছে। ‘মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে,

আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি।' (সুরা আহযাব, ২৩)। 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়িল আযিম'।" (ই'লামুল মুআক্কিয়িন ৫/৩৮৮)।

হাফেয ইবনে কাসির (মৃ-৭৭৪ হি.)

قال الحافظ ابن كثير: وفي بعض الروايات "عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله"، فأهل الحق هم أكثر الأمة، ولا سيما في الصدر الزمان الأول، ولا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة، **وأما في الأعصار المتأخرة فقد يجتمع الجمع الغفير على بدعة.** (النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، لا تجتمع الأمة على ضلالة ٢/٢٥).

"হাফেয ইবনে কাসির বলেন, কোনো কোনো বর্ণনায় আছে 'তোমরা হক ও হকের অনুসারী বড়ো জামাআতকে আঁকড়ে ধরো'। তো উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হলো আহলে হক, বিশেষকরে প্রথম যুগে। সে যুগে কাউকে বিদআতের উপর পাওয়াই দুষ্কর ছিলো। **কিন্তু পরবর্তী যুগে এসে এমন হচ্ছে যে, বড়ো জামাআতও কখনো বিদআতের উপর একত্রিত হয়ে যায়।** (আননিহায়া ফিল ফিতানি ওয়ালমালাহিম ২/২৫)।

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. ও হাসান বসরির বক্তব্য

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. কর্তৃক ইবনে আব্বাস রাযি.কে উদ্দেশ্য করে লেখা জবাবি চিঠির কথা ও হাসান বসরি রহ. এর বক্তব্যও আমরা দেখতে পারি।

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. (মৃ-৪০ হি.)

قال الخطيب البغدادي: أخبرني علي بن أبي علي البصري، أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن همام الشيباني، حدثني أحمد بن محمد الخوارزمي بأرمية، نا بقية، نا أبو حاتم الرازي، نا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني أبو حفص الماعوني، عن عبد الله بن لهيعة قال: كتب ابن عباس إلى علي يستحثه، فكتب إليه علي مجيباً: إنه ينبغي لك أن يكون أول عملك بما أنت فيه، البصر هداية الطريق، **ولا تستوحش لقلة أهلها، فإن**

إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين، لم يستوحش مع الله في طريق الهداية إذ قل أهلها، ولم يأنس بغير الله. (الفقيه والمتفقه ٢/٤٠٥، الرقم: ١١٧٨).

“আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ বলেন, আব্বাস রাযি. অনুপ্রেরণা যোগাতে আলি রাযি. -এর নিকট চিঠি লিখলেন। আলি রাযি. উত্তরে লিখে পাঠালেন; তোমার জন্য তোমার প্রথম কাজ তোমার অবস্থান অনুযায়ী হওয়া উচিত, তথা সঠিক রাস্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। সংখ্যার স্বল্পতার কারণে কখনো ভীত হয়ো না। কেননা ইবরাহিম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। **সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি সঠিক পথে আল্লাহর সঙ্গে থাকতে ভীত হননি এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেননি।**” (আলফকিহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/৪০৫, নং ১১৭৮)।

হাসান বসরি (মৃ-১১০ হি.)

قال أبو شامة المقدسي: قال الدرامي: أخبرنا الحسين بن منصور، حدثنا أبو أسامة، عن مبارك، عن الحسن رحمه الله تعالى قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، **فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.** (الباعث على إنكار البدع والحوادث صـــ١٣).

“হাসান রহ. বলেন, আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই তাঁর কসম করে বলছি, তোমাদের সুন্নাত-অনুমোদিত পথ হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝে। তোমরা সেটিকেই আঁকড়ে ধরো, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন! **কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সবসময় সংখ্যায় কমই ছিলেন, যাঁরা বিলাসীদের সঙ্গে তাদের বিলাসিতায় এবং বিদআতিদের সঙ্গে তাদের বিদআতে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা প্রভুর সাক্ষাত পর্যন্ত তাঁদের সুন্নাতের উপর অবিচল ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে তোমরাও তাঁদের মতো হও।**” (আলবায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ে ওয়ালহাওয়াদেস পৃ: ১৩)।

ইলমি ময়দানের এতিম-নাবালেগদের কিছু আপত্তি

মুহতারাম আহলে ইলমদের সংশয় নিরসনের আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। তবে এক্ষেত্রে ইলমি ময়দানের এতিম-নাবালেগদের কিছু আপত্তি রয়েছে, যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা অনর্থক। তারা "لا نكفر أهل القبلة" এবং "لا يُكَفر أحد بذنب" কে অপাত্রে ব্যবহার করে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আমি কাশ্মিরি রহ. এর আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ হুবহু উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি, যা তিনি "ما المراد بأهل القبلة الذين لا يكفرون" শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। সচেতন পাঠক মূল কিতাব থেকে পুরো আলোচনাটি পড়ে নিতে পারেন।

কাশ্মিরি রহ. এর আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ

إعلم أن المراد بأهل القبلة: الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين، كحدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات، وما أشبه ذلك من المسائل المهمات، فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة، **وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة: أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته، ولم يصدر عنه شيء من موجباته.**

إن غلا فيه -أي في هواه- حتى وجب إكفاره به لا يعتبر خلافه ووفاقه أيضاً، لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لها بالعصمة وإن صلى إلى القبلة واعتقد نفسه مسلماً، **لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة، بل عن المؤمنين، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر.** ونحوه في "الكشف شرح البزدوي" من الإجماع، و"الإحكام" للآمدي من المسألة السادسة منه.

لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. كما في "شرح التحرير". "رد المختار" من الإمامة ومن جحود الوتر.

أيضاً ثم قال (أي صاحب "البحر"): والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة. إلخ. فافهم.

أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم في الشرع واشتهر، فمن أنكر شيئاً من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد، وعلم الله سبحانه بالجزئيات، وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة، ولو كان مجاهداً بالطاعات، وكذلك من باشر شيئاً من أمارات التكذيب كسجود الصنم **والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه،** فليس من أهل القبلة، **ومعنى: "عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي، ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة.** هذا ما حققه المحققون فاحفظه. (إكفار الملحدين صـ١٦-١٧).

"জেনে রাখা উচিত, 'আহলে কিবলা' দ্বারা উদ্দেশ্য যারা দ্বীনের অকাট্য-সুস্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে একমত। যেমন, পৃথিবী আধুনিক হওয়া, শরীরের হাশর-পুনরুত্থান হওয়া, সার্বিক ও আনুষঙ্গিক বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে থাকা এবং এ জাতীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল। সুতরাং কেউ পৃথিবী আদি, হাশর হবে না এবং আনুষঙ্গিক বিষয় আল্লাহর ইলমে নেই বলে বিশ্বাস রেখে জীবনভর ইবাদত ও আনুগত্যে কাটিয়ে দিলেও সে 'আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত হবে না। **আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে 'আহলে কিবলার কাউকে কাফের বলা হবে না' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কুফরের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাবে না এবং কুফরকে আবশ্যক করে এমন কোনো কিছু প্রকাশ পাবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত 'আহলে কিবলা'র কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না।**

যদি সে তার প্রবৃত্তির ব্যাপারে এ পর্যায়ের বাড়াবাড়ি করে যে, তাকে কাফের আখ্যা দেয়া আবশ্যক হয়, তাহলে তার একমত হওয়া আর দ্বিমত হওয়ারও কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা সে সংরক্ষণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও সে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। **কারণ, উম্মত তো কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করার নাম নয় বরং তা মুমিনদেরকে বলা হয়। তো সে কাফের, যদিও সে জানে না যে সে কাফের।** 'উসুলে

বাযদাবি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাশফুল আসরার' নামক কিতাবের 'ইজমা' অধ্যায়ে এবং আল্লামা আমেদির 'ইহকাম' নামক কিতাবের ষষ্ঠ নম্বর মাসআলায় এ জাতীয় আলোচনা রয়েছে।

ইসলামের অকাট্য বিধানের বিরোধীর কুফরের ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই, যদিও সে 'আহলে কিবলা' হয়ে জীবনভর আনুগত্যে কাটিয়ে দেয়। যেমনটি 'শরহুত তাহরির' কিতাবে রয়েছে। তার উদ্ধৃতিতে রদ্দুল মুহতারের 'ইমামত' ও 'জুহুদুল বিতর' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আরো উল্লেখ আছে, অতঃপর 'আলবাহরুর রায়েক'র মুসান্নিফ বলেন, মোটকথা, মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, বিরোধীদের কাউকে কাফের আখ্যা দেয়া হবে না ওই সকল ক্ষেত্রে, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত দ্বীনের অকাট্য বিধান নয়।... বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নাও।

'মুতাকাল্লিম' ইলমে কালাম বিশারদদের পরিভাষায় 'আহলে কিবলা' বলা হয়, যে 'যরুরিয়্যাতে দ্বীন' অর্থাৎ শরিআতের অকাট্য ও প্রসিদ্ধ বিষয়াদিকে সত্যায়ন করে। সুতরাং কেউ যদি তা থেকে কোনো একটিকে অস্বীকার করলো যেমন, পৃথিবী আধুনিক হওয়া, শরীরের হাশর-পুনরুত্থান হওয়া, আনুষঙ্গিক বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে থাকা এবং সালাত ও সাওম ফরয হওয়া। তাহলে সে 'আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও ইবাদত সাধনায় লিপ্ত থাকে। তেমনিভাবে কেউ যদি অস্বীকার নির্দেশক কোনো কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, যেমন, মূর্তিকে সিজদা করা, **শরিআতের কোনো বিষয়কে হেয় করা এবং তা নিয়ে রসিকতা করা**। এই লোক 'আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। **'আহলে কিবলা'কে কাফের আখ্যায়িত করা হবে না দ্বারা উদ্দেশ্য, গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং অপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম কোনো দ্বীনি বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে না**। গবেষক উলামায়ে কেরামের গবেষণার সারাংশ এটিই। সুতরাং এটি ভালোভাবে বুঝে নাও।" (ইকফারুল মুলহিদিন পৃঃ ১৬-১৭)।

ثم رأيت في"كتاب الإيمان" للحافظ ابن تيمية رحمه الله صرح به قال: **ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما تريد بها المعاصي كالزنا والشرب** إهـ. وأوضحه القونوي في "شرح العقيدة الطحاوية".

ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب، **بل يقال: إنا لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج.** ثم قال القونوي: وفي قوله: "بذنب" إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة ونحوهم، لأن ذلك لا يسمى ذنباً، والكلام في الذنب. "شرح فقه أكبر" -من بحث الإيمان- ونحوه كلام الطحاوي في "المعتصر" -من تفسير الفرقان- ومن آخر "الاقتصاد" للغزالي. (إكفار الملحدين صـــ٢٣).

"অতঃপর আমি দেখলাম, হাফেয ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'কিতাবুল ঈমানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, **আমরা যখন বলি, গোনাহের কারণে কাউকে কাফের না বলার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত একমত; তখন তা দ্বারা আহলে সুন্নাত যিনা ও মদপানের ন্যায় পাপকাজ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে।** আল্লামা কাওনাবি 'আলআকিদাতুত তাহাবিয়্যার'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে তা স্পষ্ট করেছেন।

এ কারণে 'আমরা কোনো গোনাহের কারণে কাউকে কাফের বলি না' এভাবে বলা থেকে অনেক ইমাম বিরত থেকেছেন। **বরং বলা হবে, আমরা খারেজিদের ন্যায় যেকোনো গোনাহের কারণে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করি না।** অতঃপর আল্লামা কাওনাবি বলেন, 'গোনাহ' শব্দ বলায় এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, আকিদা বিনষ্ট হলে কাফের আখ্যা দেয়া যাবে। যেমন, মুজাসসিমা ও মুশাববিহা প্রমুখদের ফাসেদ আকিদা। কেননা এটিকে 'গোনাহ' বলা হয় না, আর কথা চলছে 'গোনাহ' নিয়ে। 'শরহে ফিকহে আকবার' -ঈমানের অধ্যায়- তেমনিভাবে ইমাম তহাবির বক্তব্য রয়েছে 'আলমু'তাসার' কিতাবের সুরা ফুরকানের তাফসিরে এবং গাযালির 'আলইকতিসাদ' কিতাবের শেষদিকে এমনটি রয়েছে।" (ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ২৩)।

قال العلامة زاهد الكوثري الحنفي: وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة، فإنما هو شيطان أخرس ورد لأهل الردة. (مقالات الكوثري صـ٢٧٩).

{দুই}

العلمانية–ধর্মনিরপেক্ষতা

অতি জযবাতি তরুণ

অতি জযবাতি তরুণদের দাবি, ধর্মনিরপেক্ষতা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং 'এন্টি ইসলাম' ইসলামের মোকাবেলায় ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের হাতে তৈরি একটি মতবাদ। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মে বিশ্বাসী, তা প্রতিষ্ঠাতা ও বাস্তবায়নকারী নির্বাহী শক্তি, সেটির নীতি অনুসারী বিচারকবর্গ এবং তা রক্ষাকারী প্রশাসন কাফের-মুরতাদ।

মুহতারাম আহলে ইলম

অতি জযবাতি তরুণদের প্রথম দাবির সঙ্গে মুহতারাম আহলে ইলমদের কোনো দ্বিমত নেই। সেটি একটি কুফরি মতবাদ মেনে নেয়া সত্ত্বেও ভরা মজলিসে তাঁদের দাবি হচ্ছে- 'ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে আমরাও তো লিখেছি, কিন্তু কাউকে তো কাফের বলে দেইনি।'

অতি জযবাতি তরুণদের দলিল

প্রথম দাবি প্রমাণ করার জন্য অতি জযবাতিদের একটি শব্দও ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদ হওয়া সংক্রান্ত অত্যন্ত চমৎকার ও দলিলনির্ভর প্রবন্ধ মুহতারাম আহলে ইলমগণই লিখেছেন। সচেতন পাঠক আশা করি প্রবন্ধটি পড়ে নেবেন; (মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃঃ ০৩-১০)। আমি সেখান থেকে ছোট্ট একটি অংশ উল্লেখ করছি- 'আমি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত

করেছি এবং সেক্যুলার ব্যক্তিবর্গের কথা ও লেখা থেকে প্রমাণ করেছি যে, **ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থবোধক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হল, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যা সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বক্তব্য।'**

মুহতারাম আহলে ইলমগণ তাঁদের দ্বিতীয় দাবির পক্ষে কোনো দলিল উপস্থাপন করেননি এবং ব্যাখ্যা করেও বুঝিয়ে দেননি। এরকম অস্পষ্ট কথার ব্যাখ্যা স্বয়ং মুহতারাম আহলে ইলমদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যোগ্য যোগ্য ছাত্ররা কীভাবে দিয়ে থাকে, তার একটি মহড়ার চিত্র আমরা 'দারুল ইসলাম ও দারুল হারব' এর আলোচনায় দেখাব, ইনশাআল্লাহ। সেটির আলোকে বলা যায়, এমন অস্পষ্ট কথা থেকে সাধারণ জনগন তো বটেই সুযোগ্য অনুসারীরাও বুঝে নেবে, ধর্মনিরপেক্ষতা একটি কুফরি মতবাদ ঠিক আছে, তবে এ মতবাদে বিশ্বাসী বা এ মতবাদ বাস্তবায়নকারী, অনুসারী ও রক্ষাকারী কাউকে কাফের বলা যাবে না।

পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্যের বিষয়

এ ব্যাপারে অতি জযবাতিদের প্রথম কথা হচ্ছে, এটি কি পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মতবাদ কুফরি ও ভয়ঙ্কর কিন্তু সে মতবাদের কারণে কাউকে কাফের বলা যাবে না? যে পৃথিবীতে সুস্পষ্ট কুফর থেকে মানুষদের বিরত রাখা যাচ্ছে না, সে পৃথিবীতে গবেষকদের মুখ থেকে যখন মানুষ এ ধরনের অস্পষ্ট কথা শুনবে, তখন বাকি ফলাফল তারা নিজেরাই বের করে নেবে- ও! মতবাদ কুফরি ঠিক আছে, কিন্তু এর কারণে তো আর ঈমানহারা হচ্ছি না। মুহতারাম আহলে ইলমগণ কী মনে করেন, মানুষদের কি এ কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদ থেকে ফেরানো যাবে?

ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দিয়ে কাউকে বাঁচানো যাবে না

দ্বিতীয়ত: কেউ যদি নিজকে বা নিজের নেতা, দল বা উস্তাযকে বাঁচানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাহলে ওই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার কারণে কি বাস্তবেই কেউ বেঁচে যাবে? আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি যে অর্থকে সমর্থন করে না তা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের অর্থ হতে পারে না।

আর রাষ্ট্রের হর্তকর্তাদের (নির্বাহী শক্তি, বিচারবিভাগ ও প্রশাসন) তো কোনোভাবেই কুফর থেকে বাঁচানো যাবে না। কারণ-

ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এমন কোনো প্রমাণ নেই।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র অস্বীকার করেছে; এর কোনো প্রমাণ নেই।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের বক্তব্য আছে।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের আমল আছে।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের আইন আছে।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের আইনের বাস্তবায়ন আছে।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর বিপরীত পক্ষের উপর তাদের ধমকি আছে।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর বিপরীত পক্ষের উপর তাদের এ্যাকশান আছে।

পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর উপর তাদের গর্ব আছে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার আসল অর্থে বিশ্বাস, বাস্তবায়ন, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সবধরনের সহযোগিতা করে ক্ষেত্রবিশেষ নিজকে, নিজের নেতা, দল ও উস্তাযকে আড়াল করার জন্য এর কৃত্রিম ব্যাখ্যা দেয়াকে সর্বোচ্চ ইলহাদ ও নিফাক বলা যেতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে কুফর এবং তার ক্ষেত্রে কুফরের হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

মুহতারাম আহলে ইলমদের প্রবন্ধের একটি অংশ আমরা লক্ষ্য করতে পারি- 'এ অর্থগুলো লিখেছে বাংলা একাডেমীর অভিধান। এটির সম্পাদনায় কোনো ডানপন্থী বা কোনো 'হুজুর' জড়িত ছিলেন না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক। এটা এমন নয় যে, কোনো

মতবাদ ওয়ালারা নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ব্যাখ্যা লিখেছে; **বরং দেশের সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, যারা সংবিধানে আবার সেকুলারিজমকে স্থান দিয়েছে তাদের কর্তৃক নিয়োজিত, নির্ভরযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিরাই সেকুলারিজমের এই অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।** আমার দেখে ভালো লেগেছে যে, ওনারাও ভালো মানুষ। রাখঢাক না করে সাফ সাফ কথাটাই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়'-এমন কথা লেখেননি। (মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ: ০৩)।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কারণে কাফের মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া

তৃতীয়ত: যে সকল উলামায়ে কেরাম ধর্মনিরপেক্ষতা তথা দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অসারতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা শুধুমাত্র মতবাদকে কুফর বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং মতবাদের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। আমি উসমানি খিলাফতের দুই মুখপাত্র শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারি ও শাইখ মুস্তফা সাবারির এ বিষয়ক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এবং দুয়েকটি 'মাওসুআহ' ও 'মাজাল্লাহ' থেকে কিছু কথা উল্লেখ করছি। সচেতন পাঠক আশা করি পুরো আলোচনা পড়ে নেবেন।

যাহেদ কাউসারি আলহানাফি (মৃ-১৩৭১ হি.)

حكم محاولة فصل الدين عن الدولة- بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد! فقد ورد من بعض العلماء الأفاضل في حلب الشهباء استفتاء يسألني فيه عن حكم شرع الله في مسلم يطالب حكومته في بلد إسلامي عريق في الإسلام بإبعاد النص على أن (دين الدولة الرسمي هو الإسلام) عن دستور تلك الحكومة، إحلالاً للأحكام الوضعية اللادينية محل أحكام شرع الله؟ ويسألني فيه أيضاً عن حكم الشرع الأغر في مسلم يكون سبباً لاستفحال ذلك الشر بسكوته عن تأييد الحق في هذه الكارثة، وفي هذا الخطر الداهم؟

فأقول مستعيناً بالله جلت قدرته: إن هذه هي أدهى الدواهي وأعظم المصائب يذوب لهولها قلب كل مؤمن صادق الإيمان، ولا سيما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام. فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله، يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يهجر هذا المطالب هجراً كلياً، فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، **فتكون محاولة فصل الدين عن الدولة كفراً صارخاً منابذاً لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجهاً إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضواً مبتوراً من جسم جماعة المسلمين وشخصاً منفصلاً عن عقيدة أهل الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته، لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب.** (مقالات الكوثري صـــ٢٧٨).

"**রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের প্রচেষ্টার বিধান-** বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হামদ ও সালাতের পর! হলব শহরে এক শ্রদ্ধেয় আলেমের পক্ষ হতে একটি 'ইস্তিফতা' এসে পৌঁছেছে। তাতে তিনি আমার নিকট ওই মুসলমানের ব্যাপারে শরিআতের হুকুম জানতে চাচ্ছেন; যে মুসলমান আল্লাহর শরিআতের বিধি-বিধানের স্থানে মানবরচিত ধর্মহীন বিধি-বিধানকে অবতরণ করাতে দৃঢ়মূল একটি মুসলিম দেশের সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম' ধারাটি বাদ দিতে সরকারের নিকট দাবি জানায়। ওই 'ইস্তিফতা'য় তিনি আরো জানতে চেয়েছেন; ওই মুসলমানের ব্যাপারে শরিআতের কী হুকুম, যে এই অব্যাহত ভয়াবহ মুহূর্তে এবং এই বিপর্যয়ে সত্যের সমর্থন করা থেকে চুপ থেকে ওই অন্যায় গুরুতর হওয়ার কারণ হয়?

আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করে আমি বলছি, এটি এমন একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ও বড়ো ধরনের বিপর্যয়, যার আতঙ্কে সাচ্চা ঈমানের অধিকারী

প্রত্যেক মুমিনের অন্তর গলে যায়। বিশেষকরে শামের মতো অঞ্চলে; ইসলামের খেদমতে যার গৌরবান্বিত অতীত রয়েছে। সুতরাং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো মুসলমান যদি তা দাবি করে, তাহলে যে অঞ্চলে ইসলামের বিধি-বিধান কার্যকর সে অঞ্চলে তার ক্ষেত্রে 'ইরতিদাদ' ধর্মত্যাগের বিধান বাস্তবায়ন হবে। আর অন্য অঞ্চলে এই দাবিদারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। সুতরাং তার সঙ্গে কথা বলা হবে না এবং কোনো ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে কোনো ধরনের লেনদেন হবে না, যাতে দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সে তাওবা করে ও তার দাবি থেকে ফিরে আসে।

কুরআন ও সুন্নাহর 'নুসুস' স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দ্বীন ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ সমন্বিত। এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। **সুতরাং রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের প্রচেষ্টা হবে প্রকাশ্য কুফর, আল্লাহর কালেমা উঁচু করার পথে প্রতিবন্ধক এবং দ্বীন ইসলামের অন্তরমুখী সুস্পষ্ট শত্রুতা। এই দাবিদারের এই দাবি হবে তার পক্ষ হতে সম্পর্কহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার স্বীকারোক্তি। তার স্বীকারোক্তিতেই তার জন্য তা আবশ্যক হবে। সুতরাং আমরা তাকে মুসলমান জামাআতের শরীর থেকে একটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ এবং মুসলমানদের আকিদা থেকে এক পৃথক মানুষ মনে করবো। তার সঙ্গে বিবাহ-শাদি সহিহ হবে না এবং তার জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হবে না। কেননা সে মুসলমানও নয় এবং আহলে কিতাবিও নয়।"** (মাকালাতুল কাউসারি পৃঃ ২৭৮)।

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة، فإنما هو شيطان أخرس ورد لأهل الردة. (مقالات الكوثري صـ٢٧٩).

"এ ধরনের বিপর্যয়ের মুহূর্তে সত্যের সমর্থন করা থেকে যে ব্যক্তিত্ব চুপ থাকে, সে মূলত 'বোবা শয়তান'; মুরতাদদের সমর্থনে যার আবির্ভাব ঘটেছে।" (মাকালাতুল কাউসারি পৃঃ ২৭৯)।

মুস্তফা সাবারি (মৃ-১৩৭৩ হি.)

قال الشيخ مصطفى صبري: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة- ... لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين

للقضاء عليه، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب -في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة- وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً ومن الأمة ثانياً، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً، فباعتبارهم جماعةً، **وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها**، وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام، بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره أشد، وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر، من حيث إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون، ومن حيث إن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضاً معها تدريجاً، إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطرة في طاعة الحكومة، ومن حيث إن موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها وقوتها من نفس الأمة ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبية لها قوة أجنبية مثلها. (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ٢٨١/٤-٢٨٥).

"চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথককরণ জায়েয না হওয়া সম্পর্কে- ..... কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই পৃথককরণ মূলত দ্বীনকে ধ্বংস করার একটি ষড়যন্ত্র। সাম্প্রতিক পশ্চিমাদের আদর্শে বিশ্বাসীরা ইসলামি বিশ্বে নতুন যা কিছুরই প্রবর্তন করেছে, তা দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইসলামের সঙ্গে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের ক্ষেত্রে তাদের চক্রান্ত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের চক্রান্ত থেকে কঠিন ও ভয়ঙ্কর। এটি জনগণের ধর্মের

বিপক্ষে একটি রাষ্ট্রীয় বিপ্লব -যদিও বিপ্লব সাধারণত রাষ্ট্রের বিপক্ষে জনগণের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে- এবং ইসলামি বিধি-বিধানের সামনে রাষ্ট্রের আত্মসমর্পণের বিষয়টি বিনষ্টকরণ। বরং তা প্রথমত রাষ্ট্রের এবং দ্বিতীয়ত জনগোষ্ঠীর ইসলাম থেকে 'ইরতিদাদ' নিবৃত্ত হওয়া। যদি ওই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তির 'ইরতিদাদ' নাও হয়, তবে সামগ্রিকভাবে তো অবশ্যই। **এটি ব্যক্তি ব্যক্তির 'ইরতিদাদ'র চেয়ে কুফরের দিকে আরো সংক্ষিপ্ত পথ। বরং তা ব্যক্তি ব্যক্তির 'ইরতিদাদ'কেও আবশ্যক করে। কেননা তারা ওই মুরতাদ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, যে রাষ্ট্র ইসলামি বিধি-বিধানের অনুগত থাকার পর এখন নিজকে স্বতন্ত্র দাবি করছে।** ইসলাম থেকে মুরতাদ হওয়া কোনো শাসনব্যবস্থা ইসলামি বিশ্বের উপর ক্ষমতাসীন হওয়া এবং ইসলামবিবর্জিত ভিনদেশি কোনো রাষ্ট্র ইসলামি বিশ্ব দখল করে নেয়া; দু'য়ের মধ্যে কী পার্থক্য? বরং মুরতাদ অন্যের তুলনায় ইসলাম থেকে বেশি দূরে এবং উম্মতের দ্বীনের জন্য তার ক্ষতিকর প্রভাব আরো প্রবল। কেননা ভিনদেশি রাষ্ট্র সাধারণত ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীর বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করে না এবং তাদের থেকে একটি শ্রেণিকে নির্ধারণ করে দেয় যারা ওই সকল বিষয়াদিতে ফয়সালা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অপরদিকে নিজের দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়া রাষ্ট্রকে উম্মত নিজেদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে চলছে। ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে তারাও ধীরে ধীরে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারের ক্ষেত্রে নিরুপায় হওয়ার বিষয়টি রয়েছে বলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সবাই একসাথে মুরতাদ হয়ে যায়; এ কথা আমরা বলি না। এছাড়াও নিজ জাতির শক্তি ও ক্ষমতায় ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের বিপরীতে বাধ্যতামূলক অবস্থান কখনো ভিনদেশি রাষ্ট্রের বিপরীতে বাধ্যতামূলক অবস্থানের মতো নয়, যার শক্তিও অনুরূপ ভিনদেশি।" (মাওকিফুল আকলি ওয়ালইলমি ওয়ালআলাম ৪/২৮১-২৮৫)।

والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة أو الكتاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة، لا يتفق مع الإيمان، بأن الدين منزل من عند الله وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة

رسوله، وكل من أشار بمبدأ الفصل إلى المجتمع فهو إما مستبطن للإلحاد... وإما بليد جاهل بمعنى فصل الدين عن الدولة ومغزاه، مع ظهور كونه عبارة عن عزل الإسلام عن حكومته على حكومة الدولة ومنعه من التدخل في شؤونها، ولأجل ذلك يمنع العلماء الذين في العادة مع قبول مبدأ الفصل، عن الاشتغال بالسياسة، **فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فرداً من أفراد المسلمين، فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل، بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟** (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ٤/٢٩٤).

“সহিহ কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের বিষয়টি তরান্বিত করা, চাই তা রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় হর্তকর্তাদের পক্ষ থেকে হোক বা বুদ্ধিজীবী লেখকদের পক্ষ থেকে হোক; ঈমানের সঙ্গে মিলতে পারে না। কেননা দ্বীন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতারিত এবং কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিধি-বিধান আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান, যা তাঁর রাসুলের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সমাজকে পৃথককরণের নীতির নির্দেশনা দেয়, সে হয়তো ‘ইলহাদ’ নাস্তিকতা গোপনকারী...... অথবা এমন নির্বোধ যে রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ। অথচ এটা স্পষ্ট যে, এ দাবির অর্থই হচ্ছে, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার উপর ইসলামের কর্তৃত্ব থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেয়া এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করা। এজন্যই তো সাধরণত যে সকল আলেম পৃথককরণের নীতির পক্ষে; তারাও রাষ্ট্রীয় কাজে জড়াতে নিষেধ করেন। **তো যে ব্যক্তি মুসলমানদের একজন হওয়া সত্ত্বেও তার উপর দ্বীনের আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব এবং তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশ গ্রহণ করে না সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি কেনো ইসলাম থেকে বের হবে না; যে রাষ্ট্রের কমিশনের সদস্য হিসেবে এই কর্তৃত্ব ও এই**

অনুপ্রবেশকে গ্রহণ করে না? (মাওকিফুল আকলি ওয়ালইলমি ওয়ালআলাম ৪/২৯৪)।[১৩]

আলমাউসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ

وقد انتشرت هذه الظاهرة (ظاهرة الإلحاد) انتشاراً واسعاً في الدول الأوروبية بصفة خاصة، وأصبحت له في بعض البلاد حكومات تحرسه ودول تحميه، وهو يتسلح ببعض النظريات العلمية المادية لتؤيده. ويمكن اعتبار ظاهرة "العَلمانية" جزءاً من التيار الإلحادي بمفهومه العام. فعلى الرغم من ارتباط العلمانية بفصل الدين عن الدولة أو السياسة في الاستعمال الشائع، فإن لتلك الظاهرة دلالتها الأخرى المتصلة بذلك الفصل، والتي لا تقل أهمية في الاستعمال الغربي المعاصر. فهي تدل لدى كثير من المفكرين ومؤرخي الفكر على "نزع القداسة عن العالم بتحويل الاهتمام من الدين بما يتضمنه من إيمان بإله وبروح وبعالم أخروي أو مغاير خفي إلى انشغال بهذا العالم المرئي أو المحسوس وغير المقدس". ويمكن اعتبار العلمانية بمفهومها الشائع -أي فصل الدين عن الدولة- مرحلة مبكرة في هذا التوجه العام نحو ربط الحياة الإنسانية بعالم الحس، لأنها تمنح الأولوية لذلك العالم في التشريع لحياة الإنسان وسياستها. وفي الآية القرآنية الكريمة إشارة إلى هذا المعنى العام والأساسي للعلمانية، حيث يقول الله تعالى على لسان الذين كفروا: "إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين" (الأنعام: ٢٩). والدنيا هي

---

১৩. মাওকিফুল আকলি ওয়ালইলমি ওয়ালআলাম থেকে একটি আলোচনা উদ্ধৃত করতে গিয়ে শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. কিতাব ও কিতাবের রচয়িতা সম্পর্কে যে স্তুতিবাক্য ব্যবহার করেছেন-

"قال أستاذنا المحقق الإمام، خاتمة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي رحمه الله تعالى، في كتابه الفذ العجاب، الذي وُصف حين صدوره بأنه (كتاب القرن الرابع عشر): "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين". (الإسناد من الدين وصفحة مُشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين صـ٨٦).

العالم الوحيد بالنسبة للعلمانية. ومن هنا استخدم مفهوم "الدنيوية" كمرادف للعلمانية. ومن العلمانية اشتق فعل "العلمنة" ليدل على عملية التحول نحو هذا العالم. (الموسوعة العربية العالمية، المادة: الإلحاد ٢/٥٢٨).

"এই নাস্তিকতা বিশেষভাবে ইউরোপে ব্যাপক হয়ে আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে সেটিকে পাহারা দেয়ার মতো শাসনব্যবস্থা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো রাষ্ট্র তৈরি হয়ে গেছে। তা আবার নাস্তিকতার সমর্থনে কিছু বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদের সজ্জা গ্রহণ করছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যাপক অর্থের নাস্তিক্য প্রবাহের একটি অংশ হিসেবে ধরা যায়। সাধারণ ব্যবহারে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথক করার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পৃক্ততা তো রয়েছেই। কেননা এ পৃথককরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রমাণাদি সেক্ষেত্রে রয়েছে এবং সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য ব্যবহারে এটির গুরুত্ব কম নয়। এটিই অনেক চিন্তাবিদ ও গবেষকের দৃষ্টিতে দ্বীন তথা আল্লাহ, রূহ, আখেরাত বা অদৃশ্যের উপর ঈমান থেকে গুরুত্ব সরিয়ে এই দৃশ্যত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অপবিত্র পৃথিবীতে লিপ্ত করে পৃথিবী থেকে পবিত্রতাকে অপসারণ করার প্রমাণ বহন করে। অনুভূত পৃথিবীর সঙ্গে মানবজীবনকে সম্পৃক্তকরণের দিকে অভিমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার প্রসিদ্ধ অর্থে -রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণ- প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা মানবজীবনের আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ওই পৃথিবীকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাপক ও মৌলিক অর্থের প্রতি কুরআনে কারিমে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ভাষ্যে বলছেন, 'আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছু নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না।' (সুরা আনআম ২৯)। 'আলমানিয়্যাহ' ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে দুনিয়াটাই একমাত্র 'আলাম' জগৎ। এটির ভিত্তিতেই 'দুনয়াবিয়্যাহ' পার্থিবতার অর্থকে 'আলমানিয়্যাহ' ধর্মনিরপেক্ষতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রূপান্তরের সকল কার্যকলাপ এই পৃথিবী কেন্দ্রিক হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করাতে 'আলমানিয়্যাহ' থেকে 'আলমানাহ' নির্গত করা হয়েছে।" (আল মাউসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ ২/৫২৮)।

মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ

ومن زعم فصل الدين عن الدولة، وأن الدين محله المساجد والبيوت، وأن للدولة أن تفعل ما يشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله الفرية، وكذب على الله ورسوله، وغلط أقبح الغلط، بل هذا كفر وضلال بعيد، عياذاً بالله من ذلك. (مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والأربعون، الشق الثاني ضرورة البشر إلى الشريعة الإسلامية ٣٧/٤٥).

"যে মনে করবে রাষ্ট্র থেকে দ্বীন আলাদা, দ্বীনের ক্ষেত্র শুধুমাত্র মসজিদ ও আবাসস্থল এবং রাষ্ট্রের যে কোনো কিছু করা ও যে কোনোভাবে ফয়সালা দেয়ার অধিকার আছে, সে মূলত আল্লাহর ব্যাপারে কঠিন অপবাদ দিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর মিথ্যারোপ করলো এবং ভয়ঙ্কর প্রকারের ভুলে লিপ্ত হলো। বরং এটি কুফর ও বিদূরিত ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তাআলার নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই।" (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৪৫/৩৭)।

এ ব্যাপারে শাইখুল হাদিস আজিজুল হক রহ. ও মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ -এর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য।

শাইখুল হাদিস আজিজুল হক (মৃ-১৪৩৩ হি.)

দৈনিক সংগ্রাম: কেউ যদি ইসলাম থেকে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা সজ্ঞানভাবে আলাদা করে তাহলে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা?

শাইখুল হাদীস: যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা বা রাজনীতির বিধান নেই, **কিংবা ইসলামী ব্যবস্থার বিকল্প বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যবস্থা আছে অথবা মুসলমানদের রাজনীতি ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন তাহলে কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাকে জিন্দীক বা ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করা হয়েছে।** (অন্তরঙ্গ আলোকে শাইখুল হাদীস রহ. পৃ: ১৪৭-১৪৮)।

মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ

مكانة السياسة في الدين: قد اشتهر عن النصارى أنهم يفرقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: "دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، فكأن الدين لا

علاقة له بالسياسة، والسياسة لا ربط لها بالدين، وإن هذه النظرية الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في العصور الأخيرة باسم "العلمانية" أو "سيكولر إزم" التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتاً.

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله، من حيث إنها لا تعترف للدين بسلطة في الحياة المادية، وإنما تقصر سلطة الدين على رسوم وعبادات يمارسها المرء في خلوته أو في معبده، فكأن الإله ليس إلهاً إلا في العبادات والرسوم، وأما الأمور الدنيوية، فلها إله آخر، والعياذ بالله. (تكملة فتح الملهم للمفتي تقي العثماني، كتاب الإمارة ٣/١٥٣).

“দ্বীনে রাজনীতির অবস্থান: খৃস্টানদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে তারা দ্বীন ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করে। তাদের প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, ‘কায়সারের অধিকার কায়সারের জন্য রাখো আর আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।’ তো কেমন জানি রাজনীতির সঙ্গে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই এবং দ্বীনের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এই বাতিল মতবাদ সাম্প্রতিক সময়ে ‘আলমানিয়্যাহ’ বা ‘সেকুলারিজম’ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তার সবচেয়ে কুৎসিত আকৃতিতে ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে বের করে দিয়েছে, এমনকি দ্বীনকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে।

এই মতবাদ মূলত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরকের একটি প্রকার। কেননা এটি বস্তুবাদী জীবনে দ্বীনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না এবং দ্বীনের কর্তৃত্বকে কিছু রীতি-নীতি ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে যা মানুষ একাকীত্বে বা ইবাদতখানায় চর্চা করে। কেমন জানি ‘ইলাহ’ তিনি শুধুমাত্র ইবাদত ও রীতি-নীতির ক্ষেত্রে ‘ইলাহ’, আর জাগতিক বিষয়ের জন্য আরেকজন ‘ইলাহ’ রয়েছে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/১৫৩)।

مفتی نظام الدین شامزی رح نے فرمایا:
اڑتالیس (۴۸) سال علماء نے انتخابی اور
جمہوری سیاست میں ضائع کئے، میں دعویٰ
سے کہتا ہوں کہ اس طرز حکومت سے
اڑتالیس (۴۸) ہزار سال میں بھی اسلام
نہیں آئے گا۔ (خطبات شامزی، علماء کرام
اور ان کی ذمہ داریاں ۱/ ۲۰۳-۲۰۴)۔

{তিন}

الديمقراطية–গণতন্ত্র

অতি জযবাতি তরুণ

অতি জযবাতি তরুণদের দাবি, গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের হাতে তৈরি একটি মতবাদ। সুতরাং গণতন্ত্র ধর্মে বিশ্বাসী, তা প্রতিষ্ঠাতা ও বাস্তবায়নকারী নির্বাহী শক্তি, সেটির নীতি অনুসারী বিচারকবর্গ এবং তা রক্ষাকারী প্রশাসন কাফের-মুরতাদ।

মুহতারাম আহলে ইলম

এ ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে গণতন্ত্র মতবাদের কারণে কাউকে কাফের মুরতাদ মনে করা তো দূরের কথা, গণতন্ত্রের মানসকন্যার জন্য যেভাবে তাঁরা 'মাননীয়' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন এবং 'গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা হচ্ছে না', 'যোগ্যতা যাচাই করে প্রার্থীতা দেয়া উচিত', 'বাজেটের অমুক অংশে ইসলামি রীতির তোয়াক্কা করা হয়নি', 'সরকারের অমুক সিদ্ধান্ত ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক' জাতীয় তাঁদের উপদেশমালা বা ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন আবদার, অনুযোগ ও অভিমান দেখলে আমাদের মতো অতি জযবাতি তরুণরা সংশয়ে পড়ে যায় যে, তাঁরা কি আসলে গণতন্ত্রকে একটি কুফরি মতবাদ মনে করেন না?

অতি জযবাতি তরুণদের দলিল

গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে পূর্বসূরিদের কোনো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে লেখালেখি কম হয়নি। গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য সেটির মৌলিক শ্লোগান অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র জনগণ এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং এর বিপরীতে "إن الحكم إلا لله" এর মতো আল্লাহ তাআলার 'সরিহ'-সুস্পষ্ট ঘোষণাই যথেষ্ট। যদিও এর সমর্থনে আরো বহু আয়াত ও হাদিস বিদ্যমান আছে। উসুলে ফিকহের পরিভাষায় যেগুলো قطعي الثبوت হওয়ার পাশাপাশি قطعي الدلالة -ও বটে। তাই অর্থ ও ব্যাখ্যা করে 'ওযহে ইসতেদলাল' বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তবে অতি জযবাতি তরুণদের যেহেতু তাফাক্কুহের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, আর অপরদিকে কোনো কোনো মুলহিদ ইতোমধ্যে উমর রাযি.কে গণতন্ত্রের প্রবর্তক বানিয়ে দিয়েছে, এছাড়াও 'ইসলামি গণতন্ত্র'র শ্লোগান খুব ব্যাপক হয়ে গেছে, তাই গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভারতবর্ষের কয়েকজন আকাবিরে আসলাফের মন্তব্য উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি।

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভারতবর্ষের কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃ-১১৭৬ হি.)

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن أن يتفق رأيهم جميعاً على حفظ السنة العادلة، ولا أن ينكر بعضهم على بعض من غير أن يمتاز بمنصب، إذ يفضي ذلك إلى مقاتلات عريضة، لم ينتظم أمرها إلا برجل اصطلح على طاعته جمهور أهل الحل والعقد، له أعوان وشوكة، وكل من كان أشح وأحد وأجرأ على القتل والغصب، فهو أشد حاجة إلى السياسة. (حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي، المبحث الثالث، باب سياسة المدينة ١/١٦١).

"কোনো শহরে যখন ব্যাপক আকারে জনগণের বসবাস হবে, তখন 'সুন্নাতে আদেলা' শরিআত কর্তৃক অনুমোদিত পন্থা সংরক্ষণের ব্যাপারে সকলের রায় এক হওয়া এবং বিশেষ অবস্থান ব্যতীত একে অপরের কর্মের বিরোধিতা করা অসম্ভব। কেননা এটি ব্যাপক হানাহানি পর্যন্ত

পৌঁছে দেবে। তাদের বিষয়াদির কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না, যদি অধিকাংশ 'আহলুল হল্লে ওয়ালআকদ' শুরা সদস্য কোনো এক ব্যক্তির আনুগত্যের ব্যাপারে সম্মত না হয়, যার অনেক সহযোগী ও দাপট রয়েছে। আর হত্যা ও জবরদস্তির ব্যাপারে যে যতো বেশি লোভী, তেজী ও দুঃসাহসী হবে, তাকে পরিচালনা করা ততো বেশি প্রয়োজন।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ১/১৬১)।

হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবি (মৃ-১৩৬২ হি.)

গণতন্ত্র ইসলামের বিপক্ষ মতবাদ হওয়া এবং গণতন্ত্রের ভয়ঙ্কর দিক ও অসারতার কথা থানবি রহ. এর রচনা, মালফুযাত ও মাকতুবাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সচেতন পাঠক আহসানুল ফাতাওয়ার জিহাদ অধ্যায় (৬/৮৫-১৪০) থেকে মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے سیاسی افکار শিরোনামের প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। আমি থানবি রহ. এর দু'য়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করছি-

(شخصی حکومت) غرض اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں، اسلام میں محض شخصی حکومت کی تعلیم ہے، اور جن مفاسد کی وجہ سے جمہوری سلطنت قائم کی گئی ہے، وہ سلطنت شخصی میں تو محتمل ہی ہیں اور جمہوری میں متیقن ہیں۔(اشرف الجواب ۳/۳۱۹)۔

"(ব্যক্তি রাজত্ব) **মোটকথা, ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো স্থান নেই**। ইসলামে শুধুমাত্র ব্যক্তি কর্তৃক শাসনের শিক্ষা রয়েছে। আর যে সকল ক্ষতির কথা চিন্তা করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, তা ব্যক্তি রাজত্বে তো সম্ভাব্য কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নিশ্চিত।" (আশরাফুল জওয়াব ৩/৩১৯)।

(شخصی سلطنت)........ بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجھی کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے، اور استدلال کرتے ہیں: "وشاورهم في الأمر" (اور تم معاملات میں ان سے مشورہ کرو)، مگر یہ بالکل غلط ہے، لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا ہے، اسلام میں مشورہ کا جو درجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا۔(اشرف الجواب ۳/۳۲۱)۔

"(ব্যক্তি রাজত্ব)...... **কতিপয় লোক ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতায় পড়েছে। তারা দাবি করে, ইসলামে গণতন্ত্রেরই শিক্ষা রয়েছে** এবং "وشاورهم في الأمر" (আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করো) কে দলিল হিসেবে পেশ করে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। লোকেরা মশওয়ারা-পরামর্শের ধারাকেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ইসলামে মশওয়ারার যে অবস্থান রয়েছে তা তারা বুঝেইনি।" (আশরাফুল জওয়াব ৩/৩২১)।

সাইয়েদ সুলাইমান নাদাবি (মৃ-১৩৭৩ হি.)

جمہوریت اور جمہوری عمل کا اسلام سے کیا تعلق؟ اور خلافت اسلامی سے کیا تعلق؟ موجودہ جمہوریت تو سترہویں صدی کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یونان کی جمہوریت بھی موجودہ جمہوریت سے الگ تھی، لہذا اسلامی جمہوریت ایک بے معنٰی اصطلاح ہے....... ہمیں تو اسلام میں کہیں بھی مغربی جمہوریت نظر نہیں آئی اور اسلامی جمہوریت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں........ جمہوریت ایک خاص تہذیب و تاریخ کا ثمرہ، اسے اسلامی تاریخ میں ڈھونڈنا معذرت خواہی ہے۔ (امالی علامہ سلیمان ندوی، ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۲۷-۲۸، شمارہ نمبر ۱۱، ماہ نامہ ساحل کراچی، جون ۲۰۰۶ء، بحوالہ ادیان کی جنگ ص ۵۴)۔

"**গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক? এবং ইসলামি খিলাফতেরই বা কী সম্পর্ক?** বর্তমান গণতন্ত্রের আবিষ্কার তো হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর পর। গ্রিক গণতন্ত্রও বর্তমানের গণতন্ত্রের থেকে পৃথক ছিলো। সুতরাং 'ইসলামি গণতন্ত্র' একটি অর্থহীন পরিভাষা।..... আমরা তো ইসলামের কোথাও পশ্চিমা গণতন্ত্র দেখছি না, আর 'ইসলামি গণতন্ত্র' বলতে কোনো কিছুই নেই।..... গণতন্ত্র এক বিশেষ কালচার ও ইতিহাসের ফসল, ইসলামি ইতিহাসে সেটিকে অন্বেষণ করা বাহানা তালাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (আমালিয়ে আল্লামা সুলাইমান নাদাবি, মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/২৭-২৮, নং ১১, মাহনামা সাহেল করাচি, জুন ২০০৬, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৪)।

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (মৃ-১৩৭৭ হি.)

(مکتوب نمبر-۸۵)........ وہاں (پاکستان) کی حکومت ایک یورپین طرز کی جمہوری حکومت ہے، جس میں حسب آبادی مسلم اور غیر مسلم سب حصہ دار ہیں، اس کو اسلامی حکومت کہنا غلطی ہے۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ۲/ ۲۴۲)۔

"(মাকতুব নং ৮৫)..... পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা একটি ইউরোপীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। যাতে অধিবাসী হিসেবে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই অংশীদার। সেটিকে ইসলামি রাষ্ট্র বলা ভুল। (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/২৪২)।

ইদরিস কান্ধলবি (মৃ-১৩৯৪ হি.)

(خلافت راشدہ کی تعریف)........ جو حکومت اللہ کی حاکیت اور قانون شریعت کی برتری اور بالا دستی کو نہ مانتی ہو بلکہ یہ کہتی ہو کہ حکومت عوام کی اور مزدوروں کی ہے اور ملک کا قانون وہ ہے جو عوام اور مزدور مل کر بنالیں، سو ایسی حکومت بلا شبہ حکومت کافرہ ہے۔ (عقائد الاسلام ۱/ ۱۹۵)۔

"(খিলাফতে রাশেদার পরিচয়)..... যে রাষ্ট্র আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব এবং শরিআতের বিধি-বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতাকে গ্রহণ করে না, বরং এ কথা বলে যে, রাষ্ট্র হলো জনসাধারণ ও শ্রমিকদের এবং রাষ্ট্রের আইন তাই হবে যা জনসাধারণ ও শ্রমিকরা মিলে তৈরি করবে। **তো এ ধরনের রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে কাফের রাষ্ট্র**।" (আকায়েদুল ইসলাম ১/১৯৫)।

কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব (মৃ-১৪০৩ হি.)

(قانون سازی غیر اللہ کا حق نہیں)......... پس وہ سلطنت کبھی بھی اسلامی سلطنت نہیں کہی جا سکتی جس میں قانون سازی انسان کا حق تسلیم کی گئی ہو اور اس طرح حکمرانی کا منصب انسانوں کو دیا جا رہا ہو کہ یہ خدا کی صفت ملکیت میں بھی شرکت ہے اور صفت علم میں بھی اشتراک ہے جو روح عبدیت کے منافی ہے جس کے لئے انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ (فطری حکومت ۲/ ۲۰)۔

"(আইন প্রণয়ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অধিকার নয়)..... সুতরাং ওই রাষ্ট্র কখনই ইসলামি রাষ্ট্র হতে পারে না, যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন মানুষের অধিকার হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং স্বতন্ত্র নীতিতে রাজ্য পরিচালনার পদ মানুষদেরকে দিয়ে দিয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার মালিকানায়ও অংশীদারিত্ব এবং ইলমেও অংশীদারিত্ব, যা বান্দার বাস্তবতার বিপরীত, যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে।" (ফিতরি হুকুমত ২/৬০)।

মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (মৃ-১৪০৭ হি.)

আমি নাছারাদের রেখে যাওয়া রাজনীতি জায়েয মনে করি না।

(হাফেজ্জী হুজুর রহ. স্মারকগ্রন্থ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং সনে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী জাতীয় মহাসম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর উদ্বোধনী ভাষণ পৃ: ৯৫৮)।

শাইখুল হাদিস আব্দুল হক (মৃ-১৪০৯ হি.)

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস, দারুল উলুম হক্কানিয়া পাকিস্তান।

سوشلزم، کمیونزم اور مغربی جمہوریت یہ تمام نظامہائے زندگی اسلام کے اصول سے متصادم ہیں، ایسے کسی بھی نظام کے خلاف آواز اٹھانا، جد وجہد کرنا یا کوئی تحریک چلانا یہ سب امور موجب ثواب ہیں، اس لئے کہ یہ سب نظامہائے زندگی منکرات میں داخل ہیں، خاص کر جب ان نظامہائے زندگی میں دینی اقدار متأثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہوں، اس وقت مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان منکرات کا سد باب کریں۔ اور اگر منکرات کو ختم کرنے کے لئے کوئی جماعت مقرر ہو جائے یا کوئی خاص تحریک چلائی جائے تو یہ ایک مستحسن اور قابل فخر عمل ہو گا۔ (فتاوی حقانیہ، کتاب السیاسۃ، غیر اسلامی نظام کے خلاف تحریک چلانا ۲/ ۳۲۷-۳۲۸)۔

"সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও পশ্চিমা গণতন্ত্র; এ সকল জীবনব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সংঘাতময়। এ ধরনের যে কোনো ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো অথবা কোনো

আন্দোলন গড়ে তোলা সওয়াবের কাজ হবে। কেননা এ সকল জীবনব্যবস্থা 'মুনকারাত' অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষকরে যখন এ সকল জীবনব্যবস্থার কারণে দ্বীনি পরিবেশ প্রভাবান্বিত না হয়ে থাকে না, তখন মুসলমানদের জন্য এ সকল অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক হয়ে যায়। যদি অন্যায়ের প্রতিরোধে কোনো শ্রেণি তৈরি হয়ে যায় অথবা কোনো বিশেষ আন্দোলন চালানো হয়, তাহলে এটি প্রশংসনীয় ও গৌরবের বিষয়।" (ফাতাওয়া হক্কানিয়া ২/৩২৭-৩২৮)।

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি (মৃ-১৪১৭ হি.)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رح نے جمہوریت کی تردید فرمائی ہے، وہاں قوانین احکام کا مدار دلائل پر نہیں بلکہ اکثریت پر ہے یعنی کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، پس اگر کثرت رائے قرآن وحدیث کے خلاف ہو تو اسی پر فیصلہ ہوگا، قرآن کریم نے اکثریت کی اطاعت کو موجب ضلالت فرمایا ہے "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" الآية، اہل علم، اہل دیانت، اہل فہم کم ہی ہوا کرتے ہیں، خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس کے خلاف کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کی ہے۔ (فتاوی محمودیہ، کتاب الجہاد والہجرۃ والسیاسۃ، باب چہارم جمہوریت ومشاورت ۲۰/۴۱۲)۔

"শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাতে বিধি-বিধানের ভিত্তি দলিলের উপর নয়, বরং আধিক্যের উপর। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সুতরাং অধিকাংশের রায় যদি কুরআন-হাদিসের বিপরীত হয়, তবুও সে অনুযায়ী ফয়সালা হবে। **অথচ কুরআন অধিকাংশের অনুসরণকে ভ্রষ্টতার কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।** "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" (আর যদি তুমি যারা জমিনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে)। জ্ঞানী, দ্বীনদার ও বিবেকী কমই হয়ে থাকে। চার খলিফা রাযিয়াল্লাহু আনহুম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতির উপর ছিলেন। তাঁরা নববি

পদ্ধতির পরিপন্থী কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি।" (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২০/৪১২)।

সাইয়েদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারি (মৃ-১৪২০ হি.)

সাহেবযাদা, সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.

اگر کسی ایک قبر کو مشکل کشا ماننا شرک ہے تو کسی اور نظام ریاست، امپریل ازم، ڈیمو کریسی، کمیونزم، کیپٹل ازم اور تمام باطل نظام ہائے ریاست کو ماننا کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟........ قبر کو سجدہ کرنے والا مشرک، پتھر لکڑی اور درخت کو مشکل کشا ماننے والا، حاجت روا ماننے والا مشرک، اور غیر اللہ کے نظاموں کو مرتب کرنا اور اس کے لئے تگ ودو کرنا اور اس نظام کو قبول کرنا، یہ توحید ہے؟........ کہاں ہے جمہوریت اسلام میں؟(ماہ نامہ سنابل کراچی، بحوالہ ادیان کی جنگ ص۵۶)۔

"যদি কাউকে কবরে উদ্ধারকারী মনে করা শিরক হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা; সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ এবং সকল বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রহণ করা কীভাবে ইসলাম হতে পারে?..... কবরপূজারি মুশরিক, যে পাথর, লাকড়ি এবং গাছকে উদ্ধারকারী ও প্রয়োজন সম্পন্নকারী মনে করে সে মুশরিক, আর মানবরচিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চয়ন করা, সেটির জন্য লম্ফঝম্ফ করা এবং সেটিকে গ্রহণ করে নেয়া; এটি তাওহিদ!!!..... ইসলামে কোথায় আছে গণতন্ত্রের স্থান?" (মাহনামা সানাবেল করাচি, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৬)।

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ (মৃ-১৪২১ হি.)

(جمہوریت اس دور کا صنم اکبر)....... جمہوریت دور جدید کا وہ "صنم اکبر" ہے جس کی پرستش اول اول دانایان مغرب نے شروع کی، چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے محروم تھے اس لئے ان کی عقل نارسا نے دیگر نظام ہائے حکومت کے مقابلہ میں جمہوریت کا بت تراش لیا اور پھر اس کو مثالی طرز حکومت قرار دے کر اس کا صور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ پوری دنیا میں اس کا غلغلہ بلند ہوا یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلید مغرب میں جمہوریت کی مالا جپنی شروع کر دی، کبھی

یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ "اسلام جمہوریت کا علمبر دار ہے" اور کبھی "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح وضع کی گئی، حالانکہ مغرب جمہوریت کے جس بت کا پجاری ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریہ کی ضد ہے، اس لئے اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوند لگانا اور جمہوریت کو مشرف بہ اسلام کرنا صریحاً غلط ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، سیاست ۸/۱۹۰)۔

"(গণতন্ত্র সাম্প্রতিককালের বড়ো মূর্তি)..... গণতন্ত্র সাম্প্রতিককালের ওই 'বড়ো মূর্তি' যার পূজা প্রথম প্রথম পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা শুরু করেছিলো। যেহেতু তারা আসমানি হেদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাই তাদের অকৃতকার্য মেধা অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মোকাবেলায় গণতন্ত্রের মূর্তির আকৃতি গঠন করলো। অতঃপর সেটিকে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে সেটির শিঙ্গা এতো উঁচু আওয়াজে ফুৎকার দিয়েছে যে, পুরো বিশ্বে তার ধুমধাম পড়ে গেছে। এমনকি মুসলমানরাও পাশ্চাত্যের অনুসরণে গণতন্ত্রের মালা পরতে শুরু করেছে। কখনো 'ইসলাম গণতন্ত্রের ঝাণ্ডাবাহী' শ্লোগান দিয়েছে, আবার কখনো 'ইসলামি গণতন্ত্র' পরিভাষা আবিষ্কার করেছে। **অথচ পশ্চিমা বিশ্ব যে গণতন্ত্রের মূর্তিপূজারি তা শুধু এতোটুকু নয় যে ইসলামের সঙ্গে সেটির কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তা ইসলামি রাষ্ট্রনীতির বিপরীত। এ জন্য ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের জোড়া লাগানো এবং গণতন্ত্রকে মুসলমান বানানো সুস্পষ্ট ভুল।**" (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/১৯০)।

মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি (মৃ-১৪২২ হি.)

(اسلام میں مغربی جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں)......... یہ تمام برگ وبار مغربی جمہوریت کے شجرۂ خبیثہ کی پیداوار ہیں، اسلام میں اس کافرانہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں۔ (احسن الفتاوی، کتاب الجہاد ۶/۲۶)۔

"(ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের কোনো সুযোগ নেই)..... এ সকল ফল-পাতা পশ্চিমা গণতন্ত্রের অপবিত্র গাছের উৎপাদন। **ইসলামে এ কুফরি ব্যবস্থার কোনো সুযোগ নেই।**" (আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৬)।

মুফতি নিযামুদ্দিন শামেযি শহিদ (মৃ-১৪২৫ হি.)

শাইখুল হাদিস, জামিআ বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান।

(دنیا کے اندر تین نظام) ....اسلامی نظام کا عملی نمونہ اب صرف امارت اسلامی افغانستان میں ہے، لیکن دنیا کے کسی اور اسلامی ملک میں اسکا نمونہ نہیں۔ عجیب تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں جو سیاسی نظام چل رہے ہیں یہ دونوں سیاسی نظام بھی یہودیوں کے ہیں، جمہوری نظام ہے یہ بھی یہودیوں کا ہے، یہودی ہی اس کے خالق اور یہودی ہی اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو کیمونسٹ نظام تھا اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے والے یہودی تھے۔ (خطبات شامزی، دینی مدارس کے خلاف عالمی سازشیں ۱/ ۱۷۲-۱۷۳)۔

"(বিশ্বের তিন রাষ্ট্রব্যবস্থা)..... ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কার্যত নমুনা এখন (তালেবানদের ক্ষমতাকালে) শুধুমাত্র 'ইমারতে ইসলামি' আফগানিস্তানে রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে সেটির নমুনা নেই। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চলছে; এ দু'টি রাষ্ট্রব্যবস্থাই ইহুদিদের তৈরি। **গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এটিও ইহুদিদের আবিষ্কার, ইহুদিরাই তার স্রষ্টা এবং ইহুদিরাই সেটিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।** তেমনিভাবে এই যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিলো, সেটিকেও বিশ্বের সামনে ইহুদিরাই পেশ করেছে।" (খুতবাতে শামেযি ১/১৭২-১৭৩)।

শাহ হাকিম মুহাম্মাদ আখতার (মৃ-১৪৩৪ হি.)

(اسلام میں جمہوریت کی حقیقت) ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے کہ جدھر زیادہ ووٹ ہو جائیں ادھر ہی ہو جاؤ، بلکہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن مسلمان اللہ ہی کا رہتا ہے۔ (خزائن معرفت ومحبت صہ ۱۸۳)۔

"(ইসলামে গণতন্ত্র-সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূল্যায়ন) তিনি বলেছেন, **ইসলামে গণতন্ত্র-সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো স্থান নেই যে,** যেদিকে ভোট বেশি হবে

সেদিকে হয়ে যাও। বরং ইসলামের উৎকর্ষতা হচ্ছে, পুরো বিশ্বও যদি একদিকে হয়ে যায় কিন্তু মুসলমান আল্লাহর জন্যই থাকে।” (খাযায়েনে মা'রেফাত ওয়ামুহাব্বাত পৃ: ১৮৩)।

মুফতি ফজলুল হক আমিনী (মৃ-১৪৩৪ হি.)

আমাদের আকিদা হলো, নবীজী ও খোলাফায়ে রাশেদিনের পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থাই একমাত্র খিলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। খিলাফত ছাড়া সব রাষ্ট্রব্যবস্থাই হয়ত কুফরি অথবা পথভ্রষ্ট। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র (Democracy) ও সমাজতন্ত্র (Socialism)- **উভয়টাই কুফরি রাষ্ট্রব্যবস্থা**। (মুফতি ফজলুল হক আমিনী রহ. জীবন ও সংগ্রাম পৃ: ২১)।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

রঈস, দারুল ইফতা, জামিআ আশরাফিয়া লাহোর।

مشاہدہ اور تجربے سے ثابت ہے کہ موجودہ مغربی جمہوری نظام ہی بے دینی، بے حیائی اور تمام فسادات کی جڑ ہے اور خصوصاً اس میں اسمبلیوں کو حق تشریع (آئین سازی، قانون سازی کا حق) دینا سراسر کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ (ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۳۲، شمارہ نمبر ۱۱، بحوالہ ادیان کی جنگ ص ۵۶)۔

“প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমানের পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দ্বীনহীনতা, নির্লজ্জতা ও সকল নষ্টের মূল। **বিশেষকরে এ ব্যবস্থাপনায় এ্যাসেম্বলি-সংসদকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া সম্পূর্ণরূপে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত।**” (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/৩২, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৬)।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর একটি বক্তব্যের ভিডিও আমার সংরক্ষণে আছে। বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বক্তব্যের প্রথমদিকের কিছু অংশের অনুবাদ উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, 'যতোদিন এই দুর্গন্ধযুক্ত গণতন্ত্র, ইংরেজ প্রদত্ত শাসনব্যবস্থা এই দেশে থাকবে, ততোদিন কূপ পাক হতে পারে না। সর্বপ্রথম মৃত কুকুরকে কূপ থেকে বের করতে হবে, তবেই এই পানি পাক হবে। যতোক্ষণ মরা কুকুর পানিতে পড়ে থাকবে, হাজার বালতি পানি বের করুন; আলেমগণ বসা আছেন! সেই কূপ কি পাক হতে পারে? হতে পারে না। নারাজ হবেন না। আমি একটি মৌলিক কথা বলছি, সংক্ষেপে বলছি। "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" কুরআনে কারিমের এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত আদি ইবনে হাতেম রাযি. জিজ্ঞাসা করেছেন; তাফসিরে রুহুল মাআনি খুলে দেখুন, তাফসিরে মাযহারি খুলে দেখুন, অন্যান্য তাফসির খুলে দেখুন, আরবি না বুঝলে উর্দুতে মাওলানা ইদরিস কান্ধলবির মাআরিফুল কুরআন খুলে দেখুন! যাই হোক, হযরত আদি ইবনে হাতেম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবরা তো কখনো উলামাদের সামনে ইবাদত করতাম না, সিজদা দিতাম না, আমরা তো কখনো আমাদের পীরদের ইবাদত করতাম না। তাহলে আল্লাহ তাআলা কীভাবে বললেন যে, তারা তাদের পীর, মৌলবিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করতো? তো তারা কীভাবে রব বানালো, আমরা তো তাদের ইবাদত করিনি? তখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন -হাদিসে আছে- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা শরিআত প্রণয়নের অধিকার, হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার অধিকার পীর-মৌলবিদেরকে দিয়েছিলো। অর্থাৎ আইন প্রণয়নের অধিকার পীর-মৌলবিদেরকে দিয়েছিলো। হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা, শরিআত প্রণয়নের অধিকার, আইন প্রণয়ন, আইন তৈরির অধিকার দিয়েছিলো। অথচ আইন প্রণয়ন ও আইন তৈরির অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। "إن الحكم إلا لله" বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।'

(ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, মুফতি তাকি উসমানি (দা. বা.)র আশ্চর্য সংশয়' ১৮.১৭ মি. - ২০.৪২ মি.)।

মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ

إن الحكم إلا لله: إن المبدأ الأول من مبادئ الأحكام السياسية للإسلام هو أن الحكم الحقيقي في هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين. وبناء على هذا الأساس، فلا يجوز إصدار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا إصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذي شرع لعباده.

وإن هذا المبدأ هو الذي يميز النظام السياسي الإسلامي من كل من الديموقراطية والدكتاتورية، فإن الديموقراطية تفوض الحكم إلى الشعب دون أي قيد، والدكتاتورية تفوضه إلى الحاكم الذي لا يخضع في أفعاله إلى سلطة أخرى. (تكملة فتح الملهم، كتاب الإمارة ١٥٥/٣)

"إن الحكم إلا لله" (বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই): ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ধারাসমূহের প্রথম ধারাই হচ্ছে, এই পৃথিবীতে প্রকৃত হুকুমের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি সবচেয়ে উত্তম বিধানদাতা। এই মৌলিক ধারার ভিত্তিতেই কুরআনে কারিম ও সুন্নাতে নববিতে বিশ্লেষিত আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের পরিপন্থী কোনো আইন ইস্যুকরণ জায়েয নয়। এবং আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য যে শরিআত দিয়েছেন সে শরিআত অনুযায়ী নয়; এমন কোনো বিধান বা বিষয় ইস্যু করা যাবে না।

এই ধারাতেই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যায়। কেননা গণতন্ত্র কোনো শর্ত ছাড়াই বিচারের দায়িত্ব জনগণের হাতে ন্যস্ত করে। আর একনায়কতন্ত্র অর্পণ করে শাসকের হাতে, যে তার কার্যকলাপে অন্য কোনো কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করে না।" (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/১৫৫)।

(٢-اسلام کا نظام حکومت) .... خلاصہ یہ کہ جمہوریت نے کثرت رائے کو (معاذ الله) خدائی مقام دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر مغربی

ممالک میں بد سے بدتر قوانین کثرت رائے کے زور پر مسلسل نافذ کئے جاتے رہے ہیں، اور آج تک کئے جارہے ہیں۔ زنا جیسی بدکاری سے لے کر ہم جنسی جیسے گھناؤنے عمل تک کو اسی بنیاد پر سند جواز عطاء کی گئی ہے، اور اس طرز فکر نے دنیا کو اخلاقی تباہی کے آخری سرے تک پہنچا دیا ہے۔ (احسن الفتاوی، کتاب الجہاد، حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی کے سیاسی افکار - تحریر مولانا محمد تقی عثانی - ۹۵/۶)۔

"(ইসলামের শাসনব্যবস্থা)..... মোটকথা, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) প্রভুত্বের স্থান দিয়ে দিয়েছে যে, সেটির কোনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এর ভিত্তিতেই পশ্চিমা বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের প্রভাবে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর আইনের প্রচলন করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত করে চলছে। এর ভিত্তিতেই যিনা-ব্যভিচারের মতো অন্যায় কাজ থেকে নিয়ে সমকামিতার মতো ঘৃণিত কাজের পর্যন্ত বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বকে চারিত্রিক অধঃপতনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।" (আহসানুল ফাতওয়া ৬/৯৫)।

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামের খেলাফত পদ্ধতি মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শ-উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি ব্যবস্থা। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আর ক্ষমতাশীলদের যাচ্ছেতাই করার কোনোই সুযোগ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মনগড়া যে কোনো আইন তৈরি করা, বিরোধীদের দমন-পীড়ন, জনগণকে নিজেদের গোলামের মতো ভেবে যে কোনো আইন বা করের বোঝা তাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। (মাসিক আল কাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ: ০৭)।

গণতন্ত্র একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে আকাবিরে আসলাফের অবস্থান সুস্পষ্ট। এরপরও উপদেশ, অনুযোগ ও অভিমানের মাধ্যমে এমন একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদকে শুদ্ধ করার পেছনে যে আমরা আমাদের জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করে চলছি, তা কি কূপে মৃত কুকুর রেখেই কূপ পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা নয়? গণতন্ত্র মতবাদকে

ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মেনে নেয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের একটি মন্তব্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

গণতন্ত্রের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের একটি পরামর্শ

মুহতারাম আহলে ইলম: ইসলামের পাশাপাশি গণতন্ত্র চলতে পারে বলে সাধারণ জনগণের যে মত উক্ত জরিপে প্রকাশিত হয়েছে এর অর্থ- গণতন্ত্রের অতটুকুই নেয়া যাবে, যতটুকু শরীয়া অনুমোদন করে। এ বিষয়েও মুসলিম জনগণের সঠিক রাহনুমায়ী দাঈগণের কর্তব্য। (মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ: ০৪)।

এই পরামর্শ কতোটুকু শরিআত সম্মত?

অতি জযবাতি: সুস্পষ্ট একটি কুফরি মতবাদের অংশবিশেষ গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া কতোটুকু শরিআত সম্মত?

দ্বিতীয়ত: গণতন্ত্র ধর্মের যে বিষয়গুলো গ্রহণ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, সেগুলো কি ইসলাম ধর্মে বিদ্যমান আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে সেগুলো ইসলাম ধর্ম থেকে না নিয়ে গণতন্ত্র ধর্ম থেকে নিতে হবে কেনো? আর যদি ইসলাম ধর্মে না থেকে থাকে তাহলে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ার পদ্ধতি কী?

তৃতীয়ত: এই উপদেশ ও মওদুদি মতবাদের ধ্বজাধারীদের আদর্শের মধ্যে কী পার্থক্য? অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্যের ভিডিও আমার সংরক্ষণে আছে। তার বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, গণতন্ত্রের একটি দিক কুফরি অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের অধিকারী জনগণকে বলা। বাকি তিনটি পয়েন্টের সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। তাই পাইকারিভাবে গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ বলা মোটেও ঠিক না।

(ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, গণতন্ত্র ও অধ্যাপক গোলাম আযম)।

অথচ ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখা ব্যক্তিও জানে, কোনো মতবাদ কুফরি হওয়ার জন্য ওই মতবাদের সকল দিক কুফর হওয়া জরুরি নয়। খৃস্টবাদ, ইহুদিবাদের সকল দিক কুফর বিষয়টি এমন নয়। অন্যান্য কুফরি মতবাদেও এমন বিষয় আছে যার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ

নেই। তাই বলে সেগুলো 'ইসলামি খৃস্টবাদ' ও 'ইসলামি ইহুদিবাদ' হয়ে যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে গণতন্ত্রের মতো একটি কুফরি মতবাদের ক্ষেত্রেও 'ইসলামি গণতন্ত্র' ব্যবহার হতে পারে না।

ভোট প্রদানের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের ফাতওয়া

এমন একটি কুফরি মতবাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট প্রদানের ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের একটি মন্তব্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

মুহতারাম আহলে ইলমঃ (ভোট অবশ্যই দিতে হবে) উপরোক্ত আলোচনা পড়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তা হলে তো বর্তমান সমাজে অধিকাংশ আসনের লোকদের ভোট দেওয়াই সম্ভব হবে না। কারণ, এমন লোক তো পাওয়া যাবে না, যার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা যায় এবং এ কারণে অনেকে ভোট দেওয়া থেকে বিরতও থাকেন, এমনকি বহু লোক ভোটার হতেও আগ্রহী হন না। সাধারণ বিবেচনায় এ চিন্তা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এক্ষেত্রে কিন্তু মুদ্রার ভিন্ন পিঠও রয়েছে। তা হচ্ছে, মন্দের ভালো বা তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেওয়া এবং অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। বর্তমানে ভোটকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনায় আনতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কোনো আসনে একজন লোককেও যদি সাক্ষ্য ও ভোট দেওয়ার উপযুক্ত মনে না হয় তবে তাদের মধ্যে যে জন নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে অন্য প্রার্থীর তুলনায় কম খারাপ তাকেই ভোট দিতে হবে। কারো ব্যাপারে যদি খোদাদ্রোহিতা, ইসলাম-দুশমনী, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত থাকে তবে ঐ অসৎ ব্যক্তির বিজয় ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে ভোটারাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। **মোটকথা, গণতন্ত্র ও বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির যতই ত্রুটি থাকুক এর কারণে ভোট দানে বিরত থাকা সমীচীন হবে না;** বরং বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করে, ভেবে-চিন্তে ভোটারাধিকার প্রয়োগ করতে হবে ভাল-মন্দের ভালো অথবা অন্তত কম মন্দের পক্ষে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে কাউকে ভোটদানের অর্থ হবে, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের তুলনায় কিছুটা হলেও ভালো। (মাসিক আল কাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ; ০৮)।

এই ফাতওয়া কতোটুকু উসুলে শরিআহ্ সম্মত?

অতি জযবাতি: আবারও আমাদেরকে পূর্বের ন্যায় সংশয়ে পড়তে হচ্ছে। একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদের গোড়ার বিষয় অগোচরে রেখে সেটির একটি পদ্ধতির ব্যাপারে এভাবে ফাতওয়া দেয়া কতোটুকু উসুলে শরিআহ সম্মত? গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট প্রদান কি শুধু ব্যক্তির ভালো-মন্দের সার্টিফিকেট দেয়া? এর আগ-পরের পর্যায়গুলো নিয়ে মুহতারাম আহলে ইলমদের ভাবার প্রয়োজন নেই? এছাড়াও ভোট প্রদানের অর্থ কি গণতন্ত্রকে মেনে নেয়া নয়?

গুণ দু'টির সমন্বয় অসম্ভব

দ্বিতীয়ত: মুহতারাম আহলে ইলম ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে দু'টি গুণের কথা বলেছেন, ইসলামবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী না হওয়া। কথা হলো, কুফরি সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ দু'টি গুণ একত্রিত হওয়ার পদ্ধতি কী? ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার শিরোনাম ব্যবহার করলে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী তা রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী, আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললে তা ইসলামবিরোধী। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের কথা বললে তা ইসলামবিরোধী, আর এগুলোর বিপক্ষে কথা বললে তা বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রবিরোধী। এছাড়াও প্রার্থীর নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তা-চেতনা বিবেচনার কথা যে মুহতারাম আহলে ইলম বলেছেন, তা কি ইসলামের আলোকে বিবেচ্য হবে নাকি রাষ্ট্রের স্বার্থের আলোকে?

মুহতারাম আহলে ইলমগণের উত্তর কী হবে?

তৃতীয়ত: মুহতারাম আহলে ইলম যদি শুধু ইসলামের শিরোনাম ব্যবহারকারী প্রার্থীকে ভোট দেয়ার কথা বলতেন, দলিলের আলোকে সেটি সমর্থনযোগ্য না হলেও তার একটি পর্যায় ছিলো। কিন্তু ঢালাওভাবে যে ভোট প্রদান করাকে আবশ্যকীয় করে দেয়া হলো, সেক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন আসলে মুহতারাম আহলে ইলমগণ কী উত্তর দেবেন? আমাদের এলাকায় দু'জন প্রার্থী যারা নীতি-নৈতিকতায় উনিশ-বিশ। একজন কাদিয়ানি মতবাদে বিশ্বাসী, অপরজন দেওয়ানবাগির নির্ভেজাল মুরিদ। এক্ষেত্রে আমরা কাকে ভোট দেবো? অথবা আমাদের আসনে দু'জন

প্রার্থীর একজন সদ্য মুসলমান থেকে খৃস্টান হয়ে যাওয়া মুরতাদ, তবে তার নীতি-নৈতিকতা বর্তমান সমাজের দৃষ্টিতে ভালো, অপরজন নামে মুসলমান হলেও সমাজের মানুষ তাকে গালি দেয়া ব্যতীত তার নাম মুখে নেয় না। এক্ষেত্রে আমরা কাকে ভোট দেবো? অথবা আমাদের আসনে দু'জন প্রার্থী। একজনের নীতি-নৈতিকতা সমাজের দৃষ্টিতে খুব ভালো, কিন্তু তাকে ভোট দিলে যে দল ক্ষমতায় যাবে সেটি ইসলামবিদ্বেষী। অপর প্রার্থীকে মানুষ হারামযাদা ছাড়া কথা বলে না, তাকে ভোট দিলে যে দল ক্ষমতায় যাবে তাকে অনেকটা ইসলামবান্ধব মনে করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা কাকে ভোট দেবো? এ জাতীয় হাজারো প্রশ্নের জবাব অবশ্যই মুহতারাম আহলে ইলমদের প্রস্তুত থাকার কথা। অতি জযবাতি তরুণরা সেগুলো গ্রহণ করুক বা না করুক।

ভোট প্রদানের ব্যাপারে কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য

চতুর্থত: আমরা ভোট প্রদানের ব্যাপারে কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য দেখতে পারি।

সাইয়েদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারি (মৃ-১৪২০ হি.)

সাহেবযাদা, সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.

نہ ووٹ ہے، نہ مفاہمت ہے، نہ ان کا وجود برداشت ہے، نہ ان کی تہذیب برداشت ہے......

اسلام آپ سے اطاعت مانگتا ہے۔ آپ سے ووٹ نہیں مانگتا، آپ کی رائے نہیں مانگتا۔ من

يطع الرسول فقد أطاع الله. (ماہنامہ سنابل کراچی، بحوالہ ادیان کی جنگ ص۵۷)۔

"ভোটও নয়, বোঝাপড়াও নয়। তাদের অস্তিত্বও অসহ্যকর, তাদের কালচারও অসহ্যকর।..... ইসলাম আপনার আনুগত্য কামনা করে, আপনার কাছে ভোটও চায় না এবং আপনার রায়ও কামনা করে না। 'যে রাসুলের অনুসরণ করলো সে যেনো আল্লাহর অনুসরণ করলো'।" (মাহনামা সানাবেল করাচি, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৭)।

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ (মৃ-১৪২১ হি.)

(مروجہ طریق انتخاب اور اسلامی تعلیمات) .... ہفتم: موجودہ طریق انتخاب تجربہ

کی کسوٹی پر بھی کھوٹا ثابت ہوا ہے، اس طریق انتخاب سے جو لوگ مسند اقتدار تک پہنچے وہ ملک کی

شکست وریخت کے سوا ملک و قوم کی کوئی خدمت نہ کر سکے، اور جو چیز تجربہ سے مضر ثابت ہوئی ہو اور قوم اس کا خمیازہ بھگت چکی ہو، اس تجربہ کو دوبارہ دہرانا نہ تو شرعاً جائز ہے اور نہ عقلاً ہی اسے صحیح اور درست کہا جاسکتا۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، سیاست ۸/۲۰۲)۔

"(প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলামি শিক্ষা)..... সাত. প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নকল প্রমাণিত হয়েছে। এই নির্বাচন পদ্ধতিতে যারা ক্ষমতার সিংহাসন দখল করেছে, তারা রাষ্ট্রের পতন ও বিপর্যয়সাধন ব্যতীত দেশ ও জাতির কোনো সেবাই করতে পারেনি। আর যা অভিজ্ঞতায় ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে এবং জাতি তার কষ্ট ভোগ করেছে, **সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি শরিআতের দৃষ্টিতেও জায়েয নেই এবং বিবেকও তার অনুমতি দেয় না।**" (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/২০২)।

শাহ হাকিম মুহাম্মাদ আখতার (মৃ-১৪৩৪ হি.)

(اسلام میں جمہوریت کی حقیقت)........جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر نبوت کا اعلان کیا تھا تو الیکشن اور ووٹوں کے اعتبار سے کوئی بھی نبی کے ساتھ نہ تھا۔ نبی کے پاس صرف ایک اپنا ووٹ تھا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے اعلان سے باز آگئے؟ کہ جمہوریت کیوں کہ میرے خلاف ہے، اکثریت کی ووٹنگ میرے خلاف ہے اس لئے میں اعلان نبوت سے باز رہتا ہوں۔ (خزائن معرفت ومحبت صہ ۱۸۳)۔

"(ইসলামে গণতন্ত্র-সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূল্যায়ন)..... রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'সফা' পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেলেন, তখন নির্বাচন ও ভোটের বিবেচনায় কেউই তাঁর সঙ্গে ছিলো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুধুমাত্র নিজের ভোটই ছিলো। তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রিসালতের ঘোষণা থেকে বিরত ছিলেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ যেহেতু আমার বিরুদ্ধে, অধিকাংশের ভোট যেহেতু আমার বিপরীতে, তাই আমি নবুওয়াতের ঘোষণা থেকে বিরত থাকছি।" (খাযায়েনে মা'রেফাত ওয়ামুহাব্বাত পৃ: ১৮৩)।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

রঈস, দারুল ইফতা, জামিআ আশরাফিয়া লাহোর।

اور ووٹ کا استعمال مغربی جمہوری نظام کو عملاً تسلیم کرنا اور اس کی تمام خرابیوں میں حصہ دار بننا ہے، اس لئے موجودہ مغربی جمہوری نظام کے تحت ووٹ کا استعمال شرعاً نا جائز ہے۔ (ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۳۲، شمارہ نمبر ۱۱، بحوالہ ادیان کی جنگ ص ۵٦)۔

"ভোটের ব্যবহার মূলত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কার্যত মেনে নেয়া এবং সেটির সকল অন্যায়ের অংশীদার হওয়াকে সাব্যস্ত করে। **এজন্য প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে ভোটের ব্যবহার শরিআতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।"** (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/৩২, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৬)।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুবাদ উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, **কেউ বলবে ভোট আমানত, কেউ বলবে ভোট ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব, কেউ বলবে ভোট হচ্ছে সাক্ষ্য। ভোট যাই হোক না কেনো; আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি। সাক্ষ্য সর্বদা হকের ব্যাপারে দেয়া হবে। যে বাতিল শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তার সমর্থনে ভোট দেয়া সেই বাতিল নেযামকে মেনে নেয়া যে, এই বাতিল শাসনব্যবস্থা সঠিক। আপনি শাহাদত-সাক্ষ্য বলছেন তো আমি শাহাদত মেনে নিচ্ছি, আপনি ওকালত-প্রতিনিধিত্ব বলছেন তো আমি ওকালত মেনে নিচ্ছি, আপনি আমানত বলছেন তো আমি আমানত মেনে নিচ্ছি। আপনি যাই বলতে চান বলুন, কিন্তু আপনি বলুন তো, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, এই নাপাক শাসনব্যবস্থা, ইংরেজদের দেয়া শাসনব্যবস্থা; এটাকে কার্যকরভাবে মেনে নেয়া নয় কি? উত্তর দিন, আপনারা ফাতওয়া দিন, এটাকে কার্যকরভাবে মেনে নেয়া নয় কি?**

(ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, মুফতি তাকি উসমানি (দা. বা.)র আশ্চর্য সংশয়' ২০.৪২ মি. - ২১.৩৯ মি.)।

আমাদের বুযুর্গদের মানহাজের মূল্যায়ন

এক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন এসে যায়, আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে যাঁরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের এ মানহাজের মূল্যায়ন কী হবে?

এ ব্যাপারে আমাদের স্বল্প জ্ঞানের সাধারণ মূল্যায়ন হচ্ছে, সে সকল বুযুর্গের ইখলাস ও দ্বীনের প্রতি দরদের ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। "ولا أزكي على الله أحداً"। তবে ইসলামি খিলাফতের পতনের পর বা বলতে গেলে ইসলামের শক্তি ও কর্তৃত্ব বিলুপ্তির পর ইসলামের শক্তি, কর্তৃত্ব ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার যুগ যুগ ধরে চলে আসা নববি তরিকা গ্রহণ না করে শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দেয়ায় যে সকল বাস্তবতার সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এ বিষয়ে পাঠকদের সামনে কয়েকটি কথা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

এক. আকাবিরের অনেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন। আমি এখানে কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য উল্লেখ করছি, যাদের অধিকাংশই পাকিস্তানের। যে পাকিস্তানের জন্মই হয়েছিলো ইসলামের শিরোনামে। সে পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বলা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা থেকে গ্রহণ করার মতো শিক্ষণীয় উপাদান বহু রয়েছে। তবে শিক্ষা তো তারাই গ্রহণ করবে যাদের শিক্ষা গ্রহণ করার মতো মানসিকতা আছে।

আকাবিরের মন্তব্য থেকে

আতহার আলি সিলেটি (মৃ-১৩৯৬ হি.)

মাওলানা আতহার আলি রহ. জীবনভর প্রচলিত অর্থের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে নিজের বড়ো ছেলেকে রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর অসিয়ত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, মাওলানা আতহার আলি রহ. অবশ্যই ইসলামি আইন বাস্তবায়নের ফরয দায়িত্ব পালনার্থে প্রচেষ্টাস্বরূপ রাজনীতি করেছেন।

তো এমন একটি ফরয দায়িত্ব পালন না করার অসিয়ত তিনি করতে পারেন না। সুতরাং অনিবার্য বাস্তবতা এটাই যে, তাঁর নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক হচ্ছে প্রচলিত ধারায় ইসলামি আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার সঙ্গে। কারণ তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, এ পদ্ধতিতে কখনই ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই নববি তরিকা পরিপন্থী এ পদ্ধতি থেকে দূরে থাকার অসিয়ত করে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আমি উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর জীবন চরিত থেকে অসিয়তের বিষয়টি তুলে ধরছি।

(فرزند ارجمند کو وصیت) حضرت رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک معتد بہ حصہ میدان سیاست میں صرف کرنے کے بعد دور حاضر کی سیاست سے آپ کو جو تلخ تجربہ حاصل ہوا تھا، اسکی بناء پر آپ نے اپنے بڑے صاحبزادہ فرزند ارجمند حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو جو فی الحال جامعۂ امدادیہ کے مہتمم اور شہیدی مسجد کے خطیب اور متولی ہیں بعض مصلحت کی بناء پر سیاست سے علیحدہ رہنے کی وصیت فرمائی تھی، جسکی عبارت یہ ہے- "میری وصیت ہے کہ تم سیاست میں حصہ نہ لینا، اس لئے کہ میں نے سیاست میں حصہ لیکر بہت تلخ تجربہ حاصل کر چکا ہوں کہ اپنے لوگ غداری کرتے ہیں"۔(حیات اطہر از شفیق الرحمن جلال آبادی ص۲۶۹-۲۷۰)۔

"(সন্তানকে অসিয়ত) হযরত রহ. নিজের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিক ময়দানে ব্যয় করা সত্ত্বেও বর্তমানের রাজনীতি থেকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে, সেটির ভিত্তিতে তিনি তাঁর বড়ো ছেলে মাওলানা আনওয়ার শাহকে -যিনি বর্তমানে জামিআ ইমদাদিয়ার মুহতামিম ও শহিদি মসজিদের খতিব ও মুতাওয়াল্লি- বিভিন্ন মাসলাহাতে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য অসিয়ত করেছেন। অসিয়তের মূলপাঠ এরূপ- 'আমার অসিয়ত হচ্ছে, তুমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, আপন লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (হায়াতে আতহার পৃ: ২৬৯-২৭০)।

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ (মৃ-১৪২১ হি.)

اب رہا آخری سوال کہ ملک وملت اور دین ومذہب کے حق میں یہ انتخاب کس حد تک مفید اور بار آور ہوں گے؟ اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کریگا۔ لیکن گذشتہ تجربات اور موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان انتخابات سے (سوائے تبدیلی اقتدار کے) خوش کن توقعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، سیاست ۸/ ۱۸۴)۔

"এখন আছে শেষ প্রশ্নটি; দেশ ও জাতি এবং দ্বীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই নির্বাচন কতোটা উপকারী ও ফলদায়ক? এটির ফয়সালা তো ভবিষ্যতই করবে। **কিন্তু বিগত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অবস্থার উপর যদি দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে এটিই অনুভূত হয় যে, এ সকল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ছাড়া কাঙ্খিত কোনো কিছু আশা করা যায় না।"** (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/১৮৪)।

মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি (মৃ-১৪২২ হি.)

حیرت تو ان حضرات پر ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں- "موجودہ سیاست میں حصہ لینے سے ہمارا مقصود ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم کرنا ہے"

مگر پھر بھی وہ سیاسی کاموں میں احکام اسلام کی پروا نہیں کرتے، غیر مشروع تدابیر اختیار کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے:

"آپ تو اسلامی نظام قائم کرنے کے مدعی ہیں مگر آپ خود اسلام نافذ کرنے کے لئے جو طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ غیر اسلامی اور ناجائز ہے"

تو جواب دیتے ہیں:

"اگرچہ یہ طریقے ناجائز ہیں مگر ان کے بغیر اسلام لانا ممکن نہیں، اس لئے اب تو جائز ناجائز کی پروا کئے بغیر اقتدار حاصل کرنے کی جد وجہد لازم ہے، اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد پورے طور پر اسلام نافذ کر دیں گے"

یہ محض دھوکہ ہے، ہمیں ان کی نیت پر شبہ نہیں، مگر انکا طریق کار ایسا ہے کہ اس سے نفاذ اسلام کی توقع ہر گز نہیں کی جاسکتی، کیونکہ غیر اسلامی طریقوں سے بے دینوں کی کامیابی تو ممکن ہے مگر دینداروں کو اوّلاً تو کامیابی ہوگی نہیں، اور اگر صورۃ کامیابی ہو بھی گئی تو اسکے نتیجہ میں اسلام نہیں آئے گا بلکہ اسلام کے نام کا کوئی اور چیز ہوگی، اور صورۃ جو کامیابی ہوگی وہ بھی چند روز سے آگے نہ بڑھے گی، جب اس کی بنیاد ہی کمزور تھی تو اس پر عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ (احسن الفتاوی، کتاب الجہاد ۶/ ۴۳)۔

“আফসোস তো হয় ওই সকল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যারা দাবি করে, ‘প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে সহিহ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।’ অথচ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ইসলামি বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং শরিআত পরিপন্থী কৌশল অবলম্বন করে।

যখন তাদেরকে বলা হয়; আপনারা তো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবিদার। কিন্তু আপনারা ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করছেন, তা তো অনৈসলামিক এবং নাজায়েয।

তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলে, ‘যদিও এ পদ্ধতি নাজায়েয, কিন্তু তা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য এখন তো জায়েয-নাজায়েযের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। ক্ষমতা অর্জিত হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করবো।’

এটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিয়তের ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করছি না; কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি এমন, যার মাধ্যমে কখনই ইসলাম বাস্তবায়নের আশা করা যায় না। কেননা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে দ্বীনহীনদের জন্য তো সফলতা অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু দ্বীনদারদের জন্য প্রথমত সফলতা অর্জন করাই সম্ভব নয়। আর যদি বাহ্যত সফল হয়েও যায়, তবুও সেটির পরিণামে ইসলাম আসবে না, বরং ইসলামের নামে অন্য কিছু হবে। বাহ্যত যে সফলতা অর্জন হয়েছে, তাও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যেহেতু তার ভিত্তিই দুর্বল ছিলো, তো সেটির উপর বিল্ডিং কীভাবে টিকে থাকবে?” (আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪৩)।

মুফতি নিযামুদ্দিন শামেযি শহিদ (মৃ-১৪২৫ হি.)

শাইখুল হাদিস, জামিআ বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান।

(بنیاد پرستی کیا ہے؟) ....اڑتالیس (۴۸) سال علماء نے انتخابی اور جمہوری سیاست میں ضائع کئے.......میں دعویٰ سے کہتا ہوں.......کہ اس طرز حکومت سے اڑتالیس (۴۸) ہزار سال میں بھی اسلام نہیں آئے گا۔

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں: بقول اقبال!

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں + بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔

لہذا اس طرز عمل پر محنت نہ کرے بلکہ نوجوانوں پر محنت کریں........ان کا ذہن بنائیں، امریکہ اور یہودی منصوبے انہیں بتادیں........ اور پہلے خود اس کو سمجھے۔(خطبات شامزی، علماء کرام اور ان کی ذمہ داریاں ا/ ۲۰۳-۲۰۴)۔

"..... নির্বাচন পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে উলামায়ে কেরাম আটচল্লিশটি বছর নষ্ট করেছে।..... আমি জোরদাবি করে বলছি..... এই ব্যবস্থাপনায় আটচল্লিশ হাজার বছরেও ইসলাম আসবে না।"

কবি ইকবালের কথা অনুযায়ী; গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যাতে মানুষদেরকে গণনা করা হয় কিন্তু মাপা হয় না।

সুতরাং এ কর্মপন্থায় শ্রম ব্যয় না করে তরুণদের নিয়ে মেহনত করুন।..... তাদের মানসিকতা তৈরি করুন। মার্কিন ও ইহুদি অভিসন্ধি তাদের বুঝিয়ে দিন।..... প্রথমে নিজেও বিষয়টি বুঝে নিন।" (খুতুবাতে শামেযি ১/২০৩-২০৪)।

دنیا میں اللہ تبارک وتعالیٰ کا دین ووٹ کے ذریعے سے، مغربی جمہوریت کے ذریعے سے غالب نہیں ہو گا، اس لئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دشمنوں کی اکثریت ہے، فساق وفجار کی اکثریت ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ بندوں کو گننے کا نام ہے تولنے کا نہیں........ دنیا میں جب بھی اسلام غالب ہو گا تو اس کا واحد راستہ وہی ہے جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا

اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ (ماہنامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۳۳-۳۴، شمارہ نمبر ۱۱، بحوالہ ادیان کی جنگ ص ۵۸)۔

"আল্লাহ তাআলার দ্বীন পৃথিবীতে ভোটের মাধ্যমে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করতে পারবে না। কেননা পৃথিবীতে ফাসেক-ফাজের দুষ্টমতি ও দুশমনদের আধিক্যতা। আর গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষদেরকে গণনা করার নাম, মাপার নাম নয়।..... **পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, যেটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে জিহাদ-কিতালের রাস্তা।"** (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/৩৩-৩৪, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৮)।

শাইখুল হাদিস আজিজুল হক (মৃ-১৪৩৩ হি.)

গোলাপ কুড়ি: আমরা জানি, রাজনৈতিক ময়দানেও আপনি একজন শীর্ষনেতা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে আপনার রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হবে কি মনে করেন?

শাইখুল হাদীস: **প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতির নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো খুবই কঠিন।** মানবতার সত্যিকার মুক্তি নিশ্চিত করার একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা। (অন্তরঙ্গ আলোকে শাইখুল হাদীস রহ. পৃ: ১২৮)।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

রঈস, দারুল ইফতা, জামিআ আশরাফিয়া লাহোর।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের এ সংক্রান্ত অংশের অনুবাদ উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, **আমরা বুযুর্গদের প্রতি সালাম নিবেদন করছি। আমরা বুযুর্গদের সম্মান করি। আমরা বুযুর্গদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করি না। কিন্তু বুযুর্গদের এ কাজকে কিছু মৌলিক, কিছু অপরাগতা অথবা জরুরত বা ইজতিহাদি ভুল মনে করুন। যে ব্যাখ্যাই করুন না কেনো; কিন্তু অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় এই হযরতদের এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কামিয়াব হতে পারেনি। সুতরাং** "لا يلدغ

"المؤمن من جحر واحد مرتين" মুমিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। পঞ্চাশ বছরের চেয়েও বেশী সময় আমরা লোকদের কাছে ভোট চেয়েছি। লোকেরা আমাদের ভোট দিয়েছে। কখনো এমনও হয়েছে যে, আমাদের পঁচাশি মেম্বার-সংসদ সদস্য অর্জন হয়েছে, জাতীয় এসেম্বলিতে যথেষ্ট আধিক্যতা অর্জন হয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, কোন ইসলামি বিধানটা এসেছে? তাঁরা বলে, আমরা প্রতিরক্ষা করছি। প্রতিরক্ষা কাকে বলে? নারী অধিকার বিল পাস হয়েছে। কেউ এটাকে প্রতিহত করতে পেরেছে? জবাব দিন! (সংসদে কিছু) বলা তো উদ্দেশ্য নয়। প্রতিরক্ষার অর্থ তো হচ্ছে কাজটাকে রুখে দেয়া। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো আগে বুঝে নিন। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো শুধুমাত্র বলা নয়। প্রতিরক্ষার অর্থ তো হচ্ছে রুখে দেয়া। কে রুখেছে সে বিলকে? পাস হয়েছে কি না বলুন? আমি আরয করবো, আল্লাহর ওয়াস্তে আগে বাস্তবতা বুঝুন! হে মৌলবিরা তাওবা করুন! আমি বলছি, আমি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ নিয়েছি। ৭০ সালে আমি মাওলানা সদরুশ শহিদের প্রার্থী ছিলাম। পাসও করেছি। ষাট হাজার ভোটের ব্যবধানে পাস করেছি। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি এই গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছি। আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করুন! আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি, আপনারাও তাওবা করুন এবং খিলাফত শাসনব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের মূল ভিত্তি অনুসারে ময়দানে আসুন! ঘাবড়াচ্ছেন কেনো? আসুন! ময়দানে আসুন! দেখুন! ইসলামি শাসনব্যবস্থা আসে কি না!

(ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, মুফতি তাকি উসমানি (দা. বা.)র আশ্চর্য সংশয়' ২২.০৪ মি. - ২৪.২৪ মি.)।

শাইখুল হাদিস সালিমুল্লাহ খান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

শাইখুল হাদিস মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো;

"کیا انتخابی سیاسی نظام یا جمہوری نظم کے تحت اسلامی نظام کا نفاذ ممکن ہے؟"

"নির্বাচন পদ্ধতিতে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবায়ন কি সম্ভব?"

তিনি উত্তরে বলেছিলেন-

نہیں! ایسا ممکن نہیں ہے۔نہ انتخابات کے ذریعے اسلام لایا جاسکتا ہے،نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لایا جاسکتا ہے۔ جمہوریت میں کثرت رائے کا اعتبار ہوتا ہے اور اکثریت جہلاء کی ہے جو دین کی اہمیت سے واقف نہیں۔ ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ (ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، جلد ۸، شمارہ نمبر ۱۱، سرورق، بحوالہ ادیان کی جنگ ص ۵۸)۔

"না! এটি সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলাম আনা যাবে না এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমেও ইসলাম আনা যাবে না। গণতন্ত্রে রায়ের আধিক্যতার বিবেচনা করা হয়। আর আধিক্যতা হচ্ছে মূর্খদের, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অবগত নয়। তাদের কাছে কিছু আশা করা যায় না।" (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, খ: ৮, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ পৃ: ৫৮)।

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

সুতরাং এ ব্যবস্থায় যে শান্তি বা কল্যাণের আশা করা যায় না এবং এ পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান লোকজনের সরকার গঠিত হওয়া যে অনেকটা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। (মাসিক আল কাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ: ০৭)।

আকাবিরের অভিজ্ঞতার বাস্তবায়ন

দুই. আকাবিরের অভিজ্ঞতা বাস্তবতায় প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি তুরস্ক, ইয়ামেন, তিউনিসিয়া এবং সর্বশেষ মিসরে ইসলামি শিরোনাম ব্যবহারকারী গণতান্ত্রিক দলগুলো বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে ক্ষমতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করা তো দূরের কথা, এক মিনিটের জন্যও গণতন্ত্রের একটি মৌলিক ধারাও পরিবর্তন করতে পারেনি বা পরিবর্তনের কোনো ফিকির তাদের মনের ধারে-কাছে এসেছে বলেও কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।

অথচ এর বিপরীতে আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদরা জিহাদের মাধ্যমে বিজয় লাভ করার পরপরই খিলাফতের ঘোষণা দিয়ে পর্যায়ক্রমে

ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছিলো। এখনও বিশ্বের যে সকল অঞ্চল সহিহ্ মানহাজের মুজাহিদদের দখলে রয়েছে, সেখানে তারা পর্যায়ক্রমে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করে চলছে। পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা আমরা আরবের একটি প্রবাদ বাক্যের আলোকে বুঝতে পারি। আরবের একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ হচ্ছে- "الغالب بسيفه هو الغالب برأيه"।

শত্রুর পাতানো ফাঁদে পা

তিন. শত্রুর পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আমরা কীভাবে ধারণা করলাম যে, শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবো! শত্রুর বিছানো জালের ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে শত্রু অধিক অবগত হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়াও খিলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য যুগ যুগ ধরে চলে আসা নববি তরিকা গ্রহণ না করে যে পদ্ধতিতে ইসলামি খিলাফতের পতন ঘটানো হলো, সে পদ্ধতিতেই খিলাফত পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত!

কিছু ভয়ঙ্কর বাস্তবতা

চার. ইসলামি শিরোনাম ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় যে সকল ভয়ঙ্কর বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, তার মধ্যে একটি মৌলিক বাস্তবতা হচ্ছে, জনসাধারণকে এখন আর বুঝানো যাচ্ছে না যে, গণতন্ত্র একটি কুফরি বা অসার মতবাদ। কারণ 'নির্বাচনই যে শুধু গণতন্ত্র নয়' এটা বুঝার মতো অবস্থা সাধারণ জনগণের নেই। সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখে চলছে যে, হুযুররাও গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে।

এর চেয়েও ভয়ঙ্কর বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের বুযুর্গরা যাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা গণতন্ত্রকে কুফরি মনে করেই বিভিন্ন ব্যাখ্যাসাপেক্ষ (চাই সে ব্যাখ্যা সমাদৃত হোক বা না হোক) তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দলের অনেক কর্মী গণতন্ত্রকে এখন আর কুফরি মতবাদ মানতে প্রস্তুত নয়। কোনো কোনো মুলহিদ তো ইতোমধ্যে উমর রাযি.কে গণতন্ত্রের প্রবর্তক বানিয়ে দিয়েছে। إنا لله وإنا إليه راجعون।

জিহাদি চেতনা উজ্জীবনের পথে প্রতিবন্ধক

পাঁচ. খিলাফত প্রতিষ্ঠার এ পদ্ধতি সাধারণ মুসলমান তো বটেই উলামা-তলাবাদের অন্তর থেকে জিহাদি চেতনা নির্মূল করার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলেছে। বলতে গেলে জিহাদি কর্মকাণ্ড এবং জিহাদি চেতনা উজ্জীবনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষকরে যখন কোনো কোনো মুলহিদ এ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, 'বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ মানে আত্মহত্যা করা এবং নির্বাচনই হচ্ছে জিহাদ', তখন নির্বোধ ভক্ত-মুরিদরা এই ঝুঁকিমুক্ত অস্ত্রবিহীন জিহাদ (?) করেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগলো। প্রজন্ম বুঝে নিয়েছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই যেহেতু মূল উদ্দেশ্য, তাহলে বুযুর্গদের সমর্থিত এ পদ্ধতিতে চেষ্টা করলে দায়িত্বও আদায় হয়ে যাবে এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপন করা যাবে। সুতরাং অপাত্রে (?) জীবন বিলিয়ে দেয়ার মতো বোকামো আর হতে পারে না।

কিন্তু প্রজন্ম ভুলেই গেছে যে, জিহাদ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, একটি ফরয দায়িত্ব। খিলাফত প্রতিষ্ঠাই শুধু জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রজন্ম জিহাদের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও ফযিলত সবই ভুলে গেছে। প্রজন্ম আর ভাবতে পারছে না যে, ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত জিহাদ কখনই শত্রুদের আঁকা ছকে আদায় হতে পারে না।

জিহাদের শাব্দিক অর্থের ব্যাপকতাকে পুঁজি করে যদিও বুযুর্গদের কেউ কেউ তাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে জিহাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমাদের জানা মতে তাঁদের কেউই সশস্ত্র জিহাদকে অস্বীকার করেননি এবং এর মাধ্যমে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে; এমনটি মনে করেননি। কেউ করে থাকলে সেটিও শরিআতের দলিলের আলোকেই বিবেচ্য হবে।

অতি জযবাতি তরুণদের হৃদয়ের আকুতি

এ সকল অপ্রীতিকর বাস্তবতার সাক্ষী হয়ে মুহতারাম আহলে ইলমদের দরবারে অতি জযবাতি তরুণদের হৃদয়ের আকুতি কী হতে পারে? ছোটোকাল থেকে মওদুদিবাদবিরোধী সেমিনার-আলোচনা সভায় বড়োদের মুখে মওদুদিবাদের ভ্রান্তি শুনে এসেছি। তাদের ভ্রান্তির

তালিকায় ছিলো 'গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলাম যুক্ত করে ইসলামি গণতন্ত্র বলা'। বড়োদেরকে এভাবে বলতে শুনেছি, 'তারা আজ ইসলামি গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে, আগামীকাল ইসলামি মদ তৈরি করবে'। তাদেরকে জিহাদের অপব্যাখ্যার দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করতে শুনেছি। আজ যখন অপব্যাখ্যার ময়দানে হকের দাবিদার কেউ কেউ তাদেরকে অতিক্রম করে চলছে, তখন কোনো এক অদৃশ্য শক্তির অশুভ হাত আহলে ইলমদের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিয়েছে, নিশ্চল করে দিয়েছে তাঁদের ক্ষুরধার কলমকে।

আহলে ইলম গবেষকগণ কি ভাববেন এসকল বাস্তবতা কিসের প্রতিফলন! এটি কি মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর কথার বাস্তবতা নয়? কূপে মরা কুকুর রেখেই আমরা পানি পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। যারফলে পানি তো পরিষ্কার হচ্ছেই না, বরং দুর্গন্ধ কূপকে অতিক্রম করে আশেপাশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলছে। কিন্তু দিনে দিনে সে দুর্গন্ধ আমাদের নিকট সহনীয় হয়ে গেছে আর আমরা মনে করেছি দুর্গন্ধ কমে গেছে। যে দুর্গন্ধের কারণে আমরা একসময় নাকে রুমাল দিয়েছি, সে দুর্গন্ধেই আমরা এখন নির্দ্বিধায় বসবাস করছি।

একটি চুটকি

একটি চুটকি মনে পড়লো। মা তার ছোটো ছেলেকে নিয়ে এক বস্তিতে ভাড়া বাসায় উঠেছে। ছেলে প্রথমদিন এসেই বললো, মা! এখানে তো অনেক দুর্গন্ধ; এখানে থাকবো কীভাবে? মা বললো, আস্তে আস্তে কমে যাবে। একমাস পর ছেলে নিজ থেকেই বলে ফেললো, হাঁ, মা! দুর্গন্ধ দেখি কমে গেছে। মা বললো, বলছি না দুর্গন্ধ কমে যাবে!

দুর্গন্ধ কি আসলে কমে গেছে নাকি সয়ে গেছে? এভাবেই মূলত সমস্ত কুফরি মতবাদ, সমস্ত 'মুনকারাত' আমাদের কাছে সহনীয় হয়ে উঠছে। সহনীয় হওয়াতে কি তার বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে নাকি আমাদের উদাসীনতায় আরো কঠিনভাবে আঘাত করবে! বরং কঠিনভাবে আঘাত করে চলছে, যার বাস্তবতা প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে। إنما أشكو بثي وحزني إلى الله।

مفتی محمد شفیع رح نے فرمایا: اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اگر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابلہ میں موجود ہوں تو وہ کسی مذہب دوست مسلمان کے لئے ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتیں، بالخصوص جب کہ وہ مصالح بھی محض موہوم اور خیالی ہوں۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول ۱/۲۱-۲۲)۔

কয়েকটি মৌলিক নিবেদন

{এক}

মুসলমানকে কাফের ও কাফেরকে মুসলমান বলা; দু'টোই অপরাধ

'নাওয়াকেযুল ঈমান' ঈমান ভঙ্গ বা কুফরের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি কথা প্রায়ই শুনতে হয়; শুধু শুধু কাউকে কাফের সাব্যস্ত করায় কী লাভ? বাস্তবে মুসলমান হয়ে থাকলে তাকে কাফের বা মুরতাদ বলা তো জঘন্যতম অপরাধ। এটি খারেজি সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টতা।

এই শ্রেণির লোকগুলো ভুলে গেছে যে, একজন মুসলমানকে কাফের বলা যেমনিভাবে জঘন্যতম অপরাধ, তেমনিভাবে কোনো কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলাও ভয়ঙ্কর অপরাধ। উসুলের প্রথম অংশটি মনে রেখেছে আর দ্বিতীয় অংশ ভুলে যাওয়াই নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করেছে। এই লোকগুলো খারেজি হওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিজের অজান্তে কখন যে 'মুরজিয়া'র খাঁচায় ঢুকে পড়েছে তা উপলব্ধি করতে পারেনি। মনে রাখতে পারেনি যে, খারেজিরা সুস্পষ্ট কুফরি বিশ্বাস ও কথা-কাজের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফের বলার কারণে খারেজি হয়নি, বরং তারা খারেজি হয়েছে কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া মুসলমানকে কাফের বলার কারণে। 'আ'মালে মুকাফফিরা'য় লিপ্ত হওয়া লোকদের কাফের বলায় খারেজি হয়নি, বরং 'আ'মালে মুফাসসিকা'য় লিপ্ত হওয়া মুসলমানকে কাফের বলায় খারেজি হয়েছে। সুস্পষ্ট কুফরি বিশ্বাস ও কথা-কাজের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফের-মুরতাদ বলার কারণে যদি খারেজি হতে হয়, তাহলে

এ শ্রেণির খারেজিদের তালিকায় সর্বপ্রথম নামটি আসবে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নাম। এ তালিকায় আরো যাদের নাম আসবে সেটি এই বিশেষ শ্রেণির লোকেরা আমাদের কাছে চাইলে আমরা তৈরি করে দেবো, ইনশাআল্লাহ।

আকাবিরের বক্তব্য থেকে

মুসলমানকে কাফের বলা এবং কোনো কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলা; দু'টোই যে জঘন্যতম অপরাধ, এ বিষয়ে দুয়েকজন আকাবিরে আসলাফের কথা উল্লেখ করছি-

ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি আলজুওয়াইনি (মৃ-৪৭৮ হি.)

ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، **لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين.** (الشفا للقاضي عياض، فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين ٢/٢٧٧، إكفار الملحدين صــ٢٧).

"এ ধরনের কারণেই আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক কর্তৃক এক মাসআলা সংক্রান্ত করা প্রশ্নের উত্তরে আবুল মাআলি রহ. অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এ মাসআলায় ভুল করা বড়ো কঠিন। **কেননা কোনো কাফেরকে মিল্লাতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা এবং কোনো মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়া; দু'টোই দ্বীনের মধ্যে ভয়াবহ।"** (আশশিফা ২/২৭৭, ইকফারুল মুলহিদিন পৃ: ২৭)।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি (মৃ-১৩৯৩ হি.)

کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں جانب سے نہایت ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں صورتوں پر شدید نکیر فرمائی ہے..............

لیکن آج کل اس کے بر عکس یہ دونوں معاملے اس قدر سہل سمجھ لئے گئے ہیں کہ کفر واسلام اور ایمان وارتداد کا کوئی معیار اور اصول ہی نہ رہا۔

ایک جماعت ہے جس نے تکفیر بازی کو ہی مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ذرا سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات کسی سے سرزد ہوئی اور ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگا، ادنیٰ ادنیٰ فرعی باتوں پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ ادھر ان کے مقابل دوسری جماعت ہے جن کے نزدیک اسلام وایمان کوئی حقیقت محصلہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، خواہ قرآن وحدیث اور احکام اسلامیہ کا انکار اور توہین کرتا ہے، ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب باطلہ کی طرح اسلام کو بھی محض ایک لقب بنا دیا کہ عقائد جو چاہے رکھے، اقوال واعمال میں جس طرح چاہے آزاد رہے، وہ بہرحال مسلمان ہے۔ اور اس کو اپنے نزدیک وسعت خیال اور وسعت حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور تمام سیاسی مصالح کا محور ومدار اسی کو بنا رکھا ہے۔

(جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول ۱/۲۰-۲۱)۔

"কোনো মুসলমানকে কাফের বা কোনো কাফেরকে মুসলমান আখ্যা দেয়া; দু'টোই জঘন্য ব্যাপার। কুরআন কারিমে উভয় ব্যাপারে কঠিন ধমকি উল্লেখ হয়েছে।...............

কিন্তু বর্তমানে এর বিপরীতে উভয়ক্ষেত্রে এতোটা শিথিলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, কুফর ও ইসলাম এবং ঈমান ও ইরতিদাদের কোনো মানদণ্ড ও মূলনীতিই থাকেনি।

একটি দল আছে যারা কাফের আখ্যা দেয়াকেই নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে। কারো থেকে সামান্য শরিআত পরিপন্থী বরং রুচি পরিপন্থী কিছু প্রকাশ পেলেই তাকে কুফরের ফাতওয়া দিয়ে দিচ্ছে। সামান্য থেকে সামান্যতর শাখাগত বিষয়ে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিচ্ছে। এর বিপরীতে আরেকটি শ্রেণি আছে, যাদের দৃষ্টিতে ইসলাম ও ঈমানের কার্যত কোনো বাস্তবতা নেই। বরং তারা যেই মুসলমান হওয়ার দাবি করে তাকে মুসলমান মনে করে, যদিও সে কুরআর-হাদিস এবং ইসলামি বিধি-বিধানকে অস্বীকার বা অবমাননা করতে থাকে। তাদের মতে ইসলামের পরিধিতে সবধরনের কুফর খাপ খায়। তারা অন্যান্য বাতিল ধর্মের ন্যায় ইসলামকেও শুধুমাত্র একটি পরিভাষা বানিয়ে দিয়েছে

যে, আকিদা যাই হোক না কেনো, কথা ও কাজে যা ইচ্ছে তাই করুক না কেনো; সর্বাবস্থায় সে মুসলমান। এবং এটিকে নিজেদের মতে প্রশস্ত চিন্তা এবং উন্মুক্ত মানসিকতা হিসেবে প্রকাশ করে। আর সমস্ত রাজনৈতিক 'মাসলাহাত'র মানদণ্ড ও পরিধি এটিকেই বানিয়ে রেখেছে।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/২০-২১)।

মুফতির ফাতওয়া কাউকে কাফের-মুসলমান বানায় না

এটা তো বুঝা গেলো যে, কোনো কাফেরকে মুসলমান বলা বা কোনো মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করা জঘন্যতম অপরাধ। তবে এ বিষয় সকলেরই জানা আছে যে, মুফতির ফাতওয়া কাউকে কাফের-মুসলমান বানায় না। সাধারণত যাদেরকে মুসলমান মনে করা হয়, তাদের কেউ কোনো অপ্রকাশ্য কারণে আল্লাহ তাআলার নিকট কাফের হতে পারে। এর বিপরীতে যাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তাদের কেউ অপ্রকাশ্য বিশেষ কোনো ওযরে আল্লাহ তাআলার কাছে মুমিন হতে পারে। এই সত্য সত্য হওয়া সত্ত্বেও একজন মুফতিকে বাহ্যত কথা-কাজ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতে হয়।

কাফের-মুরতাদকে মুসলমান সাব্যস্ত করার ভয়াবহতা

সাধারণত মনে করা হয়, একজন কাফের-মুরতাদকে মুসলামান বলার চেয়ে একজন মুসলমানকে কাফের-মুরতাদ সাব্যস্ত করা অধিক জঘন্য। এটি তার আপন জায়গায় ঠিক আছে এবং এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা কাম্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য বিবেচনায় একজন কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলার মধ্যে এর চেয়েও অধিক ভয়াবহতা রয়েছে। কেননা বাহ্যত কুফরি কথা-কাজ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যদি কাউকে সতর্কতামূলক কাফের-মুরতাদ বলা না হয়, তাহলে আরো হাজারো-লাখো মানুষ এই কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তখন আর এটিকে কুফর মনে করবে না বা কুফর মনে করলেও যেহেতু এ কুফরের কারণে সে কাফের-মুরতাদ হচ্ছে না, তাই তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে না। এর বিপরীতে বাহ্যত কুফরের কারণে যদি এক শ্রেণিকে কাফের-মুরতাদ ফাতওয়া দেয়া হয়, তাহলে হাজারো-লাখো মানুষের ঈমান ঠিক হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে কি এটি উদ্ভাসিত সূর্যের ন্যায় একটি বাস্তবতা নয়!

আজ যদি মানবরচিত আইনের বাস্তবায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতার মতো সুস্পষ্ট কুফরের কারণে মুহতারাম আহলে ইলমগণ এক শ্রেণিকে কাফের-মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করতেন, তাহলে হাজারো-লাখো মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ শ্রেণিরও অনেকের ঈমান শুদ্ধ হয়ে যেতো। "النصح لكل مسلم" এর প্রতিফলন কি এই অবস্থান গ্রহণ করলে অধিকহারে পরিলক্ষিত হতো না!

"وتكفيرٍ جدَّد إيماناً"

কিন্তু, না! মুহতারাম আহলে ইলমগণ 'মু'তাদিল' (?) থাকতে চেয়েছেন, আর অতি জযবাতি তরুণদের হৃদয়ের আকুতি অনুভব না করে তাদেরকে বাম হাতে ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিতে পছন্দ করেছেন। "رُبَّ عقوبةٍ أورثت صلاحاً وقصاصٍ ردع ظلماً وموتٍ أحيا نفوساً" আরবের এই প্রবাদের সঙ্গে অতি জযবাতি তরুণরা আরেকটি অংশ যোগ করতে চেয়েছে; "وتكفيرٍ جدَّد إيماناً"। কিন্তু মুহতারাম আহলে ইলমগণ এটিকে মূল্যায়ন করেছেন তাদেরকে খারেজি হওয়ার অপবাদ দিয়ে। فالله يحكم بيننا وبينهم يوم القيامة।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. (মৃ-১৩৯৩ হি.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

এ বিষয়ক মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. এর আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন-

لیکن یاد رہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کجروی اور افراط و تفریط کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں۔ اسلام نے اپنے پیرووں کے لئے ایک آسمانی قانون پیش کیا ہے، جو شخص اس کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرے اور کوئی تنگی اپنے دل میں اس کے ماننے سے محسوس نہ کرے وہ مسلمان ہے، اور جو اس قانون الٰہی کے کسی ادنیٰ حکم کا انکار کر بیٹھے وہ بلا

شبہ وبلا تردد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے دائرۂ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے، اور اس کے ذریعہ اسلامی برادری کی مردم شماری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو غیرت ہے۔ اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔

اور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اگر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابلہ میں موجود ہوں تو وہ کسی مذہب دوست مسلمان کے لئے ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتیں، بالخصوص جب کہ وہ مصالح بھی محض موہوم اور خیالی ہوں۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول ۱/۲۱-۲۲)۔

"কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বক্রতা এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি; উভয় ব্যাপারে কঠিন অসন্তুষ্ট। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য এক আসমানি সংবিধান পেশ করেছে। যে সেটিকে স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করে নেবে এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্তরে কোনো ধরনের সংকোচ অনুভব করবে না, সে মুসলমান। আর যে আল্লাহ প্রদত্ত সে সংবিধানের সামান্যতর কোনো বিধানকে অস্বীকার করে বসবে, সে নিঃসন্দেহে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। ইসলাম তার গণ্ডির ভেতরে তাকে রাখতে চায় না। তার মাধ্যমে আদমশুমারিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ইসলাম ও মুসলমানদের আত্মমর্যাদায় লাগে। **এই কিছু লোককে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করলে হাজারো মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যেমন বহু ক্ষেত্রে এটির অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে।**

এবং এটি এমন একটি ক্ষতিকর বিষয়; এর বিপরীতে যদি বাস্তবে হাজারো 'মাসলাহাত' বিদ্যমান থাকে, তবুও দ্বীনপ্রেমী কোনো মুসলমানের জন্য এটি কখনো ভ্রুক্ষেপ করার মতো বিষয় হতে পারে না। বিশেষকরে যদি সে 'মাসলাহত'ও শুধুমাত্র কাল্পনিক ও ধারণাপ্রসূত হয়।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/২১-২২)।

(تنبیہ) .... اور امر دوم (کافر کو مسلمان کہنا) کے متعلق بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کে تعامل نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تہاون وتکاسل کرنا اصول اسلام کو

نقصان پہنچانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کا
ارتداد قسم دوم ہی کا ارتداد تھا، صریح طور پر تبدیل مذہب (عموماً) نہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی
اللہ عنہ نے ان پر جہاد کرنے کو اتنا زیادہ اہم سمجھا کہ نزاکت وقت اور اپنے ضعف کا بھی خیال نہ
فرمایا۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول ۱/۳۵)۔

"(বিশেষকথা)..... এবং দ্বিতীয় বিষয় (কাফেরকে মুসলমান বলা) সম্পর্কেও সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের কর্মপন্থা এটি নির্ণয় করে দিয়েছে যে, এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা ইসলামের মূলনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যারা মুরতাদ হয়েছিলো, তারা দ্বিতীয় প্রকারের মুরতাদই ছিলো। সাধারণত তারা সুস্পষ্টভাবে ধর্মত্যাগ করেনি। কিন্তু সিদ্দিকে আকবার রাযি. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এতোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যে, সময়ের প্রতিকূলতা এবং নিজেদের দুর্বলতাকেও আমলে আনেননি।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৫)।

মুহতারাম আহলে ইলমদের নিকট আমরা অতি জযবাতি তরুণরা আবেদন করতে পারি যে, বাস্তব খারেজিদেরকে খারেজি বলুন! সহিহ মানহাজের জিহাদি কাফেলাকেও যারা 'তাকফির' করে চলছে তাদেরকে খারেজি বলুন! তাহলে খারেজিদের চিনতে কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না। অন্যথায় খারেজি শব্দের অন্যায় ব্যবহারে খারেজিরাই বেশি লাভবান হবে এবং এই অবস্থানের কারণে সৃষ্ট অস্পষ্টতার দায়ভার মুহতারাম আহলে ইলমদের উপরই বর্তাবে।

{দুই}

ব্যক্তির কুফর ও জামাআতের কুফর এক নয়

ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক কখনো সংঘটিত হওয়া শরিআহ পরিপন্থী বিষয়ের সঙ্গে শরিআতের আচরণ এবং দলবদ্ধভাবে শরিআহ পরিপন্থী কোনো বিষয়ের উপর অবিচল থাকার সঙ্গে শরিআতের আচরণ এক নয়। এজন্যই তো এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো ব্যক্তিবিশেষ কখনো করে ফেললে উলামায়ে কেরাম সেটিকে বিদআত বলেননি, কিন্তু একই বিষয়

যখন এক বৃহৎ শ্রেণি বিশেষ পদ্ধতিতে সেটির উপর অবিচল হয়ে আমল করতে থাকে তখন উলামায়ে কেরাম সেটিকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন। একইভাবে শরিআতের অনেক বিধান এমন আছে যেগুলো ব্যক্তিবিশেষ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করা হয় না, কিন্তু একই বিধান এক অঞ্চলের সকলে আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের বিধান। ব্যক্তিবিশেষ যাকাতের 'ফারযিয়্যাত' মেনে নিয়ে শুধুমাত্র আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করা হয় না, কিন্তু এক অঞ্চলের সকলে যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও তারা যাকাতের 'ফারযিয়্যাত'কে অস্বীকার না করে। যার বাস্তব উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান আছে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃ-১৮৯ হি.) এর একটি ফাতওয়ার আলোকে

আমরা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানির একটি মাসআলার আলোকে কথা বলতে পারি। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ফাতওয়াটি ফিকহে হানাফির বিভিন্ন কিতাবে শব্দের কিছুটা ভিন্নতায় উদ্ধৃত হয়েছে। আমি ইমাম সারাখসি (মৃ-৪৯০ হি.) ও ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি (মৃ: ৫৮৭ হি.) উভয়ের শব্দে ফাতওয়াটি উল্লেখ করছি-

قال شمس الأئمة السرخسي: وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى: إذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما، فإن أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح كما يقاتلون عند الإصرار على ترك الفرائض والواجبات. (المبسوط للسرخسي، باب الأذان ١/١٣٣).

"ইমাম সারাখসি বলেন, এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, কোনো শহরবাসী যদি আযান ও ইকামত বর্জনের ব্যাপারে জেদ ধরে, তাদেরকে প্রথমে সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। এরপরও যদি তারা অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে অস্ত্র নিয়ে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করা হবে, যেমনিভাবে ফরয বা ওয়াজিব বর্জনের ব্যাপারে জেদ ধরলে যুদ্ধ করা হয়।" (আল মাবসুত ১/১৩৩)।

قال علاء الدين الكاساني: أما الأول فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب فإنه قال: **إن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته.** (بدائع الصنائع، فصل في واجبات الصلاة ١/١٤٦).

"ইমাম কাসানি বলেন, প্রথম বিষয়টি: তো ইমাম মুহাম্মাদের আলোচনা তা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেছেন, **কোনো অঞ্চলের মানুষ যদি আযান বর্জনের ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তাহলে তাদের মোকাবেলায় আমি যুদ্ধ করবো। আর যদি কোনো একজন তা বর্জন করে, তাকে প্রহার করবো ও বন্দি করবো।**" (বাদায়েউস সানায়ে' ১/১৪৬)।

পার্থক্যের একটি সাধারণ কারণ

মোটকথা, এ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের বর্জন ও সম্মিলিতভাবে বর্জনের উপর অবিচল থাকার হুকুম এক নয়। এই পার্থক্যের একটি সাধারণ কারণ বলা যেতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের শুধুমাত্র বর্জন অস্বীকারের ইঙ্গিত বহন করে না, কিন্তু এর বিপরীতে বর্জনের ক্ষেত্রে দলবদ্ধতা ও অবিচলতা যেমনিভাবে 'বাগাওয়াত' বিদ্রোহের ইঙ্গিত বহন করে তেমনিভাবে অস্বীকারের ইঙ্গিতও বহন করে, যদিও মৌখিক ওই বিধানকে অস্বীকার করা না হয়। যেমনিভাবে বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ থেকে কখনো ঘটে যাওয়া প্রথম যুগে অনুপস্থিত কোনো 'মুবাহ' পদ্ধতি সেটিকে আবশ্যকীয় মনে করার ইঙ্গিত বহন করে না, তাই তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু যখনই সেক্ষেত্রে দলবদ্ধতা, অবিচলতা ও বিশেষ পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন তা আবশ্যকীয় মনে করার ইঙ্গিত বহন করে, ফলে তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যদিও মৌখিক দাবি করা হয় যে, আমরা সেটিকে আবশ্যকীয় মনে করি না।

উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে বলা যায়, 'তাকফির' কাউকে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে যে 'অস্বাভাবিক সতর্কতা' অবলম্বনের কথা বলা হয়ে থাকে, প্রথমত তা শরিআতের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত সে সতর্কতার মাত্রা ব্যক্তিবিশেষ এবং অবিচল দলের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের হবে না। ব্যক্তিবিশেষ থেকে কখনো কোনো

কুফর সংঘটিত হয়ে গেলে কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ থাকলে সেটির আশ্রয় নিয়ে বা কোনো 'ওযর' তালাশ করে তাকে 'মুবাহুদ দাম' থেকে রক্ষা করাটাই কাম্য। কেননা একজন অপরাধী শাস্তির আওতায় না আসার চেয়ে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া অধিক জঘন্যতম। কিন্তু সে মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতা কখনো ওই শ্রেণির ক্ষেত্রে কাম্য হতে পারে না যারা যুগের পর যুগ শরিআতের আলোকে সুস্পষ্ট কুফরিকে আঁকড়ে ধরে আছে, সেটির উপর গর্ব করছে, উত্তরোত্তর তা যুগোপযোগী করার জন্য নিজেদের পুরো মেধা ও সময় ব্যয় করছে এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও তা থেকে ফিরে আসছে না।

পার্থক্যের আরেকটি সাধারণ কারণ

কুফরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এবং দলবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্যের আরেকটি সাধারণ কারণ হিসেবে বলা যায়; ব্যক্তিবিশেষ থেকে ঘটে যাওয়া কুফর সাধারণত অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিশেষকরে যখন তার উপর 'কুওয়াতে কাহেরা' পরাক্রমশালী ক্ষমতা থাকে। কিন্তু একটি শ্রেণি যখন যুগের পর যুগ কোনো কুফরের উপর অবিচল থাকে, বিশেষকরে যদি তারা শাসকগোষ্ঠী হয়ে থাকে, তাহলে সে কুফর অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং তা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। সেটির উপর কোনো 'কুওয়াতে কাহেরা' না থাকায় তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে।

এই আলোচনার মাধ্যমে ওই মাসআলার ব্যাখ্যাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যা ফিকহের অনেক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে- "إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه، إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر، فلا ينفعه التأويل"। (কোনো ক্ষেত্রে যদি অধিকাংশ দিক কুফর হওয়াকে সাব্যস্ত করে আর একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেটিকে কুফর সাব্যস্ত না করার সুযোগ থাকে, তাহলে মুফতির সে দিকটি গ্রহণ করা উচিত। হাঁ! সে যদি এমন কোনো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা সুস্পষ্ট কুফরকে আবশ্যক করে, তখন কোনো ব্যাখ্যা কাজে আসবে না)। এটি ব্যক্তিবিশেষ থেকে কখনো ঘটে যাওয়া কুফরি কথা-কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি কখনো ওই কুফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না যে কুফরের উপর

দলবদ্ধতা ও অবিচলতা তৈরি হয়েছে। অন্যথায় কোনো কুফরি মতবাদের কারণে কাউকে কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করা যাবে না।

নিরান্নব্বই কুফর ও মুসলমান

উপরিউক্ত মাসআলার সম্পর্ক হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ থেকে প্রকাশ পাওয়া কোনো কুফরি কথা-কাজের সঙ্গে। সেই কথা-কাজের যদি অধিকাংশ দিক কুফর হওয়াকে সাব্যস্ত করে আর একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেটিকে কুফর সাব্যস্ত না করার সুযোগ থাকে, তাহলে সে ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করে তাকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু এ মাসআলাটি অনেককে এভাবে বলতে শুনা যায়- 'কেউ যদি নিরান্নব্বইটি কুফরি কাজ করে আর একটি কাজ এমন করে যা প্রমাণ করে যে সে মুসলমান, তাকে কাফের বলা যাবে না।' এ কথার কোনো উদ্ধৃতি আমাদের জানা নেই এবং উপর্যুক্ত মাসআলার সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটির ব্যাপারে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, এ কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে কোনো কাফেরের অস্তিত্ব থাকবে না।

{তিন}

'তাবিল' হচ্ছে 'ইলহাদ'র বারান্দা

বর্তমান পৃথিবীতে 'তাবিল' ব্যাখ্যা বরং অপব্যাখ্যার জোয়ার চলছে। শুধু তাবিল আর তাবিল। সুস্পষ্ট কুফরের ক্ষেত্রেও তাবিল, ইলহাদ ও যানদাকার ক্ষেত্রেও তাবিল। শরিআতের সুস্পষ্ট হুকুমের বিপরীতেও তাবিল। অপব্যাখ্যার স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে ইসলামের অকাট্য কিছু বিধান। আর এই অপকর্মের সমর্থন হিসেবে আহলে ইলমদের নিরবতাকে লুফে নিচ্ছে এক শ্রেণির অপদার্থ।

এটা যেমন বাস্তব যে, সালাফের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে কুরআন-হাদিস তথা 'নস' এর বাহ্যিক অর্থের উপর আমল কখনো পথভ্রষ্টতার কারণ হয়, ঠিক তেমনিভাবে এটাও বাস্তব যে, 'তাবিল' ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা কখনো মানুষকে 'ইলহাদ' পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামার আলোচনা থেকে

এ সংক্রান্ত আরবের প্রসিদ্ধ হানাফি আলেম শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ চমৎকার কথা বলেছেন। কথাটির গুরুত্ব অনুভব করা উচিত।

قال الشيخ محمد عوامة في كتابه الماتع "معالم إرشادية لصِناعة طالب العلم":
ومن الملكة النقدية التي ينبغي أن ينشّأ عليها طالب العلم: فهمُه حرفيَّة النصّ، والوقوف عند ما يفيده، على وَفْق الطريقة التي يتعامل فيها علماؤنا وأشياخنا مع نصوص العلماء السابقين، ومع نصوص الكتاب والسنة، لا جموداً عند ظاهرها، كما يقال: ظاهريةٌ ولا ابن حزم لها، ولا تأويلاً وتعطيلاً إلى الحد الذي يوصل إلى ما كان يقوله أشياخنا: **التأويل دِهْليز الإلحاد، فلا يجمد عند النص وحرفيته، ولا يلوي النص ليتمشّى مع فهمه.** (معالم إرشادية لصِناعة طالب العلم، المعلم الخامس عشر، تربية الملكة النقدية الأدبية في طالب العلم صـــ٣٩٨).

"শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, যাচাই-বাছাইয়ের যে সকল যোগ্যতার উপর ছাত্রদের গড়ে তোলা উচিত তার মধ্যে একটি হচ্ছে, 'নস' -এর আক্ষরিক অর্থ বুঝা এবং কুরআন-সুন্নাহর 'নুসুস' ও পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের 'নুসুস'কে সামনে রেখে আমাদের উলামা-মাশায়েখের বাস্তবায়নের পন্থা অনুসারে 'নস' -এর দাবির পক্ষে অবস্থান করা। শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থের উপর গোঁ ধরে না বসা। যেমন বলা হয়, যথাযথ বাহ্যিক অর্থের উপর চলার মতো এখন আর ইবনে হাযম নেই। আবার ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা যেনো এ পর্যায়ের না হয়, যা আমাদের মাশায়েখদের কথার বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁরা বলেছেন, **ব্যাখ্যা হচ্ছে 'ইলহাদ'র বারান্দা। তাই শুধুমাত্র 'নস' ও তার আক্ষরিক অর্থের উপর গোঁ ধরা যাবে না এবং নিজের বুঝের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য 'নস'কে বিকৃত করা যাবে না।"** (মাআলিমু ইরশাদিয়্যাহ পৃ: ৩৯৮)।

{চার}

আমরা বাঁচাতে চাই নাকি বাঁচতে চাই!

অতি জযবাতি তরুণ হিসেবে একটি 'বদ গুমানি' (আল্লাহ তাআলা সবধরনের অমূলক ধারণা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।) সবসময় মনকে অস্থির করে তুলে। আমরা যারা সুস্পষ্ট কুফরকে কুফর

বলতে প্রস্তুত নই, প্রকাশ্য ইলহাদ-যানদাকাকে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত নই বা কুফরকে কুফর বললেও সেই কুফরের কারণে কাউকে, বিশেষকরে শাসকগোষ্ঠীকে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দিতে প্রস্তুত নই; আমরা কি আসলে তাদেরকে বাঁচাতে চাই নাকি নিজেরা বাঁচতে চাই! 'ফিকহে আম'র অভাবে আমার কেবলই মনে হয় যে, তাদের বাঁচাতে নয় বরং আমরা নিজেরা বাঁচতে চাই। কারণ, আমাদের ধারণা মতে শাসকশ্রেণিকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারলে আমরা অনেক দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো। এর বিপরীতে শাসকশ্রেণির কুফর-ইরতিদাদ প্রমাণিত হলে আমাদের উপর যে দায়িত্বগুলো আসবে, সেগুলোর কথা কল্পনা করলেও আমাদের শরীরে রীতিমতো কম্পন শুরু হয়ে যায়।

আমার ব্যক্তিগতভাবে দু'য়েকজনের কথা জানা আছে যারা তাদের ছাত্রদের ক্ষোভের স্বরে বলেছেন, 'শুধু যে 'দারুল হারব দারুল হারব করো; দারুল হারব হলে কী কী দায়িত্ব কাঁধে আসবে খবর আছে?' আসলে এ খবর আছে বলেই আমরা বহু সত্যকে বিভিন্ন অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মূল থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু হাজার অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েও যে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না; তা কিতাবের পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখার মতো আমাদের 'নাশাত' তৈরি হয় না। বা না দেখলে তো মুখস্থের ভিত্তিতে বহু মন্তব্য করে দেয়া যায়, কিন্তু দেখে ফেললে তো সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

আমরা বাঁচাতে চাই নাকি বাঁচতে চাই শিরোনামে আরেকটি কথা মনে পড়লো। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয় এমন আহলে ইলমদের যার সঙ্গেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্বের ব্যাপারে কথা বলেছি তিনি এ জবাব দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামি দলগুলো সেটির জন্য চেষ্টা করে চলছে। যখন প্রশ্ন করেছি, সে ফরয দায়িত্ব আদায় করতে আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত? তখন সন্তোষজনক আর কোনো উত্তর পাইনি।

মূলত এই শ্রেণির আহলে ইলমগণ ভালো করেই জানেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুধুই ব্যর্থ সময়ক্ষেপণ। তাই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হওয়া বা কোনোটিকে সমর্থন করার মতো অনর্থক কাজে তারা সময় ব্যয় করতে চান না। এজন্যই তো

বলতে গেলে বাংলাদেশের আশি-নব্বই ভাগ উলামা-তলাবা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন। কিন্তু যখনই ফরয দায়িত্বের প্রশ্ন আসে তখনই নিজেদের কাছেও অগৃহীত পদ্ধতির উদ্ধৃতিতে বাঁচার চেষ্টা করা হয়। আমাদের নিকট এটির মূল্যায়ন আর কী হতে পারে!

{পাঁচ}

একটি হাদিসের 'মিসদাক'

সর্বশেষ মুহতারাম আহলে ইলমদের সামনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত একটি 'মারফুয়ে হুকমি' হাদিস পেশ করছি। আশা করি উলামায়ে কেরাম হাদিসটির 'মিসদাক' প্রতিপাদ্য নির্ণয়ের ব্যাপারে গবেষণা করবেন।

قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستْكم الفتنة يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، **ويتخذها الناس سنة، فإن غُيِّر منها شيء قيل: غُيِّرت السنة!** قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثُرت قراؤكم، وقلَّت أمناؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم، والتُمِست الدنيا بعمل الآخرة.

قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، وسكت عنه الحاكم. وقال الشيخ محمد عوامة: إسناده صحيح. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها ٢١/٤٩، رقم الحديث: ٣٨٣١١، ويراجع أيضاً: المصنف لعبد الرزاق، باب الفتن ١١/٣٥٩، رقم الحديث: ٢٠٧٤٢، سنن الدارمي، كتاب العلم، باب تغير الزمان وما يحدث فيه صـــ١٣٢، رقم الحديث: ١٩٣، ١٩٤، المستدرك للحاكم، كتاب الفتن والملاحم ٥/٤١٨، رقم الحديث: ٨٧٤٨).

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফিতনা তোমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। যে দীর্ঘস্থায়ী ফিতনায় ছোটো বড়ো হয়ে যাবে এবং বড়ো বৃদ্ধ হয়ে যাবে, **আর মানুষ সেটিকে সুন্নাত-অনুমোদিত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। তা থেকে**

কিছু পরিবর্তন করতে চাইলে বলা হবে, এতোদিনের অনুমোদিত পন্থা পরিবর্তন করে দেয়া হচ্ছে। শিষ্যরা বললো, হে আবু আব্দুর রহমান! (ইবনে মাসউদের উপনাম) এটি কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের আলেমদের সংখ্যা অধিক হবে, কিন্তু বিশ্বস্ত খুব কমই হবে এবং তোমাদের আমিরদের সংখ্যা অধিক হবে, কিন্তু ফকিহদের সংখ্যা খুব কম হবে, আর আখেরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া কামনা করা হবে।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ২১/৪৯, হাদিস নং ৩৮৩১১। আরো দেখুনঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ১১/৩৫৯, হাদিস নং ২০৭৪২, সুনানে দারেমি পৃঃ ১৩২, হাদিস নং ১৯৩, ১৯৪, মুসতাদরাকে হাকেম ৫/৪১৮, হাদিস নং ৮৭৪৮)।

হাদিসে বর্ণিত দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিদ্যমান সে ফিতনাটি কী হতে পারে যেটিকে মানুষ সুন্নাত-অনুমোদিত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেবে এবং কেউ সেটির উপর আপত্তি করলেই বলা হবে, হায়রে এতোদিন ধরে চলে আসা সুন্নাত পরিবর্তন করে দেয়া হচ্ছে?

আমরা 'তাফাক্কুহ'বিহীন অতি জযবাতি তরুণরা সেটি নির্ধারণ করতে চাচ্ছি না। মুহতারাম আহলে ইলমগণ তা নিয়ে ভাববেন বলে আশা করছি।

هذا، وصلى الله تعالى على سيد الأنبياء والمرسلين. آمين.

ثَبت المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

٢- آپ کے مسائل اور ان کا حل-یوسف لدھیانوی-زکریا بکڈپو، دیوبند

٣- احسن الفتاوی-رشید احمد لدھیانوی-زکریا بکڈپو، دیوبند

٤- أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٥- ادیان کی جنگ-عاصم عمر-ادارۂ حطین

٦- الإسناد من الدين وصفحة مُشرِقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين لعبد الفتاح أبي غدة، المكتبة الغفورية العاصمية، كراتشي، باكستان

٧- اشرف الجواب-افادات حکیم الامت-مکتبۂ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، کراچی

٨- الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الفكر، بيروت

٩- أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، دار عالم الفوائد

١٠- الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي (الجامع في ألفاظ الكفر)، دار إيلاف الدولية، الكويت

١١- إعلام الموقعين لابن القيم، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

١٢- إكفار الملحدين لأنور شاه الكشميري، دار الکتب العلمیہ، اکوڑہ خٹک، پشاور

١٣- الأم للإمام الشافعي، دار الوفاء، المنصورة

١٤- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي، مطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة

١٥- البحر الرائق لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت

١٦- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت

١٧- البداية والنهاية لابن كثير، دار الحديث، القاهرة

١٨- تاريخ دمشق لابن عساكر، دار الفكر، بيروت

١٩- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)، دار المعارف، مصر

٢٠- تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية

٢١- تذکرۂ مشائخ دیوبند، عزیز الرحمن بجنوری

٢٢- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

٢٣- تفسير ابن جزي الكلبي (التسهيل لعلوم التنزيل)، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٤- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٥- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، دار ابن الجوزي، القاهرة

٢٦- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٧- تفسير البغوي (معالم التنزيل)، دار طيبة، الرياض

٢٨- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٢٩- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن)، مكتبه ابن تيمية، القاهرة

٣٠- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، دار عالم الكتب، الرياض

٣١- التفسير الكبير للرازي، دار الفكر، بيروت

٣٢- تفسير المظهري للقاضي ثناء الله المظهري، زکریا بکڈپو، دیوبند

٣٣- تفسير النسفي (مدارك التتزيل وحقائق التأويل)، دار الكلم الطيب، بيروت

٣٤- تكملة فتح الملهم لتقي العثماني، دار القلم، دمشق

٣٥- تهذيب الكمال للمزي، مؤسسة الرسالة

٣٦- جامع الترمذي، مؤسسة الرسالة ناشرون

٣٧- جامع الفصولين لابن قاضي سماونة، اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی (الشبكة)

۳۸- جواہر الفتاوی-عبد السلام چاٹگامی-المکتبۃ الاتحادیہ، امین بازار، سری نغر، منشی گنج

۳۹- جواہر الفقہ-مفتی محمد شفیع-مکتبہ سیرت النبی، جامع مسجد، دیوبند

٤٠- حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي، دار ابن كثير، دمشق

۴۱-حیات اطہر-شفیق الرحمن جلال آبادی، کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال ۲، کراچی

۴۲-خزائن معرفت ومحبت-حکیم محمد اختر-خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، کراچی

۴۳- خطبات شامزی-نظام الدین شامزی- اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

٤٤- خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري، مکتبۂ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ

٤٥- رد المحتار لابن عابدين الشامي، دار الكتاب، ديوبند، الهند

٤٦- زاد المسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي

٤٧- سنن أبي داوُد، مؤسسة الرسالة ناشرون

٤٨- سنن الدارمي، مؤسسة الرسالة ناشرون

٤٩- سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة

٥٠- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، دار الفكر، بيروت

٥١- شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت

٥٢- شرح الحموي على الأشباه (غمز عيون البصائر)، دار الكتب العلمية، بيروت

٥٣- شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، مؤسسة الرسالة ناشرون

٥٤- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، مؤسسة الرسالة

٥٥- الشفا للقاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت

٥٦- الصارم المسلول لابن تيمية، زمادي للنشر- المؤتمن للتوزيع، المملكة العربية السعودية

٥٧- صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون

٥٨- صحيح مسلم، مؤسسة الرسالة ناشرون

٥٩- عقائد الاسلام - ادریس کاندھلوی - ادارۂ اسلامیات، کراچی، لاہور

٦٠- عمدة التفسير لأحمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة

٦١- عمدة القاري للعيني، السحار للطباعة والنشر، القاهرة

٦٢- فتاوی حقانیہ - عبد الحق الحقانی - جامعہ دار العلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک، پشاور

٦٣- الفتاوى الصغرى ليوسف بن أحمد الخوارزمي الخاصي، مخطوطة جامعة الملك سعود (الشبكة)

٦٤- فتاوى قاضي خان، (الخانية)، مكتبة الاتحاد، ديوبند، الهند

٦٥- الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت

٦٦- فتاوی محمودیہ-محمود حسن گنگوہی-زکریابکڈپو،دیوبند

٦٧- فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

٦٨- الفتاوى الهندية لعدة من علماء الهند، زکریابکڈپو،دیوبند

٦٩- فتح الباري لابن حجر العسقلاني، الرسالة العالمية

٧٠- فتح القدير لابن الهمام، دار الكتب العلمية، بيروت

٧١- الفروق للقرافي، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٢- فطری حکومت-قاری محمد طیب-دار الکتاب،دیوبند،یوپی

٧٣- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

٧٤- فيض الباري لأنور شاه الكشميري، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٥- كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية، مؤسسة الريان، بيروت

٧٦- الكشاف للزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض

٧٧- كشاف القناع للبهوتي، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

٧٨- كشف الأسرار على أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٩- المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت

٨٠- مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (الشاملة)

٨١- مجموع الفتاوى لابن تيمية، مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودية.

٨٢- مدارج السالكين لابن القيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٨٣- المستدرك للحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت

٨٤- مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة

٨٥- المصنف لعبد الرزاق، المكتب الإسلامي، بيروت

٨٦- المصنف لابن أبي شيبة، دار القبلة، جدة - مؤسسة علوم القرآن، بيروت

٨٧- معارف القرآن - مفتی محمد شفیع - المكتبة المتحدة، ڈھاکہ، بنگلہ دیش

٨٨- معالم إرشادية لمحمد عوامة، دار اليسر - دار المنهاج

٨٩- معالم السنن للخطابي، دار الكتب العلمية، بيروت

٩٠- المغني لابن قدامة، دار عالم الكتب، الرياض

٩١- مقالات الكوثري، دار السلام، مصر، الطبعة الرابعة

٩٢- مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مکتبۂ دینیہ، دیوبند

٩٣- المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت

٩٤- منهاج السنة النبوية لابن تيمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٩٥- الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، الطبعة الثانية

٩٦- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت

٩٧- موقف العقل والعلم والعالم لمصطفى صبري، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٩٨- نونية ابن القيم (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)، دار عالم الفوائد

٩٩- النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، دار الحديث، القاهرة

١٠٠- الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني، دار طيبة، الرياض

١٠١- الهداية لبرهان الدين المرغيناني، المكتبة الإسلامية، بنغلا بازار، داكا

১০২- হাফেজ্জী হুজুর রহ. স্মারকগ্রন্থ, হাফেজ্জী হুজুর রহ. পরিষদ

১০৩- অন্তরঙ্গ আলোকে শাইখুল হাদীস রহ., মুহাম্মদ এহসানুল হক, থানভী লাইব্রেরী

১০৪- মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. জীবন ও সংগ্রাম, নবপ্রকাশন

১০৫- ঈমান সবার আগে, মাওলানা আব্দুল মালেক, রাহনুমা প্রকাশনী

১০৬- প্রচলিত জাল হাদীসের (১) ভূমিকা, মাওলানা আব্দুল মালেক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, প্রথম প্রকাশ

১০৭- মাসিক আলকাউসার, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

১০৮- দৈনিক ইনকিলাব

১০৯- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত অক্টোবর, ২০১১)

১১০- বাংলাপিডিয়া (google)

১১১- জিয়াউর রহমান উইকিপিডিয়া (google)

১১২- কোম্পানী আইন ১৯৯৪ (google)

এই শ্রেণির লোকগুলো ভুলে গেছে যে, একজন মুসলমানকে কাফের বলা যেমনিভাবে জঘন্যতম অপরাধ, তেমনিভাবে কোনো কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলাও ভয়ঙ্কর অপরাধ। উসুলের প্রথম অংশটি মনে রেখেছে আর দ্বিতীয় অংশ ভুলে যাওয়াই নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করেছে। এই লোকগুলো খারেজি হওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিজের অজান্তে কখন যে মুরজিয়া'র খাঁচায় ঢুকে পড়েছে তা উপলব্ধি করতে পারেনি। মনে রাখতে পারেনি যে, খারেজিরা সুস্পষ্ট কুফরি বিশ্বাস ও কথা-কাজের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফের বলার কারণে খারেজি হয়নি, বরং তারা খারেজি হয়েছে কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া মুসলমানকে কাফের বলার কারণে। আ'মালে মুকাফফিরা'য় লিপ্ত হওয়া লোকদের কাফের বলায় খারেজি হয়নি, বরং আ'মালে মুফাসসিকা'য় লিপ্ত হওয়া মুসলমানকে কাফের বলায় খারেজি হয়েছে। সুস্পষ্ট কুফরি বিশ্বাস ও কথা-কাজের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফের-মুরতাদ বলার কারণে যদি খারেজি হতে হয়, তাহলে এ শ্রেণির খারেজিদের তালিকায় সর্বপ্রথম নামটি আসবে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নাম। এ তালিকায় আরো যাদের নাম আসবে সেটি এই বিশেষ শ্রেণির লোকেরা আমাদের কাছে চাইলে আমরা তৈরি করে দেবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশনায়

দারুল ফিকহিল আম